পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 12 Thursday, 12 December, 2024 ✱ ৩০ বর্ষ, ১২ সংখ্যা ✱ ২৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, বৃহস্পতিবার, ১২ ডিসেম্বর, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

জ্যোতিরাদিত্যকে লেডি কিলার বললেন কল্যাণ, লোকসভায় ধুন্ধুমার

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বরঃ লোকসভার ভিতরেই বিজেপি নেতা জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়াকে ‘লেডি কিলার’ বললেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তা নিয়েই বুধবার তুলকালাম বাধল সংসদে। চলতি শীত অধিবেশনে নজিরবিহীনভাবে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়ের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের পর এদিন বহু বিতর্কের নায়ক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জ্যোতিরাদিত্যকে লেডি কিলার বলায় তৃণমূল এমপি-র সদস্যপদ খারিজের দাবি তুলেছে ট্রেজারি বেঞ্চ।

‘কিংমেকার’ জ্যোতিপ্রিয় জামিন পেলেই প্রভাব খাটাবেন! আদালতে যুক্তি ইডির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ ডিসেম্বরঃ রেশন দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হওয়া রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বুধবারও জামিন পেলেন না। ইডি আদালতে যুক্তি দিয়েছে, তিনি আদতে ‘কিংমেকার’! জামিন পেলেই মামলায় প্রভাব খাটাতে পারেন। কেন্দ্রীয় সংস্থার এই যুক্তি আদালতে গ্রাহ্য হয়েছে। বুধবার বিচারভবনে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের জামিনের মামলার শুনানি ছিল। সেখানে ইডি দাবি করেছে, রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রীই এই দুর্নীতির মূল চক্রী। তাই তাঁকে জামিন দেওয়া হলে মামলার তদন্তে প্রভাব পড়বে। এর আগে জ্যোতিপ্রিয়র আইনজীবী আদালতে দাবি করেছিলেন, প্রভাবশালী তত্ত্ব তাঁর মক্কেলের

ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু এই যুক্তিও খণ্ডন করেছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। আদালতে ইডি বলেছে, মন্ত্রীর পদে না থাকলেও জ্যোতিপ্রিয় এখনও প্রভাবশালী। রাজনৈতিকভাবে তিনি প্রভাব খাটাতে এখনও সক্ষম। ‘কিং’ না হলেও তিনি ‘কিংমেকার’! এমনও মামলা রয়েছে যা এখনও অনুমোদন পাচ্ছে না তাঁর জন্য। তাই তাঁকে কোনওভাবে জামিন দেওয়া যাবে না। ইডির পক্ষেই আপাতত রায় দিয়ে জ্যোতিপ্রিয়র জামিনের আর্জি আবারও খারিজ করেছে আদালত। আগামী ২১ ডিসেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি। গত বছরের অক্টোবর মাসে রেশন দুর্নীতি মামলায় ‘বালু’কে গ্রেফতার করেছিল ইডি।

‘পুরী ধামের নকল মানব না’, দিঘার মন্দির নিয়ে সরব শুভেন্দু অধিকারী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ ডিসেম্বরঃ দিঘায় জগন্নাথ মন্দির তৈরির কাজ কেমন চলছে তা পরিদর্শনে গেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একাধিক বিষয়ে কথা বলেন। বুধবার বিধানসভা অধিবেশন শেষে সেসব কথারই পাল্টা দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। জগন্নাথ মন্দিরের আদলে দিঘায় এই মন্দির বানিয়ে আদতে তিনি পুরী ধামকে অপমান করেছেন বলেও উল্লেখ করেন শুভেন্দু। আগামী বছর ৩০ এপ্রিল, অক্ষয় তৃতীয়ার দিন উদ্বোধন হবে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের। রাজ্যের মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে মন্দিরের জন্য একটি ট্রাস্ট বোর্ড গঠন করা হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাতে ইসকন রয়েছে। এছাড়া থাকছেন পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক, জেলার পুলিশ সুপার, ইসকন এবং সনাতন ধর্মের প্রতিনিধি এবং জগন্নাথ দেবের মন্দিরের পূজারী। নিজে এক্ষেত্রে একজন স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করছেন বলে স্পষ্ট করেন তিনি। নিজের অ্যাকাউন্ট থেকে ৫ লক্ষ টাকা দেবেন বলে জানান। এই মন্দির নিয়েই সুর চড়ান বিরোধী দলনেতা। তাঁর দাবি, ২০ একর জায়গায় তৈরি মন্দিরটি সরকারি টাকায় হচ্ছে। যা আইন বিরুদ্ধ। কাগজ পত্রে কোথাও মন্দির নির্মাণের কথা উল্লেখই নেই। শুভেন্দু এদিন বলেন, ‘‘কাগজ পত্রে কোথাও মন্দিরের উল্লেখ নেই। সংবিধান আমাদের সবচেয়ে বড়। সাংবিধানিকভাবে কোনও সরকার এক্সচেকারের টাকায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে পারে না। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজও দাঁড়িয়ে যা যা বলেছেন, তা ভণ্ডামি ও মিথ্যাচার।’’ শুভেন্দু কটাক্ষের সুরে বলেন, ‘‘একজন তানাশাহির মতো,

এটা উনি করে দেখাচ্ছেন। বাংলাও দেখছে। রামমন্দির দেখে হিংসা রিপু সক্রিয় হল ওঁর। দেখলেন এটার ক্রেডিট তো মোদিজি নিয়ে নেবেন। তাহলে আমাকে মন্দিরের আদলে কিছু একটা করতে হবে। হিন্দু সংগঠনের সঙ্গে ওঁর কোনও সম্পর্ক নেই। কারণ উনি সনাতন সংস্কৃতি মানেন না। ইদের শুভেচ্ছা সবাই জানায় কিন্তু উনি প্রার্থনাতেও হাজির হন। উনি বলেছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল দাঙ্গাবাজ। উনি আসলে সরকারি টাকায় একটা ভাস্কর্য তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ওয়ার্ক অর্ডারটা ইস্যু করল হিডকো।’’ নিজেকে জগন্নাথ দেবের ভক্ত হিসেবে উল্লেখ করে এই মন্দির নিয়ে প্রশ্ন তোলেন শুভেন্দু। বলেন, ‘‘আমি একজন জগন্নাথ দেবের ভক্ত হিসেবে পরিষ্কার বলতে চাই, চারধামের একধাম পুরী ধাম। একে নকল করবেন না। এই অধিকার কোনও হিন্দু আপনাকে দেয়নি। কেদার-বদ্রীর বিকল্প হয় না। গীতাকে পাল্টানো যায় না। অভিনন্দনকে শুভনন্দন করতে পারেন কিন্তু পুরী ধামের বদল আপনি এমন মন্দির করতে পারেন না। সাহস কোথা থেকে হয় এসবের?’’ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেই ইসকনের সদস্য শ্রী রাধারমন দাসকেও কটাক্ষ করেন বিরোধী দলনেতা। তাঁর বক্তব্য, ‘‘আমার লজ্জা লেগেছে রাধারমন দাসজিকে দেখে। শ্রীলা প্রভুপাদ ইসকন তৈরি করেছেন শ্রী চৈতন্য দেবের ভাবধারায়। শ্রীচৈতন্য দেব পুরীতে তিন তিনবারের বেশি গেছেন। তমলুকে মহাপ্রভুর মন্দিরে থেকেছেন বহুদিন। শ্রীচৈতন্য দেবের পুরী নিয়ে যে কথা আছে, যা শ্রীলা প্রভুপাদ বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছেন রথ যাত্রার মধ্য দিয়ে। রাধারমন জি আপনি মুখ্যমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে আজ আপত্তি করলেন না উনি যা যা বললেন সেনিয়ে? আপনার আপত্তি করা উচিত ছিল। কারণ আপনি ইসকন কলকাতার একজন কার্যকর্তা।’’

দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন অক্ষয় তৃতীয়ায়

ভারত সরকার হিন্দুদের রক্ষা করুক মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, দিঘা ও কলকাতা, ১১ ডিসেম্বরঃ দিঘায় জগন্নাথ মন্দির তৈরির কাজ কেমন চলছে তা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে গিয়েই তিনি জানান, আগামী বছর ৩০ এপ্রিল, অক্ষয় তৃতীয়ার দিন উদ্বোধন হবে এই মন্দিরের। শুধু তাই নয়, কালীঘাটের প্যাঁড়া থেকে শুরু করে গজা, গুজিয়া পাওয়া যাবে মন্দির চত্বর থেকে। মন্দিরের কাজ খতিয়ে দেখার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানান, রাজ্যের মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে জগন্নাথ মন্দিরের জন্য ট্রাস্ট বোর্ড গঠন করা হয়েছে। তাতে ইসকন রয়েছে। এছাড়া থাকছেন পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক, জেলার পুলিশ সুপার, ইসকন এবং সনাতন ধর্মের প্রতিনিধি এবং জগন্নাথ দেবের মন্দিরের পূজারী। তিনি এও স্পষ্ট করে দেন, ট্রাস্টের সদস্য তিনি নন। যা করছেন একজন স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে করছেন। ২০ একর জায়গায় তৈরি হয়েছে এই জগন্নাথ মন্দির। এবার থেকে রথযাত্রাও হবে এই মন্দির চত্বর থেকে। মন্দিরের আশেপাশে সনাতন ধর্মের লোকজন দোকান করবেন বলেও জানান মমতা। ২৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে এই জগন্নাথ মন্দির তৈরি করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। নিজের অ্যাকাউন্ট থেকেও এর জন্য ৫ লক্ষ টাকা দেবেন তিনি বলে জানিয়েছেন মমতা। বলেন, রথে সোনার ঝাড়ু থাকে। তার জন্য তিনি নিজে থেকে ৫ লক্ষ টাকা দেবেন। মন্দির উদ্বোধনের দিন বিশিষ্ট কিছু মানুষকে আমন্ত্রণ জানানো হবে বলেও তিনি জানান। এও বলেন, রথের দিন তিনি সোজা দিঘাতেই চলে আসবেন আর উল্টোরথের দিন কলকাতায় ইসকনের রথে থাকবেন। একই সঙ্গে মমতা স্পষ্ট করে দেন, এই মন্দির নিয়ে কোনও রাজনীতি হোক তিনি চান না। দিঘায় তৈরি হওয়া জগন্নাথ মন্দিরের মূল প্রবেশের জায়গায় থাকবে চৈতন্যদেবের মূর্তি। এছাড়া

রাজস্থানের পাথরের কাজ থাকবে মন্দিরে। পাশাপাশি পুরীর মন্দিরে যেমন ধ্বজা তোলা হয়, এখানেও তোলা হবে। প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালে দিঘায় পুরীর মন্দিরের আদলে জগন্নাথ মন্দির তৈরির কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ২০২২ সালের মে মাসে মন্দির তৈরির কাজ শুরু করে হিডকো। তার আগে করা যায়নি কারণ সে সময়ে কোভিড চলছিল। এদিন বাংলাদেশ নিয়ে প্রশ্ন করা হয় মুখ্যন্ত্রীকে। ‘‘এটা ভারত সরকারের ব্যাপার। আমরা চাই ওরা হিন্দুদের রক্ষা করুক। বিরোধী দল এখানে দায়বদ্ধতার পরিচয় দিচ্ছে। দায়িত্ব নিয়ে দায়িত্ববান বিরোধী দলের পরিচয় দিচ্ছে।’’ দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে বাংলাদেশের অশান্তি নিয়ে করলেও তীব্র নিন্দা। সঙ্গে কেন্দ্রকে ‘দায়িত্ব’ মনে করিয়ে বললেন, ‘‘এটা ভারত সরকারের দেখার কথা। আমি তো শুনেছি ভিসা আরও বাড়ানো হয়েছে। যাতে ওখান থেকে বেশি লোক এখানে আসতে পারে। আমাদের লোকেদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হোক। যাঁরা আসতে চায় তাঁদের ফেরানো হোক। কিন্তু, এটা ভারত সরকারের ব্যাপার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যাপার নয়। এটা ওদের দায়িত্ব। বাংলাদেশ নিয়ে যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার তা ভারত সরকারই নেবে।’’ যদিও মমতার মুখে এ কথা শুনেই ফের একবার সিএএ ইস্যুতে সুর চড়িয়েছে বিজেপি। বিজেপির দাবি, সিএএ-র বিরোধিতা করা যে ভুল হয়েছে তা স্বীকার করুন মমতা। চাঁচাছোলা ভাষায় মমতার বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘‘মমতার মুখে হিন্দু শব্দ শুনে দু’হাত ভরে হাততালি দিতে চাই। কিন্তু, আপনি বলেন তাহলে সিএএ জরুরি ছিল। ওপারের হিন্দুদের এপারে নিয়ে চলে আসার কথা বলছেন। আনতে পারা যাচ্ছে না তো আপনার জন্য।’’ আক্রমণের ধার বাড়িয়ে তিনি আরও বলেন, ‘‘আপনি বলেছেন সিএএ মানব না। কেন্দ্র তো রেডি। আপনি বলেছেন নাগরিকত্ব আইন মানব না। কিন্তু, আমরা তো ধর্মীয় কারণে নিপীড়িত হিন্দুদের এদিকে নিয়ে এসে নাগরিকত্ব দিতে চাই। সেই জন্য আইন করা হয়েছে। কিন্তু, তার বিরোধিতা কে করেছে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আজ বলতে হবে সিএএ-র বিরোধিতা করা অন্যায় হয়েছে।’’ প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর লাগাতার নির্যাতনের প্রতিবাদে সরব হয়েছে ভারতও। ইতিমধ্যেই ঢাকায় গিয়ে কড়া বার্তা দিয়ে এসেছেন বিদেশ সচিব। রোজই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সুর চড়াতে দেখা যাচ্ছে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-সহ একাধিক বিজেপি নেতাকে। যদিও মমতা বলছেন, ‘‘বর্ডার থেকে তো অনেকে চলে আসছেন আমি শুনছি। কিন্তু, বিএসএফ কোথাও আটকাচ্ছে কোথাও আটকাচ্ছে না। প্লেনে করেও তো লোকজন আসছে। ভিসা, পাসপোর্ট যাঁদের আছে তাঁরা আসছেন। কোনও বর্ডার বন্ধ করা হয়নি। তাই এটা ভারত সরকারের ব্যাপার। আমরা চাই ওরা হিন্দুদের রক্ষা করুক। বিরোধী দল এখানে দায়বদ্ধতার পরিচয় দিচ্ছে।’’

বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসবেঃ যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ২১ এপ্রিল ঃবিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসবে। জোর দিয়ে বললেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি রবিবার বলেছেন, লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফা শেষ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর ১০ বছরের শাসনকাল নিয়ে দেশবাসীর মধ্যে যে উসাহ ছিল, তা এখন ভোটে রূপান্তরিত হচ্ছে। বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসবে, এতে কোনও সন্দেহ নেই এবং আমি মনে করি বিরোধীদের মিথ্যাও জনগণের দ্বারা উন্মোচিত হচ্ছে।কিছু রাজ্যে হিংসাত্মক ঘটনা প্রসঙ্গে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, এটি তোষণ নীতির বিরূপ প্রভাব। তা রাম নবমী উপলক্ষ্যে হোক অথবা হোলির আগে, পশ্চিমবঙ্গে যে দাঙ্গা হযেছিল। পাশাপাশি অ-বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে তোষণের নামে সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের অনুভূতি এবং ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির উদাহরণ, রাম নবমী উপলক্ষ্যে আবারও পশ্চিমবঙ্গে রাম নবমীর মিছিলে হামলার ঘটনা ঘটেছে, এটা উদ্বেগের বিষয় এবং দেশের জনগণের জন্য একটি বার্তাও যে, এই লোকজন যখন শান্তিপূর্ণ মিছিলকে রক্ষা করবে না, তখন তারা কীভাবে আমাদের বোন-মেয়ে এবং সাধারণ নাগরিকদের নিরাপত্তা দিতে পারবে।

সময় বদলালো ঝাড়খণ্ড সরকার

রাঁচি, ২১ এপ্রিল ঃবেশ কয়েকদিন ধরে তাপপ্রবাহ চলছে ঝাড়খণ্ডে। এই পরিস্থিতিতে যাতে শিশুদের স্কুলে যেতে কষ্ট না হয, আবার পড়াশোনারও ক্ষতি না হয়, দুদিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিলো ঝাড়খণ্ড সরকার। ছুটির পরিবর্তে গরমের সময় ছোটদের স্কুলে ক্লাসের সময়সূচি বদলে দিল ঝাড়খণ্ড সরকার। ঝাড়খণ্ড সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, তীব্র তাপপ্রবাহের কারণে স্কুলের সময়সূচি বদলে সোমবার থেকে সব স্কুলে ক্লাস শুরু হবে সকাল ৭টা থেকে। চলবে বেলা ১১টা পর্যন্ত। ঝাড়খণ্ডের শিক্ষা দফতরের তরফে জারি করা নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ২২ এপ্রিল থেকে রাজ্যের সমস্ত স্কুলে ছোটদের ক্লাসের সময় এগিয়ে আনা হচ্ছে।নির্দেশিকায় রয়েছে, নার্সারি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাস হবে সকাল ৭টা থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত। একইভাবে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস চলবে সকাল ৭টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত। তবে স্কুল চলাকালীন রোদের মধ্যে প্রার্থনা বা খেলাধূলার আয়োজন না করার ব্যাপারে স্কুলগুলোকে সতর্ক করা হয়েছে নির্দেশিকায়। আগের মতোই পড়ুয়াদের স্কুল থেকে মিড ডে মিল দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছে ঝাড়খণ্ড সরকার।

জাতীয় সিভিল সার্ভিস দিবসে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রী যাদবের

ভোপাল, ২১ এপ্রিল ঃরবিবার জাতীয় সিভিল সার্ভিস দিবস। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব এই দিবস উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে এবং দেশ গঠনে সরকারি কর্মচারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। সিভিল সার্ভিস দিবসে সকল সরকারি কর্মচারীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই দিবস উপলক্ষে আমি সেই সমস্ত সরকারি কর্মচারীদের অভিবাদন

উটিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড একটি বাড়িতে

উটি, ২১ এপ্রিল ঃ তামিলনাড়ুর উটিতে ভয়াবহ আগুন লাগল একটি বাড়িতে। শনিবার গভীর রাতে উটির আপার বাজার এলাকায় অবস্থিত একটি বাড়িতে আগুন লাগে। বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিটের কারণেই ওই বাড়িতে আগুন লাগে বলে মনে করা হচ্ছে। রাতের অন্ধকারে দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে আগুন। আগুন লাগা মাত্রই দমকলে খবর দেওয়া হয়।কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পৌঁছয় দমকলের কয়েকটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের প্রায় দুই ঘন্টার চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে এসেছে। ওই বাড়ির ভিতরে কয়েকটি সিলিন্ডার ছিল, সেগুলি ফাটলে আগুন আরও ভয়াবহ রূপ নিতে পারত। দমকল কর্মীরা জানিয়েছে, এই অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত হননি।

ক্রিপটো কারেন্সি এবং ডার্কনেটের চ্যালেঞ্জকে সঠিকভাবে বোঝা প্রয়োজন

নয়াদিল্লি,২১এপ্রিলঃক্রিপ্টো কারেন্সিভিত্তিক অর্থব্যবস্থা সঠিক অর্থে এখন আন্তর্জাতিক। আর এটা জরুরি নয় যে, যে দেশেই এটা লেনদেন হোক না কেন সেই দেশে এর সঞ্চালন বা নিয়ন্ত্রণ সঠিকভাবে হচ্ছে। যদিও মুদ্রা লিস্টিং এবং ট্রেডিং এক্সচেঞ্জগুলি স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে এবং এর যাতে বেআইনী ব্যবহার না হয় তারজন্য নিজ নিজ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কঠোর করছে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট চেনে ক্রিপ্টো টোকেন এবং এরসঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন লেনদেনের অপব্যবহার হওয়ার প্রভূত সম্ভাবনা আছে। কিছু টোকেন আরও বেশি গোপনীয়তা রক্ষা ও নাম না জানানোর সুবিধা দেয়। এই কারণে এই ধরনের টোকেন স্বাভাবিকভাবেই অপরাধীদের আকৃষ্ট করে। রাষ্ট্রসংঘের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী প্রায় ২০ শতাংশ মারাত্মক অপরাধমূলক হামলা এখন ক্রিপ্টো কারেন্সির ফান্ডিংয়ের সঙ্গে যুক্ত।সাধারণ ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের থেকে সংবেদনশীল সংবাদ গোপন করতে একটি গোপন নেটওয়ার্ক তৈরি করার প্রয়াস যা একসময় শুরু হয়েছিল সেগুলি এখন এক সম্পূর্ণ ডার্কনেটের রূপ নিয়েছে। এটা মোটামুটি অন্তর্নিহিত প্রযুক্তি ওই গোপন নেটওয়ার্ককে দিয়ে দেয় যেখানে সাধারণ ব্রাউজারের মাধ্যমে পৌঁছোনো যায় না এবং এর সূচিকরণ সার্চ ইঞ্জিনের দ্বারা করা যায়না। এরজন্য বিভিন্ন প্রকারের ফোরাম, চ্যাটরুম, ফাইল এবং পিকচার হোস্টের মাধ্যমে সংযোগ করা হয়। এটা এমন একটি বাণিজ্যিক সুবিধার সৃষ্টি করে যাতে বেআইনী কাজকারবারের জন্য নতুন নতুন বাজার তৈরি হয়। ক্রিপ্টো কারেন্সি এবং ডার্কনেটের মাধ্যমে যোগসাজস থাকার পরিণামস্বরুপ এই সন্দেহজনক লেনদেন এক নতুন স্তরে পৌঁছে যায়। বিশাল পরিমাণে ক্রিপ্টো কারেন্সি চুরি বা ক্রিপ্টো কারেন্সির অর্থ দিয়ে অন্য কাজ করার প্রয়াসের জন্য সাইবার অপরাধীরা দ্রুততার সঙ্গে ডার্কওয়েবকে আরও ভালোভাবে ব্যবহার করে থাকে। এইরকম পরিস্থিতিতে অপরাধের অনুসন্ধান করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।এই ডার্কনেট সাম্রাজ্যে ওয়েবহোস্টিংপ্রদাতাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে, ক্ষেত্রিয় এবং রাষ্ট্রীয় প্রাধিকরণগুলির মাধ্যমে কাজ করতে, আদালতের নির্দেশ পালন করতে এবং এর অনুশাসনগুলি সুনিশ্চিত করতে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির দূরীকরণের আদেশের মতো অবশ্য পালনীয় কর্তব্য করা হয়না। ইউএনওডিসি-র ডার্কনেটে আশঙ্কা সমীক্ষার রিপোর্ট ২০২০ অনুযায়ী অবৈধ ডার্কনেট বাজারে সাইবার স্পেস এবং ক্রিপ্টো কারেন্সি ব্যবহার করা মোটামুটি আইনকানুন মেনে চলার রাস্তায় একটা বড় সংকট। এই রিপোর্ট অনুযায়ী টোর নেটওয়ার্কে বাজারের সংখ্যা ২০১১-র মাত্র ১-এর তুলনায় ২০১৯-এ ১১৮ হয়ে গেছে। এই সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অন্যের বৈচিত্র্য অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ, ওয়ালহল্লা, যা একটি ডার্কওয়েব বাজার, ২০১৫-র ৫০০০ থেকে বেড়ে ২০১৮-তে ১৩০০০ হয়ে গেছে। মাদকদ্রব্য (টোকেন, হেরোইন এবং ব্যথা কমানোর ওষুধ) আগ্নেয়াস্ত্র এবং গোলাবারুদ, হ্যাকিংয়ের উপকরণ এবং পরিষেবা এবং আরও অন্যান্য বস্তু বিক্রি হয় ওখানে। কয়েকটি অনলাইন বাজারে তো এমনকি ক্রেডিট কার্ডের তথ্য এবং নকল নথিপত্রও কেনাবেচা হয়। এরজন্য পছন্দের আর্থিক বিকল্প ক্রিপ্টো কারেন্সি ছাড়া আর কিছু নেই। এমনিতে বিট কয়েনেই এখনও পর্যন্ত এদের জন্য প্রধান মুদ্রা কিন্তু আরও অধিক গোপনীয়তা এবং নাম গোপন রাখা সুনিশ্চিত করতে উপযোগী যেসব টোকেনের চলন আছে তা তার জনপ্রিয়তা এখন দ্রুত গতিতে বাড়ছে। কোভিডের প্রকোপ বাড়ার পর টোর ব্যবহারকারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে।প্রধান প্রধান ডার্কনেটে প্রায়শই ডেটাগুলিকে বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করে সেগুলিকে এনক্রিপ্ট করতে এবং আবার সমভাবাপন্ন নোডস-এর মধ্যে সেগুলিকে বিতরণ করবার বিকেন্দ্রীকৃত বিতরণবিধির ব্যবহার করা হয়। কেবল ইচ্ছুক ব্যবহারকারীই তা ব্যবহার করতে পারে তাকেই শুধুমাত্র দেওয়া গোপন চাবির মাধ্যমে। এদের মধ্যে যে এগিয়ে যেতে পারে সে একতরফা টানেলের ওপর নির্ভর করে যেকিনা কোনও গন্তব্যে ট্রাফিক পাঠানোর জন্য প্রকাশ করে এবং অগ্রসর হতে পারে বা ট্রাফিক স্বীকার করার জন্য ভেতরের দিকে আরও অগ্রসর হতে পারে। অন্যদিকে টোর ব্রাউজার টোর সার্কিট নামে নেটওয়ার্ক চালায় যেখানে ওয়েবসাইট ব্রাউজিংয়ের সময় ব্যবহারকারীদের নাম গোপন রাখা যায়। এই বিতরিত নেটওয়ার্ক রিলের মাধ্যমে ব্যবহারকারী ট্রাফিক পাঠায় যার ব্যবস্থা করে স্বেচ্ছাপরিসেবাদানকারীরা নিজেই যাদের টোর নেটওয়ার্ক নামেও জানা যায়। ডিস্ক ফরেন্সিক, মেমোরি ফরেন্সিক এবং নেটওয়ার্ক ফরেন্সিকে যখন ডার্কওয়েবের মনিটোরিংয়ে যুক্ত করা হয় তখন ওই সমস্ত কার্যকলাপকে নিষ্কাষণ, এমবেডেড অ্যান্টি ফরেন্সিক তত্ত্বের খোঁজে টোর ব্রাউজারের রাস্তা জানতে সম্বন্ধিত ট্রাফিকে অবরোধ তৈরি করতে ফাইল সিস্টেমের ম্যাপিং করতে এবং প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করতে যথেষ্ট উপকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে।আইন প্রবর্তনকারী সংস্থাগুলি এই সমস্যার মোকাবিলা করার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা তৈরি করছে। ক্রিপ্টো টোকেনের সঙ্গে সংযুক্ত অপরাধমূলক তদন্ত এবং ওই সংক্রান্ত পরিচালন কাজগুলি ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে। দেশীয় সবকটি সংগঠনের সঙ্গে সহযোগিতা দেশের ভিতরের পাশাপাশি দেশের বাইরে আরও অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে। ক্রিপ্টো কারেন্সির বাজারের পৃষ্ঠপোষকরা বিশেষ করে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলি বেআইনী কাজ রুখতে কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে। দায়িত্ববান অংশ স্বক্রিয়তার সঙ্গে আইনপ্রবর্তনকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে যুক্ত। ব্লকচেনের বিশ্লেষণ এবং ক্রিপ্টো অনুসন্ধানের অনেক প্রকার পদ্ধতি তৈরি হচ্ছে। এই প্রয়াসে সহায়তা করার জন্য এখন বিশেষ উপকরণ ক্ষমতা এবং পরিষেবা তৈরি করা হয়েছে।সারা পৃথিবীর বেশ কিছু আইন প্রবর্তনকারী সংস্থাগুলির মিলিত প্রয়াসে কিছু সাফল্য পাওয়া গেছে। বেশকিছু মামলায় একজন ব্যক্তি অথবা বাজারগুলিকে চিহ্নিত করতে তারা সক্ষম হয়েছে। উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সর্বোচ্চস্তর পর্যন্ত সহযোগিতা প্রয়োজন। ভৌগোলিক সীমার জন্য বাধা তৈরি হয়। কার অধিকার কতটুকু সেই সম্পর্কেও টানা-পোড়েন বাধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। গোয়েন্দা তদন্ত আদান-প্রদানের জন্য অনুকূল নিয়ম না থাকায় যেকোন অনুসন্ধানই বেলাইন হতে পারে এবং আইনী সংস্থান না থাকায় অপরাধমূলক কাজকর্ম বন্ধ করা মুশকিল হয়ে পড়ে।সুসংগত পরিমাণগত এবং গুণগত তথ্যের অভাব এখনও একটা সমস্যা। যা আইন প্রবর্তনকারী সংস্থাগুলির জন্য বিপদের গন্ধ শোঁকার ক্ষমতা, প্রাথমিক কি কাজ সেটা নির্ধারিত করা এবং উপায় বের করার পথগুলি সীমিত করে দেয়। কারণ ওপেন সোর্স ইন্টেলিজেন্স (ওএসআইএনটি) ব্যবস্থার জন্য সংশ্লিষ্ট তথ্যগুলি মেলাতে ডেটা বিশ্লেষণ বিশেষ উপকরণের উদ্ভাবন এবং বিশেষ কৌশলের ব্যবহার করতে আকচার ক্রিপ্টো এবং ডার্ক ওয়েবের সঙ্গে যুক্ত অপরাধের অনুসন্ধানের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। আইন প্রবর্তনকারী আধিকারিকদের নিজ নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে বিভিন্ন কৌশল শিখতে হবে, বিভিন্ন উপকরণ এবং উপায় সম্পর্কে অবগত হতে হবে এবং বেসরকারী ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত দক্ষতাকে ব্যবহার করতে হবে। এরসঙ্গে সম্পর্কিত তথ্যগুলিকে বোঝাপড়ার মাধ্যমে যুক্ত করার ডার্কনেটে থাকা বিভিন্ন গতিবিধি প্রকাশ এবং এই নেটওয়ার্কের বিরোধী অভিযানে স্বক্রিয় রূপে সামিল হওয়ার উপায় ও পদ্ধতি খুঁজতে হবে। পরিষেবা, ক্রিপ্টো কারেন্সি তদন্ত এবং তথ্য একত্র করা বিশেষ রাজনৈতিক নীতিগত এবং পরিচালনা বোঝা সাফল্যের প্রধান উপায়। এমনই পরামর্শ দিয়েছে ইউএনওডিসি। এনএফটি, এআই এবং মেটাভার্সের এই যুগে ১৩ এবং ১৪-ই জুলাই রাজধানী সংলগ্ন অঞ্চলে অপরাধ এবং সুরক্ষা বিষয়ে আসন্ন জি-২০ সম্মলনে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে যাতে একটি সমাজ রূপে আমরা ক্রিপ্টো কারেন্সি এবং ডার্ক নেটের বর্তমান যুগে আইনকানুন ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে কীভাবে সাফল্য পেতে পারি।

ভারত বিশ্বের প্রাচীনতম জীবন্ত সভ্যতাই নয়, মানবতার নিরাপদ আশ্রয়স্থলওঃপ্রধানমন্ত্রী

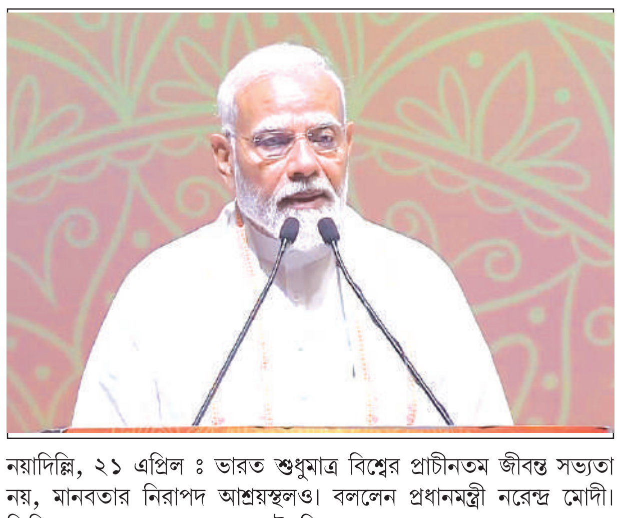

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল ঃ ভারত শুধুমাত্র বিশ্বের প্রাচীনতম জীবন্ত সভ্যতা নয়, মানবতার নিরাপদ আশ্রয়স্থলও। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, একমাত্র ভারতই নিজের জন্য নয়, সবার জন্য ভাবে। ভারত নীতি ও নিয়তি নিয়ে কথা বলে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপমে মহাবীর জয়ন্তী উপলক্ষে ২৫৫০-তম ভগবান মহাবীর নির্বাণ মহোসবের উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষ্যে একটি স্মারক ডাকটিকিট এবং মুদ্রাও প্রকাশ করেন তিনি। এই অনুষ্ঠানে বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, আমাদের সমাজে 'আস্থা' এবং 'অহিংসা'-র আত্মাকে শক্তিশালী করতে কাজ করতে হবে। আমি নিশ্চিত, আপনাদের সমর্থন ভারতের বিকাশ যাত্রাকে আগের চেয়ে আরও শক্তিশালী করে তুলবে। এখনই সময়, সঠিক সময়। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, প্রতিটি নতুন যুগে, নতুন চিন্তার উত্থান হয়! যখন চিন্তায় স্থবিরতা থাকে, তখন চিন্তাগুলি তর্কে পরিণত হয় এবং অবশেষে, তর্ক বিতর্কে পরিণত হয়। চিন্তা যখন অমৃত নির্গত করে, তখন তা আমাদের উদ্ভাবনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু চিন্তা যখন বিষ নিঃসরণ করে, তখন আমরা প্রতি মুহূর্তে ধ্বংসের বীজ বপন করি!

রাজস্থানের ঝালাওয়ারে ট্রাক ও ভ্যানের সংঘর্ষে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, মৃত্যু ৯ জনের

ঝালাওয়ার, ২১ এপ্রিল ঃরাজস্থানের ঝালাওয়ার জেলায় ভ্যান ও ট্রাকের জোরালো সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৯ জন। শনিবার গভীর রাতে ভয়াবহ এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ঝালাওয়ার জেলার আকলেরা থানার অধীনে পাঞ্চলায়, ৫২ নম্বর জাতীয় সাকের ওপর। ভ্যানে চেপে বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে ফিরছিলেন সবাই, সেই সময় একটি ট্রাক ওই ভ্যানে ধাক্কা মারলে মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের।আকলেরা থানার ইনচার্জ সন্দীপ বিষ্ণোই জানিয়েছেন, নিহতরা দুঙ্গার গ্রামের বাগরি সম্প্রদায়ের এবং শনিবার মধ্যপ্রদেশে এক আত্মীয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। সেই বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে ফেরার সময় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। কীভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটল তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। ঝালাওয়ার পুলিশ সুপার রিচা তোমার বলেছেন, ঘাতক ট্রাকের চালককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

অযোধ্যা জংশনের কাছে লাইনচ্যুত মালগাড়ির একাধিক বগি, প্রভাবিত রেল পরিষেবা

অযোধ্যা, ২১ এপ্রিল ঃ উত্তর প্রদেশের অযোধ্যা জংশন রেল স্টেশনের কাছে লাইনচ্যুত হয়ে গেল মালগাড়ির একাধিক বগি। শনিবার সন্ধ্যায় এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে, মালগাড়ির একাধিক বগি লাইনচ্যুত হওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রেললাইন। রবিবার সকালেও রেললাইন মেরামত করতে

বিশ্ব মানের কবি লেখক সনেট শিল্পী উমাকিরণ শংকর ইতালিতে যাবার যোগ্য হয়েও তারপর...

নিজস্ব সংবাদদাতা,২১এপ্রিল ঃ এক একটা জীবনী আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য লাগে। বলা ভালো মহাপুরুষের মতো। অবস্থা সম্পন্ন পরিবারে জন্মেও পারিবারিক নানা কারণে সমস্যায় বিপন্ন হয় আজকের বিখ্যাত কবি উপন্যাসিক উমাকিরণ শংকরের জীবন। এগারো মাস বয়সে পিতৃহারা, তারপর মা তাঁর এক বছরের শিশুপুত্রকে নিয়ে লোকের বাড়িতে কাজে নিযুক্ত হন জীবন বাঁচানোর জন্য। শিশুর বয়স যখন পাঁচ বছর, তখন মা তাকে বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় কিনে দিয়েছিলেন পাঁচ আনা পয়সা দিয়ে। সেই পাঁচ আনা সেই অসহায় মা আয় করেছিলেন লোকের বাড়িতে কাঁথা কেচে। এরপর সেই মা দুরারোগ্য রোগে মারা যান সাড়ে পাঁচ বছরের শিশুপুত্রকে ফেলে। তারপর অনাথ শিশুটি লোকের বাড়িতে বারমেসে হয়ে কাজ করতো। এইভাবে জীবন শুরু। ছেলেটির বয়স যখন মাত্র সাত বছরের মতো, তখন একবার গোয়াল থেকে গরু বের করতে দেরি হবার জন্য মালিক রাগে ভাঙা ইটের টুকরো ছুঁড়ে দেয় শিশুটির দিকে। শিশুটি আচমকা মাথা সরাতে তখন সেই ইট ধাক্কা দেয় পিছনের দরজায়। ছোঁড়া ইটের গতি এত দ্রুত ছিল যে সেই দরজা ফেটে গিয়েছিল সামান্য। তাহলে সেটা শিশুটির মাথায় লাগলে আজকের এই উমাকিরণ শংকরকে পেতাম না। কী হতো ভাবুন সেই দৃশ্যটা। মালিক রাগে শিশুর বই নিয়ে গোবর জমা গর্তে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। তবুও এইভাবে বড় হয়ে ওঠা। নানা লোকের দেওয়া ছেঁড়া পোষাক পরে স্কুল কলেজে পড়াশুনা করতে হয়েছে। পরে দুধ ও খবরের কাগজ পায়ে হেঁটে বাড়ি-বাড়ি বিক্রি করে অর্থ আয় করে পড়াশুনা ও পেট চালানো। পলিটেকনিকে ভর্তি হয়েও কাকার মৃত্যুর পরে মানসিক বিপন্নতায় পড়াশুনা বন্ধ করেন। ফুটবল খেলোয়াড় হবার স্বপ্ন নিয়ে দুরন্ত খেলতেন। ছাত্র জীবনে কলকাতার আই-এফ-এ থার্ড ডিভিশন ও দক্ষিন চব্বিশ পরগনার বারুইপুর এসোসিয়েশনে ফার্স্ট ডিভিশনে খেলতেন। পারিবারিক বিপন্নতায় সেই স্বপ্ন পূর্ণ রূপ পায়নি। তবে খেলোয়াড় হবার স্বপ্ন পূর্ণতা পেল লেখায়। তারপর বিভিন্ন কাজ ও বিপন্নতা অতিক্রম করে হলেন লেখক। একজন গীতিকার, কবি, সনেট লেখক, উপন্যাসিক। এই অবধি বাংলা ও হিন্দিতে চৌদ্দটি গান বেরিয়েছে। দুটি ভাষাতে সঙ্গীত লেখেন। অনেকগুলি গ্রন্থ বেরিয়েছে। বিস্ময়কর হাতের কাজ প্রথম প্রকাশ পেলো তৃতীয় পান্ডব কাব্যগ্রন্থ থেকে। কলকাতা বইমেলা উপলক্ষে এটি গ্রন্থরশ্মি প্রকাশনী থেকে বেরোয় ২০০৫ সালে। বিরাশি পৃষ্ঠা। পরেপরে অক্ষরবৃত্ত ৩৬ মাত্রার ৫৬টি সনেট। চৌষট্টি পৃষ্ঠা। সমীক্ষা প্রকাশন থেকে। এটি দুর্গাপূজা ২০১২, অক্টোবর মাসে বেরোয়। উপন্যাস জল তরঙ্গ, প্রথম খন্ড, নভেম্বর ২০১৪ সালে সমীক্ষা প্রকাশন থেকে। একশত সাত পৃষ্ঠা। সম্ভবত পৃথিবীতে বাংলাদেশ নিয়ে প্রথম একক কাব্যগ্রন্থ আটাত্তর পৃষ্ঠা বই সোনার বাংলা, ২০১৮ সালে বেরোয় Book Bengal Publisher থেকে। প্রথমের কয়েকটি বই উমা শংকর নামে বেরুলেও পরে উমাকিরণ শংকর নামে বইগুলি বেরুতে থাকে। আরো অনেক গ্রন্থ রয়েছে ও নতুন বইগুলি পরপর প্রকাশিত হচ্ছে। একবছর হল, বুক বেঙ্গল পাবলিশার থেকে অগ্রিম টাকা নিয়ে প্রকাশকের চাহিদা মত একটি উপন্যাস লিখছেন। সাধক-সাধিকাদের নিয়ে একটি দুরন্ত প্রেমের উপন্যাস, মর্মস্পর্শী প্রেম সহ জটিল জীবন বোধের উপন্যাস। উমাকিরণ শংকর সনেটে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন, সেই কাহিনী অনেক বড়। ইতালিতে সনেট এর আবিষ্কার হয়েছিল প্রায় আটশত বছর আগে। চৌদ্দ লাইনের চৌদ্দ মাত্রার পংক্তি মানে কিন্তু সনেট নয়। সনেটে চৌদ্দ পংক্তি অনিবার্য ঠিকই, এবং প্রতি পংক্তিতে সম মাত্রার অক্ষর থাকবে বা চাপ (Stress) থাকবে, কিন্তু সেটা সনেটে প্রাথমিক শর্ত। সনেটের মূল সত্য আরো অনেক নিয়মে ধরা। এটা অনেকে জানেন না। উমাকিরণ শংকরের সনেট বিশ্বের সেরা সনেটের দলে পড়ে বলে সমালোচকদের মতামত। আরো অনেক সনেট লিখেছেন। বুক বেঙ্গল পাবলিশার সহ কোনো-কোনো প্রকাশনী নতুন করে এই কবির সাথে চুক্তি করতে চাইছেন আগের প্রকাশিত বই ও নতুন লেখা বইগুলি নিয়ে। এবং, এই কবির সনেটগুচ্ছ ইতালিতে পেলে আজকে উনি ইতালির নাগরিক হতেন হয় তো। নানা রকম পরিস্থিতির বিপন্নতা তাঁর অনেক সফলতাকে পিছিয়ে দিয়েছে। আমেরিকায় লাইভ শো হয়েছিল একটি গান, সেতু বন্ধন লাইভ শো-তে, ২০২১ সালে। সেটি প্রশংসিত হয়। সুর ও কন্ঠ তন্ময় চ্যাটার্জি। আমরা বুঝতে পারছি, উমাকিরণ শংকরের সনেট সমগ্র বেরুচ্ছে, যেটি বিশ্বের গবেষণায় আসতে চলেছে। নানা চাপ ও অসহায় সৃষ্টিকারি লোকেরা তাঁকে এমন অবস্থায় বছর-বছর ফেলেছিল যে ২০২০ ও ২০২১ সালে প্রায় সময় রাস্তায় সরকারি ৫ টাকার ডিম ভাত খেতেন। বাংলাদেশ এর উপরে কবিতার বই সোনার বাংলা আনন্দ পাবলিশর্স প্রাইভেট লিমিটেড এর অনেক পত্রিকার মধ্যে একটি পত্রিকা বইয়ের দেশ পত্রিকাতে খুব প্রশংসিত হয়েছিল। যদিওবা সেই সমালোচনা কবিকে এত গভীরে রোমাঞ্চিত করে যে সেই বইকে তিনি ২য় মূদ্রনে পরিমার্জিত ও অনেক অদলবদল করে নতুন আকার দিচ্ছেন। যেটা আরো বহুগুণ চমৎপ্রদ হচ্ছে। এই লেখকের দিকে সরকারি দৃষ্টি প্রার্থণা করি।

আরজেডি-তে যোগ দিলেন মেহবুব আলি কাসের, স্বাগত জানালেন তেজস্বী যাদব

পাটনা, ২১ এপ্রিল ঃ লোকসভা নির্বাচনের আবহে রবিবার লালুপ্রসাদ যাদবের রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)-তে যোগ দিলেন লোক জনশক্তি পার্টি (রামবিলাস)-র প্রাক্তন নেতা এবং খাগারিয়ার সাংসদ মেহবুব আলি কাসের। রবিবার সকালে পাটনায় বিহারের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবের উপস্থিতিতে আরজেডি-তে যোগ দিয়েছেন তিনি। নিজ দলে কাসের-কে স্বাগত জানিয়েছেন তেজস্বী যাদব।এদিকে, একটি জনসভায় লালু প্রসাদ যাদব সম্পর্কে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের মন্তব্যের বিষয়ে আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব এদিন বলেছেন, আমি গতকালও এই কথা বলেছি, নীতীশ কুমারের প্রতি আমাদের সকলের শ্রদ্ধা রয়েছে। তিনি আমাদের পরিবারের জন্য যাই বলুন না কেন, আমরা তা আশীর্বাদ হিসাবে দেখি। কিন্তু এগুলি ব্যক্তিগত বিষয় এবং তাতে জনগণের উপকার হবে না, এখন পরিস্থিতি এমন যে ৪-৫ জন মানুষ তাকে (নীতীশ কুমার) হাইজ্যাক করেছে এবং যখন সময় আসবে এবং আমি একটি বই লিখব, আমি এই সমস্ত বিষয় ব্যাখ্যা করব।

কেন্দ্রীয় সরকার অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছেঃসৌরভ ভরদ্বাজ

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল ঃ কেজরিওয়ালের সুগার বাড়ুক এমনটাই চাইছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপি সরকার। এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করলেন আম আদমি পার্টির নেতা ও দিল্লির মন্ত্রী সৌরভ ভরদ্বাজ। রবিবার সকালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সৌরভ ভরদ্বাজ বলেছেন, বিজেপির কেন্দ্রীয় সরকার অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে। নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর সরকার চায় কেজরিওয়ালের রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে যাক, তাঁকে ইনসুলিন যেন না দেওয়া হয়। বিজেপির কেন্দ্রীয় সরকার চায় সুগার বাড়ার কারণে তাঁর কিডনি, লিভার, হার্ট ও চোখ নষ্ট হয়ে মারা যাক।সৌরভ ভরদ্বাজ আরও বলেছেন, শুধু ভারতেই নয়, অনেক আন্তর্জাতিক মিডিয়াও দেখছে কীভাবে একটি কেন্দ্রীয় সরকার একজন নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীকে হত্যার ষড়যন্ত্র করতে পারে। গতকাল তিহার জেলের ডিজি এইমস-কে লিখেছিল, আমাদের একজন ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ দরকার, এটি বিজেপিকে উন্মোচিত করেছে, কারণ তাঁরা গতকাল পর্যন্ত বলছেন তাঁদের সব বিশেষজ্ঞ আছে, জেলে ইনসুলিন পাওয়া যায় এবং অরবিন্দ কেজরিওয়াল মিথ্যা কথা বলছেন। একজন সাধারণ ডাক্তার, আমি জানি না তিনি কারাগারে কীভাবে আছেন, তাঁর সুপারিশের ভিত্তিতে এই সমস্ত কারসাজি করা হচ্ছে এবং দিল্লির নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীকে ইনসুলিন দিতে অস্বীকার করা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিবর্তিত অপরিশোধিত তেলের দাম

কলকাতা, ২১ এপ্রিল ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামে কোনও পরিবর্তন হয়নি রবিবার। এদিন সকালে ডব্লিউটিআই ক্রুড অয়েল বিক্রি হয়েছে ব্যারেল প্রতি ৮৩ দশমিক ১৪ ডলারে। বেন্ট ক্রুড অয়েল ব্যারেল প্রতি ৮৭ দশমিক ২৯ ডলারে লেনদেন হয়েছে।রবিবার দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৭.৬২ টাকা। মুম্বইতে পেট্রোল ১০৪.২১ টাকা এবং ডিজেল ৯২.১৫ টাকা প্রতি লিটার। কলকাতায় পেট্রোলের দাম ১০৩.৯৪ টাকা এবং ডিজেল ৯০.৭৬ টাকা প্রতি লিটার। চেন্নাইতে পেট্রোলের দাম ১০০.৭৫ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.৩৪ টাকা।

পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তিতে পরিনত হয়েছে

নয়াদিল্লি,২১এপ্রিল ঃএআই বা কৃত্রিম মেধার অন্তরালে থাকা কর্মীরা বঞ্চিত । এই ভারতীয় স্টার্টআপ তারই সমাধান চায় ।নারিকেল গাছের ছায়ায় চন্দ্রিকা রোদ থেকে আড়াল করতে স্মার্টফোনের স্ক্রিনটা একটু ঘোরালো । ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কর্নাটকের আলাহাল্লি গ্রামের এক সকাল । কিন্তু, গরম ও গুমোট ক্রমশ বাড়ছে । স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা একের পর এক অডিও ক্লিপে ক্লিক করে । সদ্য শুরু করেছে এই অ্যাপটির ব্যবহার । সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে । প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কন্ঠ শোনা যাচ্ছে ।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকার (যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশের বদলে) ব্যাঙ্কে ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা(২.২৫ ডলার) । তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘন্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান । তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয় । সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তাও নয় । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে । মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রধাণত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে চেঁচিয়ে পড়ে দিলেই । চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে । ভারতে ন্যূনতম আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ । আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে । সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ ঠিকঠাক হলেই ।চন্দ্রিকার কন্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স(এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই । বর্তমানে তো এআইইই সব । যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে । অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আখছারই পাওয়া যায় । অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না । (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার) । এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয় । ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা । কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে । এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয় । বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে । একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে । এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে । যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম । কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্ট দের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে । ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটা কর্মীদের কাছে পৌঁছয় ।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বিশেষজ্ঞ জোনাস ভ্যালেন্তে বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে । এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২২এপ্রিল মার্ট ঃ সোমবার, ৯ বৈশাখ মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২২এপ্রিল ঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ৯ বৈশাখ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ ২২এপ্রিল মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৯ বৈশাখ মাস ১৯৪৪, মৈতৈ ঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি রবিবার । জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ১০মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ০৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করতে যথেষ্ট সময় দেবে। এমন জিনিস কেনার পক্ষে আদর্শ দিন যার দাম বাড়বে। পরিবারের সদস্যদের সাথে একটি শান্তিপূর্ণ এবং নির্ঝঞ্ঝাট দিন উপভোগ করুন- যদি মানুষেরা সমস্যা নিয়ে ।
বৃষভ রাশিঃআপনি আপনার দিন যোগ এবং ধ্যান দিয়ে শুরু করতে পারেন। এটি করা আপনার পক্ষে উপকারী হবে এবং আপনি সারা
মিথুন রাশিঃযেমন খাবার তার স্বাদ নুন থেকে আহরণ করে- কিছু অসুখীতা কেবলমাত্র আপনার সুখের মর্মোপলব্ধি করার জন্যই জরুরী। আজকে আপনার কোনো কাছের লোকের সাথে ।
কর্কট রাশিঃআপনার স্বাস্থ্যের পুনরায় উন্নতির জন্য সেরা দিন। আপনার অর্থ কোথায় ব্যয় হচ্ছে সেদিকে আপনার নজর রাখা
সিংহরাশিঃআপনার বাচ্চার কৃতিত্ব আপনাকে প্রচুর আনন্দ দিতে পারে। আজকে বিনিয়োগ এড়িয়ে চলা উচিত। শুভদিন ।
কন্যারাশিঃবিবাহের যোগ হতে পারে আজ থেকে। সুখ বাড়ি।
তুলারাশিঃআপনি কিছু আঘাতের সম্মুখীন হলে চরম সাহস এবং শক্তি প্রদর্শন করা প্রয়োজন। ।
বৃশ্চিক রাশিঃ আপনার স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যের উন্নতি করতে যথেষ্ট সময় থাকবে। কোন দীর্ঘ-স্থায়ী লগ্নি এড়িয়ে চলুন এবং বাইরে
ধনু রাশিঃ আপনার মুগ্ধকারী আচরণ মনোযোগ আকর্ষণ করবে। আপনার বাড়ির একজন প্রবীণ আপনার অর্থায়নে আপনাকে সহায়তা করতে পারে
মকর রাশিঃআপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করবে।
কুম্ভ রাশিঃস্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনারা আজ রাতে আর্থিক লাভ অর্জনের সম্ভাবনা সবচেয়ে
মীন রাশিঃআজ আপনার প্রয়োজন আরাম করার এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের মাঝে খুশি খোঁজার চেষ্টা করা। কোন দীর্ঘ-স্থায়ী লগ্নি এড়িয়ে

হাওড়ায় রাস্তা এবং নিকাশি নালার কাজ পরিদর্শনে সৈকত চৌধুরী

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১১ ডিসেম্বর ঃ হাওড়া পুরসভার তরফ থেকে দক্ষিণ হাওড়ায় .রাস্তা এবং নিকাশি নালার কাজ পরিদর্শন করা হলো। বাকসাড়া নবনারীতলায় সোমবার রাস্তার কাজ পরিদর্শনের পাশাপাশি দক্ষিণ হাওড়ায় কনককানন মাঠ সংলগ্ন নিকাশি নালার কাজও পরিদর্শন করা হয়। এই বিষয়ে পুরসভার উপ মুখ্য প্রশাসক সৈকত চৌধুরী বলেন, 'বাংলার উন্নয়নে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে আমাদের পাশে থেকে দু'হাত ভরে অর্থ সাহায্য করে চলেছেন তারই ফলশ্রুতি হিসেবে আমরা হাওড়া পুরসভার তরফ থেকেও এই উন্নয়নের কাজ করছি। এদিন দক্ষিণ হাওড়ার ৪১নং ওয়ার্ডের নবনারীতলায় রাস্তার কাজ পরিদর্শনের পাশাপাশি কনককানন মাঠ সংলগ্ন নিকাশি নালার কাজ পরিদর্শন করেছি। আমাদের লক্ষ্য, এই উন্নয়ন যাতে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত পৌঁছায় এবং মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি যাতে পূরণ হয়। হাওড়া পুরসভার মুখ্য প্রশাসকের নেতৃত্বে এবং প্রশাসকমন্ডলীর সদস্যদের সহযোগিতায় এই উন্নয়নের কাজ আমরা এগিয়ে নিয়ে. চলেছি। দক্ষিণ হাওড়ার বিধায়িকা নন্দিতা চৌধুরীও আমাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করছেন। আমাদের লক্ষ্য, মানুষ যাতে পুর পরিষেবা সঠিকভাবে পান।'

তিন দিনের গজল নাইটের শুভ সূচনা হয়ে গেল জয়নগরে

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১১ ডিসেম্বর ঃ শীতের মরশুম চলছে, আর এই সময়ে বিভিন্ন এলাকায় গজল সহ একাধিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান চলছে। সোমবার রাতে জয়নগর থানার উওর দূর্গাপুর পঞ্চায়েতের ফতেপুর স্কুল মাঠে ফতেপুর আজাদ সংঘের উদোগে তিন দিনের ঐতিহাসিক ক্বেরাত প্রতিযোগিতা ও গজল নাইটের শুভ সূচনা হয়ে গেল। এদিন এই গজল নাইটের শুভ সূচনায় উপস্থিত ছিলেন উওর দূর্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপ প্রধান আবু কাহার গাজী, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য রবিউল গাজী, খায়রুল গাজী, সালাউদ্দিন গাজী, সাহেব গাজী, নুরুল হাসান গাজী, সাহাদাত গাজী, কুতুব গাজী, মজিবর লস্কর, নাসির গাজী সহ আরো অনেকে। এদিন অন্ধ গজল শিল্পী এম ডি নুর ইসলাম, এম ডি ইমরান, এম ডি মাহামুদ, মাও মুর্শিদ আলম,বাচ্চা আক্তারগজল পরিবেশন করেন।মঙ্গলবার গজলে অংশ নেন এম এস টি আজমিরা পারভীন,এম ডি ইমাদউদ্দিন, এম ডি সাহাবুদ্দিন, এম ডি আমিরুল ইসলাম।এই শীতের রাতে বহু দর্শক সমাগম ছিলো এই অনুষ্ঠানে। বুধবার এই অনুষ্ঠান শেষ হবে।

নিউ ফারাক্কা গাঁজা সহ ৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে আরপিএফ

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর ঃ ইস্টার্ন রেলওয়ের রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স রেল ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং রেলের সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য সক্রিয় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দুর্বল ব্যক্তিদের উদ্ধার করা থেকে শুরু করে অপরাধীদের ধরা এবং মাদক উদ্ধার করা পর্যন্ত, আরপিএফ রেলওয়ে চত্বরে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটি বড় সাফল্যে, নিউ ফারাক্কায় আরপিএফ কর্মীরা, ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ব্রাঞ্চ, মালদা-এর সহযোগিতায়, চার ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে এবং ১২.৫১ লক্ষ টাকা মূল্যের ১২৫.১৫ কিলোগ্রাম গাঁজা (গাঁজা) জব্দ করেছে। নির্ভরযোগ্য বুদ্ধিমত্তার ভিত্তিতে, অপারেশনটি ৯ ডিসেম্বর,

২০২৪-এ নিউ ফারাক্কা রেলওয়ে স্টেশনে পরিচালিত হয়েছিল। আটক ব্যক্তিরা, অজয় সিং (৫০ বছর), বিকাশ কুমার সিং (২৯ বছর), পাপ্পু কুমার সিং (৩৩ বছর) এবং আদর্শ কুমার (২৬ বছর), ট্রেন নং ১৫৭৩৩ (ফারাক্কা এক্সপ্রেস) এ ভ্রমণ করছিলেন। ব্যাপক তল্লাশি চালিয়ে মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়।পরবর্তীকালে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের, জব্দ করা মাদকদ্রব্য সহ, আরও তদন্তের জন্য মালদহে সরকারি রেলওয়ে পুলিশের (জিআরপি) কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শুরুর জন্য রেলওয়ে আইনের উপযুক্ত বিধানে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।এই অপারেশনটি বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে লড়াই এবং রেল যাত্রীদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আরপিএফ এবং সিআইবি টিমের অটল প্রতিশ্রুতিকে তুলে ধরে। পূর্ব রেলওয়ে এই সফল অপারেশনে জড়িত কর্মীদের সতর্কতা এবং উৎসর্গের প্রশংসা করে।

গোসাবার স্কুলে নিম্ন মানের খাবার দেওয়ার অভিযোগে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ১১ ডিসেম্বর ঃ স্কুলে নিম্নমানের খাবার দেওয়ার অভিযোগে আজ স্কুলের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গোসাবা থানার শম্ভুনগর ২০৬ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি স্কুলে। অভিযোগ ,শম্ভু নগর ২০৬ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে কোনো স্থায়ী স্কুল নেই। স্থানীয় একটি ক্লাব ঘরের পাশেই অস্থায়ীভাবে ত্রিপল টাঙিয়ে রান্না করছে স্কুলের কর্মীরা। কিন্তু যে কোন সময় খাবারে বিষক্রিয়া হয়ে আহত হতে পারে শিশুরা। তাঁর ওপর খাবার নিম্নমানের দেওয়া হচ্ছে এমনই অভিযোগ গ্রামবাসীদের। আর এই ঘটনা নিয়ে স্কুলের সামনেই দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে গ্রামবাসীরা।

রাজ্য জুড়ে প্রতিটি ব্লকের বি এল আর অফিস ঘেরাও অভিযান কর্মসূচি

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া,১১ ডিসেম্বর ঃ বুধবার পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের নির্দেশে সারা রাজ্য জুড়ে আজ প্রতিটি ব্লকের বি এল আর অফিস ঘেরাও অভিক্ষক কর্মসূচি নেওয়া হয়। তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উলুবেরিয়া এক এবং দু'নম্বর ব্লক বি এল আর অফিসে বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতা অধ্যাপক ডক্টর রিভুর সান্যাল আলম দেহয়াম্ তাপস কোদালি বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা জনাব আব্দুল হাই রমেন ব্যানার্জি যুব কংগ্রেস নেতা তথা উলুবেরিয়া দক্ষিণ বিধানসভার সভাপতি প্রলয় মন্ডল মিনাজ উদ্দিন মল্লিক সুকুমার দাস প্রমুখ। আজকের রাজ্যজুড়ে বি এল আর ও অফিস ঘেরাও ও বিক্ষোভ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল বেআইনিভাবে জমির চরিত্র বদল ও রেকর্ড পরিবর্তনের বিরুদ্ধে। সরকারি খাস জমির বেআইনি বেচাকেনা দালাল রাজ ও আদিবাসীদের জমির অধিকারে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে এছাড়াও ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে ব্যাপক দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ,যার ফলে সাধারণ মানুষ নাকাল হচ্ছে দিনের পর দিন তারা তাদের জমির রেকর্ড পরিবর্তন করতে পারছেন না ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলে অভিযোগ। সভা পরিচালনা করেন উলুবেড়িয়া দক্ষিণ পূর্ব কেন্দ্রের নেতা শেখ সুজাউদ্দিন। অপরদিকে একই দাবিতে শ্যামপুর ১নং ও ২নং,আমতা ,বাগনান, উদয় নারায়নপুর ব্লকের বি এল আর ও অফিসে কংগ্রেসের পক্ষ হতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

বিভিন্ন ধরনের সচেতনতা মূলক কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে সুন্দরবন দিবস পালন জয়নগর কুলতলিতে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপোধ্যায়,জয়নগর, ১১ ডিসেম্বর ঃ সুন্দরবনের প্রধান সম্পদ হলো ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল।আর সেই সুন্দরবনকে বাঁচাতে আরো বেশি করে ম্যানগ্রোভ বাঁচানোর দাবি তুললো বিশেষজ্ঞরা। সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গণ সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে বুধবার সারা সুন্দরবন জুড়ে সুন্দরবন দিবস পালন করা হলো সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তরের সহায়তায়। এই সুন্দরবন দিবস ইউনেসকো'র স্বীকৃতির পরে তা আরও বেশি করে পর্যটকদের, দেশ-বিদেশের পড়ুয়া-গবেষকদের মনোযোগ আকর্ষণ করে সুন্দরবন। সেই সু ঃদরবনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গণসচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে সুন্দরবন দিবস পালিত হয়ে আসছে কয়েক বছর ধরেই। বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ তথা বাদাবনের অন্যতম সুন্দরবন।১৯৯৭ সালে ইউনেসকো সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এই ইউনেসকো'র স্বীকৃতির পরে তা আরও বেশি করে পর্যটকদের আকর্ষণ করে সুন্দরবন। সুন্দরবন রক্ষার শপথ নিতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনে থাকা ১৩টি ব্লকে এই দিনটি পালন করা হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে । মূল অনুষ্ঠানটি হয় সাগরের রুদ্রনগর কৃষক বাজারে। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সাগরের বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা।এছাড়া সাগরের বিডিও কানাইয়া কুমার সহ সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তরের একাধিক আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।এছাড়াও এদিন নানান প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা হয়। এদিন ছিলো সুন্দরবন বিষয়ক প্রদর্শনী।এদিন জয়নগর ১ নং বিডিও ও পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে বহড়ুর বিডিওর মাঠে বসে আঁকো, কুইজ,গান, পুতুল নাচ, ম্যাজিক ও নাটকের মধ্যে দিয়ে পালন করা হয়। এদিন সকালে সুন্দরবনের সচেতনতা মূলক পোস্টার নিয়ে স্কুল পড়ুয়া সহ সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা পরিভ্রমণ করে বহড়ু এলাকায়।এদিন এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনায় উপস্থিত ছিলেন জয়নগর ১ নং বিডিও পূর্ণেন্দু স্যানাল,জয়েন্দ বিডিও তনয় মুখার্জি ,জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস,সহকারী সভাপতি সুহানা পারভীন বৈদ্য, একাধিক কর্মাধ্যক্ষ, সুন্দরবন উন্নয়ন পরিষদের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সুরজি দাস, জেলা পরিষদ সদস্য বন্দনা লস্কর,তপন কুমার মন্ডল,বনানী গায়েন, নিমপীঠ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের কৃষি বিশেষজ্ঞ মানসী চক্রবর্তী সহ আরো অনেকে। আবার জয়নগর ২ নং বিডিও ও পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে এদিন নিমপীঠ বিডিও অফিস থেকে বুড়োর ঘাট মোড় পর্যন্ত প্রভাত ফেরি বের হয়। এর পরে বিডিও অফিসে প্রদীপ জ্বালিয়ে এরআনুষ্ঠানিক সূচনা করেন বারুইপুর মহকুমা শাসক চিত্রদীপ সেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জয়নগর ২ নং বিডিও মনোজিত বসু, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পিয়াংকা মন্ডল,সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তরের এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার জাহিদ লস্কর, জেলা পরিষদের সদস্য উর্মিলা রায়,পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ ওয়াহিদ মোল্লা,কর্নকান্তি হালদার সহ আরো অনেকে। অন্যদিকে এদিন কুলতলির বিডিও সুচন্দন বৈদ্য ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুপা সরদার সহ জেলা পরিষদ সদস্য, একাধিক কর্মাধ্যক্ষদের উপস্থিতিতে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের মধ্যে পালন করা হয় দিনটি। এ দিনে স্থানীয় ছাত্র ছাত্রীদের দিনটির বিষয়ে সচেতন করা হয়।

নাকা চেকিংয়ে ধরা পড়ল ট্রাকটার সহ এক ব্যক্তি

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, হরিপাল, হুগলি, ১১ ডিসেম্বর ঃ গতকাল রাতে ধনিয়াখালি থানার ভান্ডারহাটিতে নাকা চেকিং এর সময় ট্রাক্টরসহ এক চালককে আটক করে ধনিয়াখালি থানার পুলিশ। জানা গেছে রাত এগারোটা নাগাদ ভান্ডারহাটিতে নাকা চেকিং এর সময় এক ব্যক্তি সন্দেহজনকভাবে একটি ট্রাক্টরকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, সেই সময় পুলিশ তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারে ট্রাক্টর টি হরিপাল থানার অন্তর্গত একটি এলাকা থেকে চুরি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পুলিশ উক্ত ট্রাকটরটি সীজ করে চালককে গ্রেফতার করে চুঁচুড়া আদালতে পাঠায়। সেখানে তার বিচার হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে।

এসইআর এর মালবাহী লোডিং ক্রমাগত বৃদ্ধি

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর ঃ দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে চলতি আর্থিক বছরের ২০২৪-২৫ এর প্রথম ৮ মাসে (অর্থা এপ্রিল-নভেম্বর) ১৩৮.৮৪ মিলিয়ন টন মালবাহী মাল লোড করেছে, যা আগের আর্থিক বছরের একই সময়ের তুলনায় ১.৮৯ বেশি।গত আর্থিক বছরের একই সময়ের তুলনায় এপ্রিল-নভেম্বর, ২০২৪-২৫-এ মূল মালবাহী রাজস্ব ৩.০৩ বৃদ্ধি পেয়েছে। এপ্রিল-নভেম্বর ২০২৪ এর মধ্যে, মালবাহী লোডিং থেকে রাজস্ব উপাদন হয়েছে ১২৬৩০.৫১ কোটি টাকার বিপরীতে। আগের বছরের একই সময়ে ১২২৬৬.৫৩ কোটি টাকা। এসইআর উপরোক্ত সময়ের মধ্যে ৩৬.৪৬ মিলিয়ন টন কয়লা লোড করেছে, যা গত অর্থবছরের একই মাসের তুলনায় ৬.৬১ বেশি। মাল লোডিং এর অন্যান্য প্রধান পণ্য ছিল লৌহ আকরিক, পিগ আয়রন এবং ফিনিশড স্টিল, সিমেন্ট, খাদ্যশস্য, সার ইত্যাদি।

ইন্ডিয়ান সিঙ্গেল মল্ট এখন ভারতের ১৩টি বাজারে উপলব্ধ

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর ঃ গোদাওয়ান আর্টিসেনাল ইন্ডিয়ান সিঙ্গেল মল্ট, সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের সর্বাধিক পুরস্কারপ্রাপ্ত সিঙ্গেল মল্ট, আজ পশ্চিমবঙ্গে তার সম্প্রসারণের ঘোষণা করেছে। এই মাইলফলকটি ১৩টি দেশীয় বাজার এবং ৩টি আন্তর্জাতিক বাজারে ব্র্যান্ডটির উপস্থিতি চিহ্নিত করে। দ্য গুড ক্রাফ্‌ট কোম্পানি দ্বারা তৈরি - ভারতীয় ক্রাফ্‌ট স্পিরিটের জন্য ডিয়াজিও ইন্ডিয়ার উদ্ভাবন কেন্দ্র, গোদাওয়ান তার বোল্ড, উদ্ভাবনী পদ্ধতির সাথে সিঙ্গেল মল্ট হুইস্কির দুনিয়াকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করছে, দুটি আলাদা প্রকার অফার করছে ০১ পিএক্স শেরি কাস্ক এডিশন এবং ০২ চেরি কাস্ক।

বিপুল পরিমাণ চোলাই মদ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, হরিপাল,১১ ডিসেম্বর ঃ ধনিয়াখালি থানার ভান্ডারহাটির তালসারি মোড়ে গতকাল গভীর রাতে ধনিয়াখালি থানার ওসি কৌশিক দত্তের নেতৃত্বে নাকা চেকিং এর সময় একটি চারচাকা গাড়িকে আটক করে তল্লাশি চালালে পুলিশ প্রায় চারশো লিটার চোলাই মদ উদ্ধার করে।

পারদ পতনের সম্ভাবনা, কুয়াশাচ্ছন্ন সকাল উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর ঃ বুধবার থেকে শীত পড়ার অনুকূল পরিস্থিতি গোটা বাংলায়। বুধবার থেকে দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আরও তিন থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস কমবে। উত্তরবঙ্গেও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পতন হচ্ছে। এদিন থেকে আগামী এক সপ্তাহে ধাপে ধাপে পারদ পতনের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। বুধবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলার আবহাওয়া শুস্ক থাকবে। বৃহস্পতিবার, থেকে সোমবার দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলায় বৃষ্টি হবে না। শুস্ক থাকবে আবহাওয়া। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে বুধবার থেকে আগামী সোমবার পর্যন্ত সব জেলার আবহাওয়া শুস্ক থাকবে। তবে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলা সকালে কুয়াশাচ্ছন্ন থাকবে বলে হাওয়া অফিস সূত্রে জানা গেছে।

রবিবার ব্লু লাইনে চাকরির পরীক্ষার জন্য বিশেষ মেট্রো পরিষেবা চলবে

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর, ২০২৪রাজ্য যোগ্যতা পরীক্ষা পরীক্ষার্থীদের জন্য সুখবর! মেট্রো রেলওয়ে ১৫.১২.২০২৪ (রবিবার) তারিখে রাজ্য যোগ্যতা পরীক্ষার প্রার্থীদের জন্য বিশেষ মেট্রো পরিষেবা পরিচালনা করতে চলেছে যা পশ্চিমবঙ্গ কলেজ পরিষেবা কমিশন দ্বারা পরিচালিত হবে। ওই দিন সকালে ব্লু লাইনে চারটি বিশেষ পরিষেবা (২ ইউপি এবং ২ ডিএন) পরিচালিত হবে। দুটি বিশেষ পরিষেবা ০৮.০০ এবং ০৮.৩০ টায় উত্তরপ্রদেশের দক্ষিণেশ্বরের জন্য কবি সুভাষ স্টেশন ছেড়ে যাবে। একটি বিশেষ পরিষেবা কবি সুভাষের জন্য DN দিক থেকে ০৮.০০ টায় দমদম ছেড়ে যাবে। অন্য একটি বিশেষ ডিএন পরিষেবা ০৮.১৫ টায় কবি সুভাষের জন্য দক্ষিণেশ্বর ছাড়বে। এই পরিষেবা দমদম থেকে ০৮.৩০ টায় পাওয়া যাবে।ব্লু লাইনে রবিবার পরিষেবাগুলি সেদিন যথারীতি ০৯.০০ টায় শুরু হবে।সেই দিন গ্রীন লাইন-২ (হাওড়া ময়দান-এসপ্ল্যানেড)এ সাধারণ পরিষেবা পাওয়া যাবে। গ্রীন লাইন-১, পার্পল লাইন এবং অরেঞ্জ লাইনে কোনো সেবা পাওয়া যাবে না।

রাতের অন্ধকারে পাচারের আগেই প্রায় ১০০ কেজি গাঁজা উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১১ ডিসেম্বর ঃ রাতের অন্ধকারে পাচারের আগেই প্রায় ১০০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হলো হাওড়ার ধূলাগো। টোলপ্লাজার কাছ থেকে। বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে নার্কোটিক শাখার পদস্থ আধিকারিকরা ও সাঁকরাইল থানার পুলিশ দুটি গাড়ি আটক করেন। তার মধ্যে থেকে প্রায় ৯৮ কেজি ৮০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার হয়। যার বাজার মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, ওড়িশা থেকে কলকাতায় নিয়ে আসা হচ্ছিল এই গাঁজা। প্রায় দশটি বস্তায় এই গাঁজা রাখা ছিল। দুটি গাড়িতে গাঁজা নিয়ে রাতের অন্ধকারে পাচারকারীরা কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছিল। এই পাচার-কাণ্ডে একজনকে গ্রেফতার করা হয়। সাঁকরাইল থানার পুলিশ ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। এর পাশাপাশি ওই গাড়ি দুটিও আটক করা হয়েছে।

কুলতলিতে নয়ানজুলিতে এক ব্যক্তির মৃতদেহকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা,কুলতলি, ১১ ডিসেম্বর ঃ বুধবার সকালে এক ব্যক্তির অ স্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো কুলতলির থানার জালাবেড়িয়া ২ নম্বর অঞ্চলের পয়তার হাট সংলগ্ন কাঁকড়ার খালে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসে কুলতলি ও বকুলতলা থানার পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দারা এদিন সকালে নিজেদের দরকারে বাড়ি সংলগ্ন এলাকায় বার হলে তাঁরা দেখেন কাঁকড়ার খালে এক ব্যক্তির মৃতদেহ ভাসছে। সাথে সাথে তাঁরা খবর দেয় কুলতলি ও বকুলতলা থানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসে দুটি থানার পুলিশ। কিভাবে এই ব্যক্তির মৃত্যু ঘটেছে তাঁর ও তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় ও পুলিশ সুত্রেজানা যায়, ১১ ডিসেম্বর বুধবার সকালে নয়নজনিতে এক যুবকের মৃতদেহ ভাসতে দেখে এলাকার মানুষ।এলাকাটি বকুলতলা থানার বাইশহাটা অঞ্চলের দমদমা ও কুলতলি থানার জালাবেড়িয়া ২ নম্বর অঞ্চলের পয়তারহাট সংলগ্ন কাঁকড়ার খালক্যালভাট এলাকায়। জানা যায় মৃত ওই ব্যক্তি নাম ও অশ্বিনী বাগ(৪৩),তাঁর বাড়ি বকুলতলা থানার মনিরতট অঞ্চলের পূর্ব খড়িবাড়িতে। কিন্তু বাইশহাটা অঞ্চলের দমদম গ্রামে তাঁর ব্যবহৃত জিনিসপত্র পাওয়া যায়। তার দেহটি পয়তারহাট সংলগ্ন কাঁকড়ার খালের পাশে নয়ন জলিতে ভাসতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা।

বাংলাদেশকে হুঙ্কার ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকীর

বনস্পতি দে, হুগলি, ১১ ডিসেম্বর ঃ বাংলাদেশের কট্টরপন্থীদের মুখে শুধু যেন ভারত বিদ্বেষ। কখনও ভারতের মানচিত্র বদলের হুমকি, কখনও কলকাতা দখলের! এদিকে ছেড়ে কথা বলছে না ভারতও। ইতিমধ্যেই ঢাকায় গিয়ে সে দেশে সংখ্যালঘু অর্থাৎ হিন্দুদের উপর বেলাগাম নির্যাতন নিয়ে কড়া বার্তা দিয়ে এসেছেন ভারতের বিদেশ সচিব। এমতাবস্থায় এবার হুঙ্কার ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকীর। সাফ বললেন, বাংলাদেশ যদি ভারতবর্ষের একমুঠো মাটি নেওয়ার চেষ্টা করে তাহলে কবজি কেটে নেব। তবে শুধু বাংলাদেশ নয়, যে কোনও দেশ ভারতের দিকে আঙুল তুললে আঙুল কেটে নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকী। এখানেই না থেমে সুর চড়ান পাকিস্তানের বিরুদ্ধেও। আক্রমণের ধার বাড়িয়ে বলেন, যদি পাকিস্তান-বাংলাদেশ হাত মিলিয়ে আমাদের দেশকে চমকাবে বলে মনে করে তবে বলব সেদিন চলে গিয়েছে।

পান্ডুয়ায় মুরগির খামার থেকে দুর্গন্ধ ছড়ানোর অভিযোগ, গ্রামবাসীদের বিবাদের জেরে সংঘর্ষ

বনস্পতি দে, হুগলি, ১১ ডিসেম্বর ঃ মুরগির খামার থেকে মাছির উপদ্রব। দুর্গন্ধ ছড়ানোর অভিযোগ। গ্রামবাসীদের বিবাদের জেরে সংঘর্ষ, আহত দু'পক্ষের ৮ জন। পাণ্ডুয়ার সিমলাগড় ভিটাসিন গ্রামপঞ্চায়েতের পোটবা গ্রামের ঘটনা। এই গ্রামে রয়েছে কয়েকটি মুরগির খামার।শেখ জামশেদের খামার থেকে দুর্গন্ধ ছড়ায় এবং মাছির উপদ্রব হয় বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের একাংশের। এ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে বিবাদ অনেক দিনের। সোমবার বিএলআরও অফিস থেকে যে জায়গায় খামার সেই জায়গা মাপ করতে যায়। সেখানে দুই পক্ষ জড়ো হয়। মাছির উপদ্রব হওয়া নিয়ে

তর্কাতর্কি থেকে মারামারি শুরু হয়ে যায়। বাঁশ, বটি, কাটারি নিয়ে দুই পক্ষ একে অপরকে মারে। মাথা ফেটে দুই পক্ষের ৮জন আহত হয়। আহতদের প্রথমে পাণ্ডুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখান থেকে একজনকে চুঁচুড়ার স্থানান্তরিত করা হয়। ফার্ম মালিকের দাবি, যাঁরা দূষনের অভিযোগ করছেন, তাঁরাই মসজিদের জমিতে ধান শুকোন। সে টা বলায় আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হামলা চালায়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বলা হলেও দূষণ ঠেকাতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। মাছির জন্য থাকা দায়। সেটা বলতে যাওয়ায় বাঁশ দিয়ে মারে।

সন্ধ্যার পর কেন বিডিও অফিস থেকে ব্যালট পেপার, ভোটার কার্ড নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল প্রশ্ন বিজেপির

বনস্পতি দে, পোলবা, ১১ ডিসেম্বর ঃ হুগলির পোলবার ঘটনা। অভিযোগ, শনিবার সন্ধ্যায় পোলবা-দাদপুর বিডিও অফিস থেকে পুরোনো কাগজপত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সন্ধ্যার পর কেন বিডিও অফিস থেকে ব্যালট পেপার, ভোটার কার্ড, পুরোনো কাগজপত্র বের করা হচ্ছে, প্রশ্ন তুলে টেন্ডারের গাড়ি আটকাল বিজেপি। বিজেপির দাবি, যাঁরা নিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁরা টেন্ডারের কাগজও দেখিয়েছেন। কিন্তু কোনও সরকারি আধিকারিক সেখানে ছিলেন না। কী ভাবে বিডিও অফিস থেকে টেন্ডার পাওয়া সংস্থা নিজেদের মতো করে এই কাজ করতে পারে? পাল্টা পোলবা-দাদপুরের বিডিও-এর বক্তব্য, তিনি নিজেই শনিবার রাত অবধি অফিসে ছিলেন। সুতরাং সবটাই নিয়ম মেনে হয়েছে। পোলবা দাদপুর পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা বিজেপির অর্ঘ্য চক্রবর্তীর অভিযোগ, সরকারি অফিস থেকে এ ভাবে অন্ধকারে কাগজপত্র বের করার কোনও নিয়মই নেই। অথচ খবর এল, বিডিও অফিস থেকে কাগজ বেরোচ্ছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখেন, ভোটার কার্ড থেকে ব্যালট পেপার, রূপশ্রী, বার্ধক্য ভাতার কাগজপত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাই আটকানো হয়। চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদারের বক্তব্য, পঞ্চায়েতে টেন্ডার ডেকে সবটা হয়েছে। যাঁরা টেন্ডার পেয়েছেন, তাঁদের জিনিসপত্র গাড়িতে তুলতে বিকাল গড়িয়ে যায়। বিধায়কের বক্তব্য, 'নাই কাজ তো খই ভাজ। ওদের তো মানুষের জন্য কিছু করতে হয় না। হয়। বিজেপির অর্ঘ্য চক্রবর্তীর দাবি, টেন্ডারের কাগজপত্র দেখানো হয়েছিল। কিন্তু কেন কর্তৃপক্ষের কেউ থাকবে না? তাঁর কথায়, 'অফিশিয়াল কাজ আনঅফিশিয়ালি হচ্ছে। টেন্ডার অফিশিয়াল হলে

দায়বদ্ধতা নেই। তাই শয়তানি, বজ্জাতি করছে।' পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি তানসেন মণ্ডলের দাবি, বিডিও অফিসের ভিতরে একটি গোডাউনের কাজ হবে। সেখানে যে সমস্ত পুরোনো কাগজপত্র পড়ে ছিল, তা সরকারি নিয়ম মেনে ওপেন টেন্ডার ডেকে বিক্রি করা হয়। জানা গিয়েছে, গত মাসের ১২ তারিখ মিটিং হয়। সেখানেই টেন্ডারের বিষয়টি ঠিক হয়। এর পর ওপেন টেন্ডার ডাকা কাজটাও তো দিনের আলোয় কাজের দিনই হওয়া উচিত। রাতের অন্ধকারে এ ভাবে বিডিও অফিস থেকে কাগজ বেরোচ্ছে, এটা তো নিয়মের মধ্যে পড়ে না।' পোলবা দাদপুর-এর বিডিও জগদীশপ্রসাদ বারুইয়ের বক্তব্য, অনেক কাগজ। তাই তা বের করে গোছগাছ করতে সময় .লাগে। তিনি নিজেও অনেক রাত অবধি অফিসে ছিলেন। তার পরই জানতে পারেন কিছু লোক গাড়ি আটকেছে।

ভারতীয় রেলে আধুনিক প্রকৌশল উৎকর্ষের একটি টেস্টামেন্ট

নতুন পামবান সেতু-তামিলনাড়ুতে ভারতের ১ম ভার্টিক্যাল লিফট রেলওয়ে সি ব্রিজটি ভারতীয় অবকাঠামোর অগ্রগতির আলোকবর্তিকা হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে, যা ঐতিহ্যকে নতুনত্বের সাথে মিশ্রিত করে। রামেশ্বরম দ্বীপকে মূল ভূখণ্ডের সাথে সংযুক্ত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, এই ২.০৭-কিলোমিটার দীর্ঘ উল্লম্ব উত্তোলন সমুদ্র সেতুটি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের একটি বিস্ময় এবং এই অঞ্চলে পরিবহন আধুনিকীকরণের দিকে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। পাল্ক স্ট্রেইটের আকাশী জল বিস্তৃত এবং তামিলনাড়ুতে অবস্থিত, সেতুটি ভারতের মূল ভূখণ্ডকে পবিত্র শহর রামেশ্বরমের সাথে সংযুক্ত করে, যা লক্ষাধিক মানুষের শ্রদ্ধার তীর্থস্থান। এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে, পুরানো পামবান সেতু, ভারতের প্রথম সমুদ্র সেতু, উদ্ভাবন এবং স্থিতিস্থাপকতার প্রতীক হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। নতুন পাম্বান সেতুর প্রয়োজনএকটি অত্যাধুনিক সমুদ্র সেতু নির্মাণ যা ক্রমবর্ধমান ট্র্যাফিক ভলিউম মিটমাট করতে পারে, স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে পারে এবং মসৃণ সামুদ্রিক নৌচলাচল সহজতর করতে পারে। ২০১৯ সালে, ভারত সরকার অনুদানের জন্য সম্পূরক দাবি (২০১৮-১৯) এর অধীনে পুনর্গঠনের অনুমোদন দেয়। বর্ধিত আঞ্চলিক সংযোগ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করার সময় পূর্বসূরির সীমাবদ্ধতাগুলিকে মোকাবেলা করার জন্য নতুন পরিবহন সেতুর ধারণা করা হয়েছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির সরকার একটি মূল অবকাঠামো প্রকল্প হিসাবে সেতুটিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পাম্বান সেতুর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যনিউ পামবান সেতু হল একটি প্রকৌশলী মাস্টারপিস যা কার্যকারিতাকে নান্দনিকতার সাথে একত্রিত করে। নীচে এর মূল নকশা এবং নির্মাণ হাইলাইটগুলি রয়েছে। সেতুর মাত্রানিউ পামবান সেতুটি ২.০৮ কিলোমিটার (২.০৭৮ মিটার) বিস্তৃত এবং এতে ১৮.৩ মিটারের ৯৯টি স্প্যান রয়েছে, যার মধ্যে একটি ৭২.৫ মিটার উল্লম্ব লিফট স্প্যান রয়েছে যা সামুদ্রিক নেভিগেশনের জন্য। এর পূর্বসূরীর চেয়ে ৩ মিটার লম্বা, এটি বড় জাহাজের জন্য আরও বেশি ছাড়পত্র প্রদান করে। সাবস্ট্রাকচার এবং সুপারস্ট্রাকচার নতুন পামবান সেতুর ভিত্তিটি ৩৩৩টি পাইল এবং ১০১টি পাইল ক্যাপ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, যা দুটি ট্র্যাক মিটমাট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং রেল ট্রাফিক বৃদ্ধির জন্য কাঠামোটি ভবিষ্যতের প্রমাণ। সুপারস্ট্রাকচারের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পূর্ণরূপে ঢালাই করা বাক্সের অংশগুলি, অ্যাপ্রোচ স্প্যানগুলিতে স্প্লাইস জয়েন্ট গুলিকে ক্লাইমিনেটিং করে। একটি শক্তিশালী পৃষ্ঠ সুরক্ষা ব্যবস্থা দীর্ঘায়ু. বাড়ায়, যার প্রত্যাশিত জীবনকাল ৫৮ বছর পর্যন্ত।উদ্ভাবনী বিরোধী জারা ব্যবস্থাপলিসিলোক্সেন পেইন্ট, বিশ্বব্যাপী অত্যন্ত ক্ষয়-প্রবণ এলাকায় ব্যবহৃত হয়, দীর্ঘস্থায়ী স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে প্রয়োগ করা হয়। উপরন্তু, স্টেইনলেস স্টীল শক্তিবৃদ্ধি এবং ফাইবার রিইনফোর্সড প্লাস্টিক পথগুলি কঠোর লবণাক্ত পরিবেশের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত সুরক্ষা প্রদান করে। নির্মাণ মাইলফলকনিউ পামবান সেতু হল একটি প্রকৌশলী মাস্টারপিস যা কার্যকারিতাকে নান্দনিকতার সাথে একত্রিত করে। নীচে এর মূল নকশা এবং নির্মাণ হাইলাইটগুলি রয়েছে। ফাউন্ডেশনের কাজগাদা ফাউন্ডেশন এবং পাইল ক্যাপ সহ অবকাঠামো নির্ধারিত সময়ের আগেই সম্পন্ন হয়েছিল। নির্মাণের এই গুরুত্বপূর্ণ ধাপটি কঠোর নিরাপত্তা প্রোটোকল এবং প্রযুক্তিগত মান মেনে চলে, সেতুর উপরি কাঠামোর জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি নিশ্চিত করে। ফ্যাব্রিকেশন এবং লঞ্চিংসেতুর নির্মাণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে সমস্ত ৯৯টি অ্যাপ্রোচ স্প্যান দক্ষতার সাথে চালু করা হয়েছিল। লিফ্‌ট স্প্যান, যা অফ-সাইট তৈরি করা হয়েছিল, সঠিক প্রান্তিককরণ এবং কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য নির্ভুলতার সাথে ইনস্টল করা হয়েছিল। ট্রায়াল রান এবং টেস্টসেতুটির কাঠামোগত অখণ্ডতা যাচাই করার জন্য মন্ডপম প্রান্ত থেকে ১.৫-কিলোমিটার অংশে একটি পণ্য ট্রেনের একটি সফল পরীক্ষা চালানো হয়েছিল। এই পরীক্ষা নিশ্চিত করেছে যে সেতুটি নিরাপদে লোড বহনের প্রয়োজনীয়তাগুলিকে সমর্থন করতে পারে। এই ব্যাপক ট্রায়ালগুলি সেতুর প্রকৌশল এবং এর কার্যক্ষম প্রস্তুতি উভয়কেই বৈধ করেছে, নিশ্চিত করেছে যে এটি ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য নিরাপদে এবং নির্ভরযোগ্যভাবে কাজ করবে। প্রযুক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব ঃ নকশা এবং বৈধতা ১. সহযোগিতামূলক নকশা পদ্ধতিসেতুটির নকশাটি TYPSA, একটি আন্তর্জাতিক পরামর্শদাতা দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল এবং প্রিমিয়ার ভারতীয় প্রতিষ্ঠান, IIT চেন্নাই এবং ITT Bombay দ্বারা প্রুফ-চেক করা হয়েছিল। এই ডুয়াল-প্রুফিং প্রক্রিয়াটি কাঠামোর নির্ভরযোগ্যতা এবং প্রযুক্তিগত উকর্ষতাকে আন্ডারস্কোর করে। ২. উপাদান নির্বাচন এবং স্থায়িত্ব সেতুতে ব্যবহৃত প্রতিটি উপাদান দীর্ঘায়ু মনে রেখে বেছে নেওয়া হয়েছিল। স্টেইনলেস স্টিলের শক্তিবৃদ্ধি, উচ্চ-গ্রেডের পেইন্ট এবং সম্পূর্ণরূপে ঢালাই করা জয়েন্টগুলি রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে দেয় এবং স্থায়িত্ব বাড়ায়। ৩. উল্লম্ব লিফট স্প্যানসেতুটির কেন্দ্রস্থলে এর উল্লম্ব উত্তোলন স্প্যান রয়েছে, একটি ৭২.৫-মিটার অংশ যা জাহাজগুলিকে অপ্রত্যাশিতভাবে অতিক্রম করার অনুমতি দেওয়ার জন্য উত্থাপিত করা যেতে পারে। এই বৈশিষ্ট্যটি, ভারতে প্রথম, সামুদ্রিক ট্র্যাফিকের প্রয়োজন অনুসারে তৈরি আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং সমাধানগুলির উদাহরণ দেয়। সাংস্কৃতিক তাৎপর্যনিউ পামবান সেতু তামিলনাড়ু এবং সারা ভারত জুড়ে মানুষের হৃদয়ে একটি বিশেষ স্থান ধারণ করে। এটি একটি পরিবহন সংযোগের চেয়ে বেশি।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ১২ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৬ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

ভারতের জাতীয় চরিত্র শ্রীকৃষ্ণ

বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ উপন্যাসে ধর্মীয় জাগরণের কথা তিনি বললেন। ধর্মকে আধুনিক হতে হবে। ধর্মকে মানুষের ব্যবহারে কাজে লাগাতে হবে। ধর্ম কেবল মাত্র মানুষের হিতার্থে ব্যবহৃত হবে। ধর্ম কিন্তু শোষনের অস্ত্র নয়। ধর্ম হচ্ছে মানুষকে চলার পথ তৈরি করে দেবে। বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণ চরিত্র' রচনা করলেন। তিনি সেখানে কৃষ্ণ চরিত্রে ভাগবত গীতার কৃষ্ণকে গ্রহণ করলেন না। তিনি মহাভারতের কৃষ্ণকে গ্রহণ করলেন। বীর শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে চর্চা করলেন। তিনি কৃষ্ণকে ভারত মুক্তি অবতার রূপে প্রতিষ্ঠিত করলেন। ভারতবর্ষকে একটি রাষ্ট্রে পরিণত করার স্বপ্ন দেখে ছিলেন মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ। বীর শ্রীকৃষ্ণ। চতুর শ্রীকৃষ্ণ। প্রেম ভক্তিময় শ্রীকৃষ্ণ নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বেশি মাথা ঘামাননি। তিনি স্বাধীন ভারত দেখতে শ্রীকৃষ্ণের মতো একজন বলিষ্ঠ নেতার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন বা চেয়েছিলেন। পরাক্রমশালী ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণের প্রয়োজন রয়েছে বলে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সেই কারণে তিনি মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করে বঙ্কিম তাঁর নিজস্ব ধাঁচে 'কৃষ্ণ চরিত' (১৮৮৬) রচনা করলেন যিনি বুদ্ধি এবং শক্তিতে ঐক্যবদ্ধ ভারত গড়তে সক্ষম। মহাভারতের যুগে ধর্মীয় জাতীয় জাগরণ আনতে সক্ষম হয়েছিলেন সেই কৃষ্ণ চরিত্রকে তিনি তাঁর রচনায় প্রকাশ করলেন। জাতীয় জাগরণে চিন্তার স্ফুরণ দেখতে পেয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে দিয়ে। শক্তির পুজারি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। পরবর্তীকালে তিনি আবার শ্রীকৃষ্ণ পুজারিতে পরিণত হন। ধর্মীয় জাতীয় জাগরণের মন্ত্রে পরিণত হল 'বন্দে মাতরম'। আজকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে 'ভারত মাতা কি জয়' বলে স্লোগান দেওয়া হয়ে থাকে। সেটা কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত 'ভারত মাতা'র ছবি সূচনা কাল থেকেই এসেছে। 'ভারতমাতা' (১৯০৫) ছবি অঙ্কিত করতে শিল্পী অবনীন্দ্রনাথকে প্রেরণা দান করেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। স্বাধীনতার পরে 'বন্দে মাতরম' রাজনৈতিক স্লোগানে পরিণত হল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ধর্মীয় জাতীয় জাগরণের কথা বলেছেন সেখানে কোনও বিভেদ নীতি ছিল না। সেখানে সব ধর্মের ভারতীয়দের স্থান রাখা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখতে পাওয়া গেল যে বঙ্কিমবাবুর জাতীয় জাগরণের মধ্যে হিন্দুত্বের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। ফলে তাকে এক শ্রেণির সম্প্রদায় লোকেরা বর্জন করতে শুরু করলো। কালের গতিতে বঙ্কিমচন্দ্রকে ভাগের অংশীদারে পরিণত হলেন। পরাধীন ভারতবর্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের যে সঙ্গীত 'বন্দেমাতরম' জাতীয় জাগরণের অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত ছিল পরবর্তীকালে দেখতে পেলাম বিরোধ। স্বাধীনতার পর কিন্তু রাজনীতির কবলে পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র ভাগ হয়ে গেলেন। এটাই হল ভারতের রাজনীতির করুণ ট্রাজেডি। আসলে আমরা ভাগ করতে শিখেছি। এক করতে জানি না। এক কাকে বলে সেটা শেখিনি। খণ্ডিত করতে শিখেছি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে' গানে এক হয়ে চলার কথা বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গীতে এক হওয়ার কথা বলেছেন। 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত জনপ্রিয়তা লাভ করলো ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় থেকে। সেই সময়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে বেড়াতেন 'বন্দে মাতরম'। জাতীয় চেতনা শক্তিকে বলিয়ান করতে কবিগুরু বঙ্কিমবাবুর রচিত এই গানটিকে অস্ত্র করে ইংরেজদের বঙ্গভঙ্গ বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। সেই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম' বাংলা তথা ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গৃহীত হয় । মহাত্মা গান্ধি তাঁর রচিত 'স্বরাজ হিন্দ' বইতে লিখেছেন বাংলার বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনই ভারতের জাতীয় জগরণের পথ তৈরি করে দেয়। সেই সময়ে রচিত হয়েছিল দুটি বিখ্যাত সঙ্গীত। একটি হচ্ছে- 'বাংলার মাটি বাংলার জল পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান।' আর একটি সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' যা এখন স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। এর পাশাপাশি ছিল 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত। প্রকৃত অর্থে 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীতের মধ্যে একটি শক্তি রয়েছে সেটা বুঝতে পারা যায় যদি এক মনে এই গানটি গাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রে ভাষার মধ্যে শক্তি ছিল। সেই শক্তি আরও বেশি করে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত এই সঙ্গীতে। সেই কারণে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত দুটো- একটি হচ্ছে 'বন্দে মারতম।' আর এর একটি হচ্ছে 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে'। কংগ্রেস অধিবেশনে 'বন্দে মাতরম' সভা অনুষ্ঠান শুরু হওয়া আগে গাওয়া হয়ে থাকে। সভার শেষে গাওয়া হয় 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে।'

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

হে আমার পালনকর্তা তুমি আমার ভেতর থেকে সকল কপটতাকে দুর করে দাও এবং কপট মানুষও যদি আমার সঙ্গ লাভ করে তবে তারা যেন সহজ সরল হয়ে যায় সৎসঙ্গী হওয়া মানে সবার বাঁচা-বাড়ার সেবক হওয়া। অন্যের বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়াকে অক্ষুন্ন ও অব্যাহত রাখিয়া জীবন ও বৃদ্ধিকে লাভ করিবার জন্য যাহারা যত্নশীল তাহারাই সৎসঙ্গী। আত্মনঃ সর্বেষাং হি জীবনবর্দ্ধনাধীগম পরো যঃ স এব সৎসঙ্গী অর্থাৎ আমি সৎসঙ্গী তার মানে আমি প্রতিপ্রত্যেকের জীবন বৃদ্ধির সঙ্গী তোমার ভাষা যদি কুৎসাকলঙ্কজড়িতই হয়ে থাকে, অপরের সুখ্যাতি করতে না পারে, তবে যেন কারো প্রতি কোনো মতামত প্রকাশ না করে। আর মনেমনে তুমি নিজ স্বভাবকে ঘৃনা করতে চেষ্টা করো এবং ভবিষ্যতে কুৎসানরক ত্যাগ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও যে শাশুড়ী মা সে কিন্তু তোমার অর্ধেক অঙ্গের মা অর্থাৎ তুমি আর তোমার স্বামী দুজনে মিলে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ। আর মা মানেই জগত জননী সর্বেসর্বা। বৌমা আসলে তার আস্তে আস্তে কর্তৃত্ব হরায়, আবার ছেলেকে হারানোর ভয় থাকে। ছেলেরা আগে মাকে ঘিরে থাকে বিয়ের পর আস্তে আস্তে কমে যায় । তাই একটু দোষ গুন ধরে একটু রেগে কথা বলে। হয়তো বা মনের কিছু দুঃখ অন্য কাউকে বলে। সব বিষয় গুলো যদি গভীর ভাবে ভাবো দেখতে পাবে মায়ের কোন দোষ নেই। তখন তাকেই মাথায় করে রাখবে তুমি গৃহিণীর কন্যা হয়েই থাকবে

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত

রাষ্ট্রের বা দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে। মাতৃভক্তি এবং মাতৃশক্তির দিয়ে দেশকে আপ্লুত করতে হবে। সমগ্র ভারতকে জাগাতে হবে। এক সঙ্গে কাজ করতে হবে। মনের অপরাধীবোধকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা ভবতারিণী সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। মা ভবতারিণী কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে শক্তিকে সঞ্চয় করে তার সঠিক প্রয়োগ করতে হবে। মা ভবতারিণী তার সঠিক উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে কীভাবে এবং কোনও পথ ধরে পরিচালিত করলে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া সম্ভব।তা দিশা দেখাবেন। মা ভবতারিণী হচেছন শক্তিদায়িনী। জ্ঞানশক্তিদায়িনী। ভক্তিদায়নী। ঠাকুর প্রায় বলতেন, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার মিলনে ভক্তিবাদী মন গড়ে তোলা সম্ভব হবে। মনে ভক্তি আনতে হবে।

'ভারতীয় চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের বিজ্ঞান চর্চা

রবীন্দ্রকুমার শীল

কবি সুকুমার রায়ের ছেলে সত্যজিৎ রায যে বিজ্ঞান ভক্ত হবেন সেটা আর না বলাই ভালো। পিতার ঠাকুরদার রক্ত তাঁর ধমনীতে বইছে। সত্যটিৎ রায় শিল্প নিয়ে শান্তিনিকেতন পড়াশুনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আর্শীর্বাদ লাভ করেছেন। সত্যজিৎ রায় যখন শান্তিনিকেতনে ছাত্র ছিলেন তখন সেখানে শিক্ষক হিসাবে উপস্থিত নন্দলাল বোস, অবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অন্ধ শিল্পী বিনোদ বিহারী। বিনোদ বিহারীকে কলাভবনে ছাত্র করার আপত্তি উঠেছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরোধে বিনোদ বিহারীকে ছাত্র হিসাবে গ্রহণ করে নেন নন্দলাল বোস। কবি সুকুমার রায় বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। তিনি ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রি নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যায়ন করেছেন। ফলে তাঁর কবিতা, বহু গল্পে বা প্রবন্ধে বিজ্ঞানের চিত্র ধরা পড়েছে। কিন্তু সত্যজিৎ রায় বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে পড়েননি। তাহলে তিনি কি করে এত সুন্দর বিজ্ঞান নিয়ে গল্প রচনা করতে পারলেন? তিনি যেরকমভাবে কল্প বিজ্ঞান রচনা করেছেন বাংলায় তা আর কোনও লেখকের পক্ষে সহজ হয়নি। তিনি কল্প বিজ্ঞান রচনা করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর ঠাকুরদা উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী বিজ্ঞান চর্চা করেছেন। তিনি বহু ইউরোপীয় বিজ্ঞান তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে। তিনি মনে করতেন বাংলায় সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি বিজ্ঞান চর্চা করার প্রয়োজন রয়েছে। নাহলে সাহিত্য উন্নতি লাভ করতে পারবে না। বাংলার অধিকাংশ সাহিত্যিকরা বিজ্ঞান চর্চার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় বিজ্ঞান চর্চার প্রতি মন দিয়েছিলেন। তিনি ও অক্ষয় কুমার দত্তের সঙ্গে একযোগে কাজ করে 'তত্ত্ববোধিনী' ওই পত্রিকা প্রকাশ করতেন। বিদ্যাসাগর চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে চর্চা করেছেন। তিনি ভালো হোমিওপ্যাথ চিকিৎসা করতেন। উপেন্দ্রকিশোর তাঁর কোম্পানি 'ইউ এন রায় অ্যাণ্ড কো'তে আধুনিক ছাপাখানায় প্রতিষ্ঠিত করে ছিলেন। তাঁর ছেলে সুকুমার রায় জার্মান গিয়েছিলেন সেখানকার আধুনিক ছাপাখানা বিষয়ে পড়া শুনা করতে। সেখানে থেকে ফিরে এসেই 'ইউ এন রায় অ্যাণ্ড কোং'কে একেবারে ঢেলে সাজালেন। আধুনিক ছবি নির্মাণ পদ্ধতি গ্রহণ করলেন। তখন কলকাতায় এই প্রেস আধুনিক প্রেস হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। বহু বিখ্যাত বই এখন থেকে ছাপা হতো এক কালে। এখন আর ছাপা খানা নেই। কবি সুকুমার পরলোকগমন করার পরই সেই ছাড়া খানা বাদুড় বাগান থেকে উঠে গিয়েছে। তারপরে তাদের আর কোনও পরিবারের সদস্যরা ছাপাখানা নির্মাণ করার আগ্রহ প্রকাশ করেনি। যাই হোক আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে যে পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের বিজ্ঞান চর্চা। সত্যজিৎ রায়ের বিজ্ঞান চর্চার সাফল্য এসেছে প্রোফেসর শঙ্কু চরিত্র সৃষ্টি করে। সত্যজিৎ রায় যখন বাংলা চলচ্চিত্র করতে শুরু করে দিয়েছেন তখন পাশ্চাত্য দেশে কল্প বিজ্ঞান চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে। যদি বাংলায় কল্প বিজ্ঞান সাহিত্য রচনা করে নাম করেছেন কথা সাহিত্যিক বিভূতি ভূষণ বন্দ্যো পাধ্যায়। তাঁর রচিত 'চাঁদের পাহাড়' কল্প বিজ্ঞানের একটি উজ্জ্বলতম সাহিত্য সৃষ্টি। পরিচালক সত্যজিৎ রায় তখন গল্প রচনা করতেন। তবে সিরিয়াসভাবে গল্প নিয়ে কোনও ভাবনা চিন্তা করতেন না। 'পথের পাঁচালি', 'অপুর সংসার, 'অপরাজিতা' ছবি করার পরে তিনি কল্প বিজ্ঞান চর্চার মনোনিবেশ করতে শুরু করেন। তখনও প্রোফেশর শঙ্কু চরিত্র সৃষ্টি হয়নি। বাংলা সাহিত্যে কল্প বিজ্ঞান চরিত্র স্কটিশচার্চ কলেজের অধ্যাপক ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কুর আবির্ভাব ১৯৬১ সালে। 'সন্দেশ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ 'ব্যোমযাত্রীর ডায়েরি'। সূচনা থেকে সব পাঠকের মনকে জয় করে নেয়। সত্যজিৎ রায় শিল্প নিয়ে পড়াশুনা করলেও পিতার রক্ত তাঁর ধমনীতে। তার প্রকাশ পেতে বেশি সময় নেয়নি। কবি সুকুমার রায়ও তাঁর কবিতা গল্পে বিজ্ঞানকে নিয়ে এসেছেন। তাঁর বিখ্যাত 'আবোল তাবোল' কাব্য গ্রন্থটি এবারে একশো বছরে পদার্পণ করলো। কবি সুকুমার রায়ের রচিত 'হযবরল'তে বিজ্ঞানের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। রস বিজ্ঞানকে তিনি সৃষ্টি করে গিয়েছেন। বিজ্ঞানকে নিয়ে যে রসসৃষ্টি করা যেতে পারে তা দক্ষতার সঙ্গে সবাইকে দেখিয়ে অবাক করে দিয়েছিলেন কবি সুকুমার রায়। পিতা সুকুমার রায়ের এই বিজ্ঞানের অসাধারণ দক্ষতা শিশু সত্যজিৎ রায়কে প্রভাবিত করেছিল বলেই তিনি ছবি পরিচালনা করার পাশাপাশি কল্প বিজ্ঞান রচনায় মগ্ন হন। আজকে ভাবতে অবাক লাগে যে একটি ব্যক্তিকে ঈশ্বর কত অসাধারণ শক্তি দিয়ে পাঠিয়েছেন এই বাংলায়। সঙ্গীত থেকে শুরু করে গল্প, গোয়েন্দা গল্প, উপন্যাস, কল্প বিজ্ঞান, ছবি অঙ্কন, চলচ্চিত্র সব ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অসাধারণ। তার বিকল্প তৈরি হতে পারেনি আজও। ভবিষ্যতে আর তৈরি হতে পারবে বিনা তা যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। সত্যজিৎ রায় তখন 'ব্যোমযাত্রী ডায়রি' লিখছেন তখন আমেরিকাসব সব পাশ্চাত্য দেশে মঙ্গল গ্রহ অভিযান নিয়েনিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু হয়ে গিয়েছে। মঙ্গল গ্রহে মানুষের দেখা মিলতে পারে বলে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা

মনে করতে শুরু করেছেন। সেই সময়ে কলকাতায় বসে মঙ্গল গ্রহে একটি মঙ্গল যান পাঠিয়ে দিলেন। সেই যানে আরোহী ছিলেন প্রোফেসর শঙ্কু, বিধুশেখর, প্রহ্লাদ এবং নিউটন। প্রহ্লাদ সাতাশ বছর ধরে প্রোফেসর শঙ্কুর সঙ্গে কাজ করছেন। প্রোফেসর শঙ্কুর সঙ্গে কেউই আবার বেয়াদপি তাঁর কাছে থাকে। তা দিয়ে তিনি অবাধ্য পার্শ্বচরদের একটু শিক্ষা দিয়ে থাকেন। প্রোফেসর শঙ্কুর মঙ্গলগ্রহ অভিযান করবেন বলে একটি মহাকাশ যান প্রস্তুত করে ফেলেছেন। এই রকম যান তখন আমেরিকার নাসা তৈরি করার কথা কল্পনা করতেও পারেনি। কিন্তু ঘরে বসে সত্যজিৎ রায় কল্প বিজ্ঞানের মধ্যে দিয়ে মঙ্গল যান তৈরি করে ফেললেন প্রোফেসর শঙ্কুকে দিয়ে। প্রোফেসর শঙ্কুর পোষ্য নিউটন। মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার জন্য ঘোরাঘুরি করতে শুরু করে দিয়েছিল। মঙ্গল গ্রহণ অভিযানে কারোর যাতে ক্ষুধা না পায় তার জন্য প্রোফেসর পিল তৈরি করে রেখে দিয়েছেন। একটি পিল খেলে আর কারোর ক্ষিধা পাবে না। সেই কারণে তাঁক পোষ্য বিড়ালকে খাইয়ে দিয়েছেন। তাকে একেবারে খুশি নিউটন। সেও এবারে প্রস্তুত মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার জন্য। বিধুশেখর প্রোফেশরের যন্ত্র মানব। প্রোফেসর তাঁর ল্যাববেটরিতে বসে যন্ত্র মানব তৈরি করেছেন। রোবট মানুষ। একটি সাধারণ মানুষ যা করতে পারে তার চেয়ে বেশি কাজ করতে পারে বিধুশেখর। প্রোফেসর শঙ্কুর মঙ্গলগ্রহ অভিযান করার আগে বাগানে একটি বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তখন দেখতে পেলেন একটি উল্কা তার দিকে এগিয়ে আসছে। তারপরে দেখা গেল উল্কাটি তার বাগানের গোলঞ্চ গাছের পাশে থেকে একটা প্রকাণ্ড জোনাকির মতো জ্বলতে শুরু করে দিল। তারপর থেকেই গাছে গোলঞ্চ ফলের বদলে অন্যরকম ফুল হচ্ছে। আঙ্গুলের মতো ঝোলা ঝোলা পাপড়ি। দিনের বেলায় তার রং একেবারে কুচকুচে কালো আর রাতের বেলায় ফসফরাসের মতো জ্বলতে থাকে। যখন হাওয়া দিতে থাকে তখন মনে হয় কেউ যেন হাত নেড়ে ডাকছে। ১২ জানুয়ারি ভোর পাঁচটায় মঙ্গলযাত্রার শুরু দিন। প্রহ্লাদকে ডেকে হেলমেট পরিয়ে দেওয়া হল। নিউটনকে ডেকে হেলমেট পরালেন প্রোফেসর শঙ্কু। হেলমেট পরানোর সময়ে নিউটন আপত্তি করেছিল। কিন্তু তারপরে মেনে নিয়েছে। এখন সে জিত বের করে হেলমেটের কাচে জিভ বের করে চেটে চেটে দেখছে। যাত্রীসহ মঙ্গল যানের ওজন হল ১৫ মন বত্রিশ সের তিন ছটাক। পাঁচ বছরের মতো রসদ রয়েছে মঙ্গল যানে। পোষ্য নিউটনকে একটি খাইয়ে দিলে সাত দিন নিশ্চিন্ত। প্রহ্লাদের জন্য বটফল রস দিয়ে বটিকা তৈরি করা হয়েছিল। তার নাম দেওয়া হয় 'ইণ্ডিয়া বটিকা'। এই বটিকা খলে ২৪ ঘন্টা আর খিদে থাকে না। যন্ত্র মানব বিধু শেখরকে বাংলা শেখানো হচ্ছে। বিধুশেখর বাংলা উচ্চারণ করাটা বেশ ভালো করে রপ্ত করা আগেই একটি গান গাইতে শুরু করে দিল। বিধুশেখর কি বলতে চায় তা নিয়ে প্রোফেসর শঙ্কু একটি নোট নিলেন। তাতে মনে হ যন্ত্র মানব প্রোফেসর শঙ্কু কিছুদিন আগে একটি গান গুনগুন করে গাইছিলেন -'ধন্যধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা।' বিধুশেখরের স্মরণ শক্তি দেশে মুগ্ধ হলেন প্রোফেসর শঙ্কু। তিনি বুঝতে পারলেন বিধুশেখর দ্রুত বাংলা শিখে নিতে পারবে।

মঙ্গল গ্রহের কাছাকাছি শঙ্কুর মঙ্গলযান এসে উপস্থিত হল। মঙ্গল গ্রহে প্রাণী রয়েছে সেটা বিশ্বাস করেন বৈজ্ঞানিক শঙ্কু। মাঝে বিধুশেখর একটা পাগলামি করতে শুরু করে দিয়েছিল। তখন শঙ্কু তাকে বিকল করতে তারা কাঁধে রাখা বোতাম টিপে দিতেই সে বিকল হয়ে গেল। মঙ্গলগ্রহে নেমে দেখা গেল সেখানকার গাছপালা পাথর মাটি সবই নরম রবারের মতো। বেশ দূরে একটি লাল নদী বয়ে চলেছে। সেটা নদী বলে মনেই হয়নি। জলাট দেখলে মনে হবে লাল পেয়ার জেলির মতো। এগুলোকে আকাশ থেকে লাল সুতোর মতো দেখায়। ঘাস আর গাছপালা সব নীল। মঙ্গল গ্রহের আকাশের রং সবুজ। নিউটন লাল জল খেতে শুরু করে দিল। তার দেখাদেশি শঙ্কুরাও লাল জল খেতে শুরু করে। জল তো নয় যেম অমৃত। মঙ্গল গ্রহের প্রাণীকে দেখলাম মানুষ নয়, জন্তু নয় আবার মাছ নয়। কিন্তু তিনের মধ্যে মিল রয়েছে। লম্বারয় তিন হাত, পা আছে। হাতের বদলে মাছের ডানার মতো। বিরাট মাথা। মুখজোড়া দন্তহীন হাঁ। ঠিক মাঝখানে একটি বড় সবুজ চোখ। সারা গায়ে মাছের মতো আঁস। তিন্তিড়ি তিন্তিড়ি তিন্তিড়ি শব্দ করতে করতে মঙ্গলীয় সেনারা আক্রমণ করলো সবাইকে। কোনও রকমভাবে বিকল বিধুশেখরকে মঙ্গলযানে তোলা হল। প্রহ্লাদ এবং নিউটন আগেই মঙ্গলযানে গিয়ে উঠেছিল। তারপরে কী করে হঠাৎ আবার মঙ্গলযান চলতে শুরু করে দিল। মঙ্গলীয় সেনাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়ে যখন রকেট চলতে শুরু করে দিয়েছিল তখন বিধুশেখর বেশ ভালো বাংলায় বলে উঠল -'গবাক্ষ উদঘাটন করহ'। জানা খুলে দিতে মনে হল সৌর জগত জুড়ে আতসবাাজির খেলা হতে শুরু করেছে। এদিকে বিধুশেখর বলতে শুরু করেছে 'টাফা'। বিধুশেখর জানালো টাফায় সৌরগজতের প্রথম সভ্য লোকেরা বসবাস করে। টাফায় পৌঁছতে বহু লোক শঙ্কুর দলকে অর্ভ্যথনা করলো। অতিকার পিঁপেড়র মতো এদের দেখতে। এরা মানুষ হিসাবে রূপ নিতে বহু বছর লেগে যেতে পারে। এখানে গাছপালা নেই। মাটিতে গর্ত করে বাস করে। প্রোফেসর শঙ্কুর দলকে ভারতের মতো ঘর বাড়ি তৈরি করে দিয়েছে। শুধু ল্যাবরেটরি নেই। প্রহ্লাদ নিউটন ভালো আছে । বিদুশেখরকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। টাফায় ভালোভাবে বসবাস করছি। একজন পিঁপড়েকে ডেকে বললাম তোমাদের বৈজ্ঞানিক - টৈজ্ঞানিকরা কোথায়? তার ওপরে তারা বলল , বিজ্ঞান দিয়ে কী হবে? যেমন আছেন তেমন থাকুন না। আমরা আসবো আপনাদের কাছে। কথাবার্তা শুনবো। রেগে গিয়ে নস্যির বন্দুকরাট বের করে শঙ্কু তাদের নাকের দিকে লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপলেন।

পরিচালক সত্যজিৎ রায় একটি খাতা পেয়েছিলেন তারকবাবুর কাছ থেকে। কুড়ি টাকা দিয়ে খাতা কিনে নেন সত্যজিৎ রায়। আলমারিতে ছিল। তখন কেনা হয়েছিল তখন কালির রং ছিল সবুজ। তারপরে দেখা গেল লাল কালি হয়ে গিয়েছে। পকেটে নিতেই সেটা নীল কালিতে পরিণত হল। হাতের কাঁপনিতে খাতাটা পড়ে গিল মাটিতে। সত্যজিতের পোষ্য ভুলু সেই খাতাটাকে কামড়ে খেতে গিয়ে কিছুই ছিঁড়তে পারলো না। দেশলাই দিয়ে জ্বালাতে চেষ্টা করলাম কিছুতেই খাতার পাতা পুড়লো না। ওই খাতাতেই লেখা ছিল 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি। প্রোফেসর শঙ্কুর মঙ্গল অভিযান নিয়ে ডায়রিটাকে ইচ্ছা ছিল জাদুঘরে রাখার। লেখার কপিটাকে প্রেসে দেওয়ার পর দেখতে পাওয়া গেল ডায়রির পাতার কিছু অংশ এবং লাল মলাটের অংশটা গুঁড়ো হয়ে পড়ে রয়েছে। ক্ষিপ্রগতিতে ঘোরাফেলা করছে কিছু লাল বুভুক্ষু ডেঁয়োপিঁপড়ে। এরা পুরো খাতাটা খেয়ে শেষ করে দিয়েছে। যা সামান্য ছিল তা লেখক সত্যজিৎ রায়ের সমানেই খেয়ে উদরসাৎ করে দিয়েছে। এই অক্ষয় অবিনশ্বর জিনিসটা কী করে পিঁপড়ের খাদ্যে পরিণত হল সেটা লেখক সত্যজিৎ রায় ঠাহর করতে পারেনি। লেখক বলেছেন যে এর মানে পাঠকেরা বুঝতে পারছে কিনা। তিন পাঠকদের হাতে মঙ্গল গ্রহ অভিযানের কল্প বিজ্ঞানটাকে ছেড়ে দিয়েছেন।

বাঙালিআনা , বাঙালিত্ব , আমি বাঙালি এই বোধ। আমার বাঙালি বলিয়া যে একটা সত্তা আছে-এই জ্ঞান।

বাংলা ভাষার প্রথম গ্রন্থ ১৯০৭ সালে নেপালের রাজদরবার থেকে তিনি আবিষ্কার করেন 'চর্যাচর্য্য বিনিশ্চয়'

হরপ্রসাদ ভট্টাচার্যের বাঙালিয়ানার গর্ব আদি ও অকৃত্রিম। তিনি বাঙালির ভালো ও খারাপ দুটোই মেনে নিতে পেরেছিলেন। অনেক তথাকথিত বাঙালিআনা মনস্ক মানুষও হরপ্রসাদ ভট্টাচার্যের নাম শুনে তাঁর পরিচিতির ব্যাপারে বিব্রত বোধ করতে পারেন। মহামহোপাধ্যায়.হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের (জন্ম ৬ই ডিসেম্বর, ১৮৫৩ - মৃত্যু ১৭ই নভেম্বর, ১৯৩১) প্রকৃত নামই ছিল হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য যিনি বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদের আবিষ্কর্তা। তিনি সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত 'রামচরিতম্' বা 'রামচরিতমানস' পুঁথির সংগ্রাহক।

মানুষটিকে ঠিকঠাক জানতে হলে বেশ খানিকটা পিছনে যেতে হবে। কিছু তথ্যয় চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়দের আদি নিবাস নৈহাটিতে হলেও বাংলাদেশের অধুনা খুলনা জেলার কুমিরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষার পর তিনি কলকাতার সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশোনা করেন। কলকাতায়. তিনি তাঁর বড়দা নন্দকুমার ন্যায়চঞ্চুর বন্ধু তথা বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে থাকতেন। ১৮৭১ সালে উনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৭৩ সালে ১৯তম স্থান অধিকার করেন ফার্স্ট আর্টস(এফএ) পরীক্ষায়।

১৮৭৬ সালে বি.এ. ডিগ্রি অর্জন করেন (৮ম স্থান)। বি.এ. পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম হওয়ায়.প্রতি মাসে ৫০ টাকা 'সংস্কৃত কলেজ স্নাতক বৃত্তি', ৫ টাকা 'লাহা বৃত্তি', এবং 'রাধাকান্ত দেব মেডেল' লাভ করেন।১৮৭৭ সালে সংস্কৃতে সাম্মানিক হন। পরে এম.এ. পরীক্ষায়.পাস করে তিনি 'শাস্ত্রী' উপাধি লাভ করেন। উক্ত পরীক্ষায়.তিনই ছিলেন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ একমাত্র ছাত্র।

১৮৭৮ সালে তিনি হেয়ার স্কুলে শিক্ষক রূপে যোগদান করেন।

১৮৮৩ সালে তিনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। এই সময়ই বাংলা সরকার তাঁকে সহকারী অনুবাদক নিযুক্ত করে। কি

১৮৮৬ সাল থেকে ১৮৯৪ সাল পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি বেঙ্গল লাইব্রেরিতে গ্রন্থাগারিকের দায়িত্বও পালন করেন।

১৮৯৫ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃত বিভাগীয় প্রধান হন। এরপর

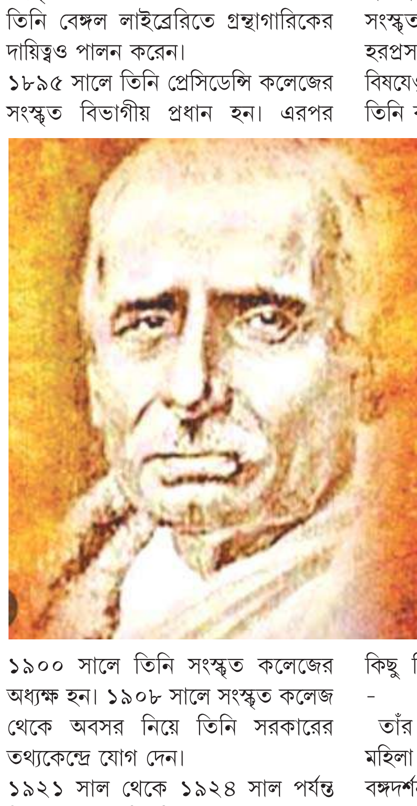

১৯০০ সালে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন। ১৯০৮ সালে সংস্কৃত কলেজ থেকে অবসর নিয়ে তিনি সরকারের তথ্যকেন্দ্রে যোগ দেন।

১৯২১ সাল থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান ছিলেন।

অধ্যাপনা ও সরকারি কাজের পাশাপাশি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহশয় দু বছর এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি, বারো বছর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি এবং লন্ডনের রয়্যালৌ এশিয়াটিক সোসাইটির সাম্মানিক সদস্য ছিলেন।

পূর্বে সোসাইটিতে সংস্কৃতপুঁথি অন্বেষণ বিভাগের পরিচালক থাকাকালীন স্বল্প সংখ্যক সহকারী নিয়ে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির দশ হাজার পুঁথির ক্যাটালগ প্রস্তুত করেন। এই ক্যাটালগের যে দীর্ঘ মুখবন্ধটি তিনি রচনা করেছিলেন তা সংস্কৃত সাহিত্যের একটি মূল্যবান ইতিহাস।

সংস্কৃত পুঁথি নিয়ে.চর্চা করতে করতেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহশয় বাংলা পুঁথির বিষয়েও আগ্রহী হয়ে ওঠেন। পুঁথির সন্ধানে তিনি বহুবার নেপাল গিয়েছিলেন। বাংলা ভাষার প্রথম গ্রন্থ ১৯০৭ সালে নেপালের রাজদরবার থেকে তিনি আবিষ্কার করেন 'চর্যাচর্য্য বিনিশ্চয়', চর্যাগীতি বা চর্যাপদের পুঁথি। এই পুঁথিগুলি নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেন এগুলিই বাংলা সাহিত্যের আদিতম নিদর্শন।

১৮৯৬-তে 'মহামহোপাধ্যায়' এবং ১৯১১-তে সি,আই,ই উপাধি লাভ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি-লিট উপাধিতে ভূষিত হন ১৯২৭ সালে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের কিছু বিশেষ সাহিত্যকর্ম ও রচনাসমগ্র----

তাঁর রচিত প্রথম গবেষণাপত্র ভারত মহিলা বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপধ্যায়ের সম্পাদিত বঙ্গদর্শন পত্রিকায় পরকাশিত হয়।

১৯১৬ সালে চর্যাপদের পুঁথি নিয়ে রচিত তাঁর গবেষণাপত্র হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় রচিত বৌদ্ধ গান ও দোঁহা নামে প্রকাশিত হয়। খ্যাতনামা এই হিস্টোরিওগ্রাফার শাস্ত্রী মহাশয় সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত রামচরিতমানসরামচরিতম পুঁথির সংগ্রাহকও ছিলেন।

তাঁর বিখ্যাত বইগুলি হল- বাল্মীকির জয়, মেঘদূত ব্যাখ্যা, বেণের মেয়ে (উপন্যাস), কাঞ্চনমালা (উপন্যাস), সচিত্র রামায়ণ, প্রাচীন বাংলার গৌরব ও বৌদ্ধধর্ম।

'হাঁড়ি আলাদা' হওয়া থেকে মানুষের আলাদা হওয়ার থেকে কম বেদনাদায়ক নয় অন্তত ছোটদের ক্ষেত্রে তো নয়ই

'হাঁড়ি আলাদা' কথাটা যেদিন প্রথম শুনেছিলাম সেদিনও এরকমই এক শীতের কুয়াশা জড়ানো সন্ধ্যে ছিল। নার্সারি স্কুলে পড়া আমি মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, হাঁড়ি আলাদা মানে কি মা? মা আঁচলে মুখ ঢেকে উত্তর দিয়েছিল, কাল থেকে আমরা আর একসাথে খাব না, আলাদা রান্না হবে। আলাদা রান্না হবে! এতো বেশ আমোদের ব্যপার, আমিও মাঝে মাঝে হাঁড়ি কুড়ি নিতে লিচুতলায় চটের থলে পেতে আলাদা রান্না করি, এতে মায়ের এত কান্নার কি আছে বুঝিনি। পরের দিন কুয়াশামাখা সকালে রোদ ওঠেনি। দাদু ঘর থেকে বেরোয়নি, মা নিঃশব্দে চা দিয়ে চলে এসেছিল উপরের ঘরে। চায়ের জন্য আর কারো কোন হাঁকডাক পাইনি সেদিন বাড়িতে। জ্যেঠুদের দিকের দরজা খোলেনি। মায়ের চোখ দেখেছিলাম লাল। বেলা বাড়তেই দেখেছিলাম আমাদের কালিঝুলি মাখা রান্নাঘর থেকে বাসনপত্র বার করা হচ্ছে। কাঁসার থালা, স্টিলের থালা, কলসি, কাপ প্লেট, হাতা চামচ সব। মা রান্নাঘরের সামনে দাঁড়ায়নি, বাবা সেদিন বাড়িতেই ছিলনা। আমি দাদুর কোল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম দাদুর মোটা কালো ফ্রেমের চশমাটা মাঝে মাঝেই ঘোলা হয়ে যাচ্ছে, দাদুর চোখ তার থেকেও ঘোলা। দেশভাগ দেখিনি আমি, সংসার ভাগ দেখেছি। এক এক করে সব ভাগ হয়ে গেল। টানা উঠানে অদৃশ্য দেওয়াল উঠল। রান্নাঘর আলাদা হল। লিচুতলা, পেয়ারাতলা, আম কাঁঠাল নারকেল সুপারি গাছ সব ভাগ হল। কুয়োতলা, কলতলায় আলাদা বালতি বসল। আজন্মকাল প্লাস্টারহীন যে সিড়ি দিয়ে একটা ধাপ লাফিয়ে লাফিয়ে উঠেছি, একদিন শুনলাম সেই সিঁড়ি দিয়েও আমাদের ওঠা মানা। জ্যেঠুদের দিকে লম্বা পর্দা ঝুলল। যে বাড়িতে একসাথে আসন পেতে খাওয়া হত সেই দালানে খাওয়াই বন্ধ হয়ে গেল। দাদু ঘরেই খাওয়া শুরু করল। আমরা তিনজন আর ঠাকুমা দালানে খেতাম, কিন্তু কথা হত না। বাড়িটায় যেন কেউ মিউট বাটন অন করে দিয়েছিল। কথা নেই, ঝগড়া নেই, একসাথে খেলা নেই। এক বাড়িতে যেন সবাই অশরীরীর মতন বাস করছে। ছোট আমি শুধু উত্তর খুঁজে বেড়াতাম, কেউ উত্তর দিত না। লিচুতলার বদলে চিলেকোঠার ঘরের বারান্দায় দড়ির খাটিয়ায় বসে আমি একা একাই পুতুলের সংসার পাততাম। সপ্তাখানেক বাদে মা একদিন সন্ধ্যেবেলায় চাউমিন বানাল, আলু পিঁয়াজ বাদাম দিয়ে। একটা বাটিতে আমার হাতে দিয়ে বলল, যা দাদাকে দিয়ে আয়। এক সপ্তাহে তখন আমিও দেশভাগ টের পেয়ে গেছি, অদৃশ্য কাঁটাতার আমার গায়েও লাগে। আমি জানি এখন আর চাইলেই জ্যেঠুদের ঘরে টিভি দেখতে যাওয়া যায় না। গরম চাউমিনের বাটি হাতে দিয়ে মা বলল, বলবি, দাদা খেতে ভালোবাসে তাই নিয়ে এলাম। আমার মনে আছে আমি বেডকভার কেটে বানানো পর্দা ফাঁক করে মুখ বাড়িয়ে বলছি, আসব? বড়মা ডাকল, জ্যেঠু ভিতরে ডেকে গম্ভীর গলায় বলল, বাবা মা এই শিক্ষা দিচ্ছে? জ্যেঠুর ঘরে আসার আগে জিজ্ঞাসা করতে হয়? আমি বলতে পারিনি আমায় কেউ শিখিয়ে দেয়নি, কিন্তু কেমন করে যেন আমি বুঝেছিলাম আমরা আর এক বাড়ি নেই, 'হাঁড়ি আলাদা' হয়ে যাওয়া মানে আমি বুঝি। আস্তে করে বলেছিলাম, মা চাউমিন পাঠাল, বলেই আর দাঁড়াইনি। কেন জানিনা ইচ্ছা করেনি। মনে হচ্ছিল মা কষ্ট পাচ্ছে। উপরে চলে এসেছিলাম।সেদিনের পর থেকে জমাট বাঁধা কুয়াশার চাদর খানিকটা হাল্কা হয়েছিল। হাঁড়ি আর জোড়া লাগেনি, তবে অন্তত এঘর ওঘর ডাঁটা শাক, এক আঁটি মুলো পালং কি পুই চচ্চড়ি, রসবড়া, পায়েস দেওয়া নেওয়াটা শুরু হয়েছিল। প্রথম প্রথম মা আমার হাতেই চারটে ডাঁটা দিয়ে পাঠাত, আমি ফিরে আসতাম দু ডাল পুইশাক বা চারটে লেবু নিয়ে। সন্ধ্যেবেলায় পরোটা, চাউমিন হলেও বাটি চালাচালি হত। তবে একসাথে দালানে খাওয়াটা পার্মানেন্টলি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আস্তে আস্তে অদৃশ্য দেওয়ালটাই কংক্রিটের হয়ে গেল। সব বরফ গলে জল হয়ে গেল। কত সম্পর্কের সংজ্ঞা পালটে গেল। দাদুর হারমোনিয়াম ঠাকুমার জলচৌকি পড়ে রইল, দুজনেই চলে গেল পরপারে। বড় হয়ে বুঝলাম সংসারে 'হাঁড়ি আলাদা' হওয়া থেকে মানুষের আলাদা হওয়ার থেকে কম বেদনাদায়ক নয়, অন্তত ছোটদের ক্ষেত্রে তো নয়ই।

জামালপুরে তিন সমবায় নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় তৃণমূলের

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১১ ডিসেম্বর ঃ জামালপুরে একের পর সমবায় নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। বুধবার ফের তিনটি সমবায় নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় লাভ করল রাজ্যের শাসক দল। এদিন সেলিমাবাদ সমবায় সমিতি, চক আঝাপুর সমবায় সমিতি ও টেঙ্গাবেড়িয়া সমবায় সমিতির নমিনেশন জমা দেবার দিন ছিল। প্রতিটি সমবায়ে ১২ টি করে আসন আছে। যথা সময়ে বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি ও ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খানের নেতৃত্বে মহা সমারোহে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা নমিনেশন জমা দিলেও দেখা মিলল না কোনো বিরোধী দলের। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অন্য কোনো দল নমিনেশন না করায় স্বাভাবিক ভাবেই বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় লাভ করলো তৃণমূল কংগ্রেস। এই তিন জায়গায় সমবায় নির্বাচন উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর ব্লকের কার্যকরী সভাপতি ভূতনাথ মালিক, শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি তাবারক আলী মন্ডল, জামালপুর ১ পঞ্চায়েতের উপ প্রধান সাহাবুদ্দিন মন্ডল, কৃষি কর্মাধক্ষ্য জয়দেব দাস সহ বিভিন্ন অঞ্চল সভাপতি, প্রধান ও উপ প্রধানরা। জামালপুরে এদিন পর্যন্ত যে কটি সমবায় নির্বাচন হলো সবকটাতেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করলো তৃণমূল। তৃণমূলের এই জয়লাভ যে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসকে অনেকটাই এগিয়ে রাখবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি বলেন রাজ্যে যে উন্নয়ন চলছে তাতে করে বিরোধীদের মানুষের কাছে পৌঁছে কিছু বলার নাই। তাই বিরোধীদের কোনো সমবায় নির্বাচনেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান বলেন জামালপুরের মানুষ যে তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া আর কাউকে চায় না সেটা বিভিন্ন নির্বাচনে প্রমাণ করে দিয়েছেন তারা। তাই কোনো সমবায় নির্বাচনেই বিরোধীরা প্রার্থী দিতে পারছেন না। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যে উন্নয়ন করেছেন রাজ্যের মানুষের মানুষ তাতেই ভরসা রাখছেন বলে জানিয়েছেন মেহেমুদ খান।

চলতি বছরে রাজ্যে আলু উৎপাদন কম হয়েছে ঃ কৃষিমন্ত্রী

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর ঃ রাজ্যে চলতি বছরে আলুর উৎপাদন বেশ কিছুটা কম হয়েছে। তবে তা রাজ্যের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট বলে কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন। বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে আজ বিজেপি সদস্য গোপাল চন্দ্র সাহার এক প্রশ্নের উত্তরে কৃষিমন্ত্রী জানান ২২, ২৩ সালে রাজ্যে আলু উৎপাদন হয়েছিল ১ কোটি ৪৮ লক্ষ মেট্রিক টনের বেশি। যেখানে চলতি বছরে আলু উৎপন্ন হয়েছে ১ কোটি ২৭ লক্ষ ৬৩ হাজার মেট্রিকটনের মত। আলু বীজ বপনের মরশুমে অকস্মাৎ প্রবল বৃষ্টির কারণে এবারও আলু চাষ বিঘ্নিত হয়েছে বলে তিনি জানান। তবে এর প্রভাবে বাজারে আলুর ঘাটতি হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই বলে মন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন। পরে বাইরে সাংবাদিকদের শোভনদেববাবু বলেন রাজ্যে আলুর বাৎসরিক চাহিদা কমবেশি ৬৫ লক্ষ মেট্রিক টন। সুতরাং রাজ্যের চাহিদা মেটানোর পরেও আলু অনেকটাই উদ্বৃত্ত হওয়ার কথা। কিন্তু আলু ব্যবসায়ীদের একাংশের বেশি দামের আশায় হিমঘরে আলু আটকে রাখার প্রবণতায় সমস্যা বাড়ছে। যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কঠোর পদক্ষেপ করেছেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন রাজ্যের প্রয়োজন না মিটিয়ে ভিন রাজ্যে আলু রপ্তানি করা যাবে না। পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে রেহাই দিতে সুফল বাংলা স্টল থেকে বাজারের তুলনায় কেজিতে ৫ থেকে ৬ টাকা কম দামে আলু বিক্রি করা হচ্ছে।

NOTICE INVITING QUOTATION

NIQ No. 05/HCSD-III of the A.E. Hooghly Construction Sub-Division-III, P.W.D. Are invited from benefited agencies. Last date of Application **19.12.2024 up to 2.00 pm** & Dropping and Opening on **20.12.2024 2.00 pm.** Others details may be seen from the office notice board and also in website **www.wbpwd.gov.in**

Sd/-Assistant Engineer
P.W.D
Hooghly Construction
Sub-Division No-III
Nalikul, Hooghly

Office of the
KANTABARI GRAM PANCHAYAT
Purusottampur, Agarda
Onda, Bankura

Kantabari Gram Panchayat has invited One (01) No of **NIeT on 11/12/2024 Vide NIeT No: 08/2024-25, Vide Memo No 443/15 TH CFC Tied/KGP Dated 11/12/2024 & Vide NIT No: 05/2024-25, Vide Memo No 444/15TH FC Tied/KGP Dated 11/12/2024** Scheduled to be open on **23/12/2024 (at 12.30 PM & 3 PM)** and last date of Submission is on **19/12/2024 (Up to 12.00 AM)** for more details please visit on:- **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Fuleshwari Layek
Pradhan
Kantabari Gram Panchayat

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA :: PURULIA
TENDER NOTICE

Executive Officer, Para Panchayat Samity, District-Purulia invites Tender for the following items on:-
- NIT No.:- 15/EO/PPS of 2024-25 (Sl. No.-01 to 21)
- No. of Work:- 21 (Twenty One) nos.
- Last Date of Application:- 20.12.2024 up to 16.00 hours.
- Date of issue of Tender paper:- 24.12.2024 at 11.00 hours. To 16.00 hours.
- Last date of dropping of Tender papers 27.12.2024 up to 14:00 hours in the Tender Box kept for the purpose at the office of the undersigned.
- Date of Opening of Tender 27.12.2024 after 14:00 hours.

For more details go to website: **www.parablock.org** and **www.puruliazp.nic.in** and also may contact to Para Panchayat Samity office on working day's at office hours.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayet Samity

Office of the ONDA 1 GRAM PANCHAYAT, ONDA, BANKURA

Tender is invited by the undersigned for the following works under NIeTs & NITs given below.

NIT/NIeT No.	Nature of Work	Date of publish	No. of works	Last Date of Submission of BID/Dropping of Tender	Opening of Technical Bid/Sealed Tender
NIT-15/SBM(G)/2024-25	Community Leach Pit	09-12-2024	4	16-12-2024 up to 5:00 P.M.	17-12-2024
NIT-16/CFC-BG/2024-25	Solar Light	11-12-2024	4	18-12-2024 up to 5:00 P.M.	19-12-2024
NIT-17/CFC-BG/2024-25	Concrete Road and Boundary Wall	11-12-2024	2	18-12-2024 up to 5:00 P.M.	19-12-2024
NIT-18/CFC-BG/2024-25	Installation of Tubewell	11-12-2024	2	18-12-2024 up to 5:00 P.M.	19-12-2024
NIT-19/CFC-BG/2024-25	Concrete Drain	11-12-2024	5	18-12-2024 up to 5:00 P.M.	19-12-2024

For details please visit website wbtenders.gov.in or office of the undersigned.
Sd/- **Pradhan, Onda 1 G.P**

সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভুকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার দাবি নিয়ে আসানসোলে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ১১ ডিসেম্বর ঃ বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচার বন্ধ ও ধৃত ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভুকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার দাবি নিয়ে মঙ্গলবার সকালে আসানসোল শহরে বিক্ষোভ মিছিল করলো বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণ। এদিন সকালে বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ মিছিল আসানসোল স্টেশন এলাকা থেকে বেরোয়। পরে সেই মিছিল জিটি রোড, বিএনআর, ভগ সিং মোড়, কোর্ট রোড, কোর্ট মোড় হয়ে আসানসোল আদালত চত্বরে ঘড়ি মোড়ে এসে শেষ হয়। সেখানে একটি সভারও আয়োজন করা হয়েছিলো। এই মিছিলে দলীয় পতাকা ছাড়াই বিজেপি একাধিক বিধায়ক ও নেতা উপস্থিত ছিলেন। তারা হলেন, রাজ্য কমিটির সদস্য কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, দুই বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল ও ডাঃ অজয় পোদ্দার, আসানসোল পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র জিতেন্দ্র তেওয়ারি, বিজেপির রাজ্য ট্রেড সেলের কো-কনভেনার সুব্রত ওরফে মিঠু ঘাঁটি, জেলা সভাপতি বাপ্পা চট্টোপাধ্যায়, জেলা সম্পাদক অভিজি রায় সহ অন্যান্যরা। এছাড়াও ছিলেন স্বামী জ্ঞানানন্দ মহারাজ, দয়ানন্দ নিতাই দাস, লতা পাটিল মোদক বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণের আসানসোলের প্রমুখ অমিত সরকার ও প্রদীপ সিং। এছাড়াও মিছিলে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি একাধিক হিন্দু সংগঠনের সদস্য ও সদস্যারা অংশ নেন। তারা ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড হাতে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ জানান। পাশাপাশি বাংলাদেশে ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভুকে জেল থেকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার দাবি লেখা হয়। তারা বলেন, বাংলাদেশে মহঃ ইউনিসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে অবিলম্বে ভারত সরকার দাবি জানাক , যাতে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার বন্ধ করা হয়। অমিত সরকার বলেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আগে যে সমস্ত বুদ্ধিজীবী, কবি, সাহিত্যিক, মহান বিজ্ঞানী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য জীবন উসর্গ করেছেন, তাঁদের মধ্যে অনেক কবি, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী রয়েছেন যারা ভারতে এসে তাদের প্রতিভাকে পরিশ্রুত করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে হিন্দুদের সংখ্যা অনেকটাই কমে গেছে। এটা উদ্বেগের বিষয়.বলে তিনি বলেন, বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর যেভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে তা অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত।

দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে রেল রোকো কর্মসূচি

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১১ ডিসেম্বর ঃ দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন পক্ষ থেকে রেল রোকো কর্মসূচি জেরে সমস্যায় যাত্রীরা। রেলের পক্ষ থেকে চারটি ট্রেন ঘুর পথে চালানো হচ্ছে। দুটো বাস নিউ আলিপুরদুয়ার থেকে নিউ কোচবিহার যাত্রীদের পরিষেবায় ব্যাবহার করা হয়েছে। এজন্য নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে হেল্প ডেস্ক চালু করা হয়েছে যাত্রীদের জন্য । নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে রাজধানী এক্সপ্রেসের যাত্রীদের নিউ কোচবিহারে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাস পরিষেবা চালু করেছে রেল। নিউ আলিপুরদুয়ার থেকে যাত্রীদের নিউ কোচবিহার নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যাত্রীদের। কেননা ঘুরপথে চালানো হচ্ছে রাজধানী এক্সপ্রেস। এদিন সকাল থেকে কোচবিহার জেলার অসম সীমানা জোড়াই স্টেশনে রেল রোকো কর্মসূচি চলছে কোচবিহার রাজ্য ভারতভুক্তি চুক্তির পূর্ণ রূপায়নের দাবিতে।

ফুটপাত উচ্ছেদ বিরোধী যৌথ মঞ্চের ধর্ণায় বসার হুঁশিয়ারি

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১১ ডিসেম্বর ঃ গত ছয় মাস আগে রামপুরহাট শহরে ফুটপাত উচ্ছেদ করা হয়েছিল পৌর প্রশাসনের পক্ষ থেকে। উচ্ছেদের সময় সমস্ত ফুটপাতের দোকানের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছিল এবং বিদ্যুতের মিটার নিয়ে চলে গিয়েছিল বিদ্যুৎ দপ্তর। ফুটপাত ব্যবসায়ীদের পুজোর আগে বিদ্যুৎ দপ্তর থেকে অস্থায়ীভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছিল। সেই বিদ্যুৎ সংযোগ ফের বিদ্যুৎ দপ্তর থেকে কেটে দেওয়া হয়। যৌথ মঞ্চের তরফে শাহজাদা কিনু বলেন, আমাদের কথা হয়েছে বিদ্যুৎ দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে। তিনি জানিয়েছেন যে, পৌরপিতার লিখিত অনুমতি দিলে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হবে। এরপরই পৌরপিতার দ্বারস্থ হয় যৌথমঞ্চ। পৌরপিতা বলেন, মহকুমা শাসকের সঙ্গে আলোচনা না করে আমি কোনো ব্যবস্থা করতে পারব না। আমি একবার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সঙ্গে কথা বলে দেখছি।

জবরদখল উচ্ছেদ করলো প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১১ ডিসেম্বর ঃ ১৪ বিঘা সরকারি জমি জবরদখল উচ্ছেদ করলো প্রশাসন। জেলা জুড়ে জমি মাফিয়াদর দৌরাত্ম্য রুখতে কড়া পদক্ষেপ মালদা জেলা প্রশাসনের। মালদার ইংরেজবাজারের কাজিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের মোল্লা টোলা এলাকার ঘটনা। অভিযোগ এখানে ১৪ বিঘার একটি সরকারি জমি রয়েছে।। সেই জমি দখল করেছিলো কিছু জমি মাফিয়া। খবর পেয়ে মহকুমা শাসক সদর পঙ্কজ তামাং এর নেতৃত্বে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ ও জেলা প্রশাসনিক কর্মীরা গিয়ে জমিটি দখল মুক্ত করে। মহকুমা শাসক জানিয়েছেন, জেলাশাসকের কাছে অভিযোগ আসে জমি দখল হয়েছে। এটি ১৪ বিঘা সরকারি জমি ছিল। জেলা শাসকের নির্দেশে ঘটনাস্থলে গিয়ে আমরা জমিটি দখলমুক্ত করেছি। কারা এই জমি জবর দখলের সাথে যুক্ত সেই বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরে দালাল চক্রের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের ডেপুটেশন

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১১ ডিসেম্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী গোটা রাজ্যের পাশাপাশি বুধবার বেলা ১১.৩০ টায় রামপুরহাট বি এল আর ও অফিসে বীরভূম জেলা কংগ্রেসের তরফে ডেপুটেশন জমা দেওয়া হলো। কংগ্রেসের দাবি, কেন্দ্রে ইউ পি এ জমানায় তদানীন্তন সরকার আদিবাসীদের জল, জঙ্গল ও জমির অধিকার আইন করে সুরক্ষিত করেছিল। বর্তমান সরকারের আমলে এগুলো উপেক্ষিত। প্রতিটি ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতর পরিণত হয়েছে ঘুঘুর বাসায়। জমির চরিত্র বদল থেকে বেআইনী ভাবে অহস্তান্তরযোগ্য খাসজমিকে হস্তান্তর করা হচ্ছে। তাছাড়াও অর্থের বিনিময়ে বেআইনিভাবে জমির রেকর্ড পরিবর্তন করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, চাষযোগ্য জমিকে বাস্তুজমিতে পরিবর্তন করা হচ্ছে। অভিযোগ, এভাবে চাষের জমিকে বাস্তুভিটায় পরিণত করা হলে, সর্বত্র খাদ্যসঙ্কট দেখা দিবে।

বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু দুই যুবকের

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১১ ডিসেম্বর ঃ ঝাড়খণ্ডে মর্মান্তিক বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু দুই যুবকের। তাঁরা মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পড়শি রাজ্য থেকে কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনা ঘটে। বুধবার পুলিশ সূত্রে এ খবর জানা গেছে। মৃত দুই যুবকের নাম ইয়াজদানি ও ব্যারিস্টার। তাঁরা সামসেরগঞ্জের এলিজাবাদ গ্রামের বাসিন্দা। দুজনেই পেশায় রাজমিস্ত্রি। সেই সূত্রেই পাশের রাজ্য ঝাড়খণ্ডে কাজে যান তাঁরা। মঙ্গলবার বাইক চালিয়ে বাড়ি ফেরার সময় প্রতিবেশী রাজ্যের পাকুড় এলাকায় দুর্ঘটনার কবলে পড়েন দুই যুবক। বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাছে ধাক্কা মারে। বাইক-সহ নয়ানজুলিতে পড়ে যান দুজন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁদের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পাকুড় থানার পুলিশ। দেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায় তারা। দেহ শনাক্তকরণের পর খবর দেওয়া হয় মুর্শিদাবাদের বাড়িতে। বুধবার তাঁদের দেহ গ্রামে নিয়ে আসার কথা।

NOTICE INVITING QUOTATION

NIQ No. 04/HCSD-III of the A.E. Hooghly Construction Sub-Division-III, P.W.D. Are invited from benefited agencies. Last date of Application **19.12.2024 up to 2.00 pm** & Dropping and Opening on **20.12.2024 2.00 pm.** Others details may be seen from the office notice board and also in website **www.wbpwd.gov.in**

Sd/-Assistant Engineer
P.W.D
Hooghly Construction
Sub-Division No-III
Nalikul, Hooghly

Office of the Sonaijuri Gram Panchayat
Purulia-I, Purulia
gp.sonaijuri@gmail.com
Notice Inviting e-Tender

The Pradhan, Sonaijuri Gram Panchayat, Purulia-I, Purulia invites online tender bearing NIeT No **NIT NO:- WBPUR/SGP/NIeT-4/24-25** Dated 10.12.24 for 14 nos work from bonafied, resourceful contractor . Last date of bid submission **12.12.24**. , Details of NIeT may be seen at **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Sonaijuri Gram Panchayat

NOTICE INVITING QUOTATION

NIQ No. 03/HCSD-III of the A.E. Hooghly Construction Sub-Division-III, P.W.D. Are invited from benefited agencies. Last date of Application **19.12.2024 up to 2.00 pm** & Dropping and Opening on **20.12.2024 2.00 pm**. Others details may be seen from the office notice board and also in website **www.wbpwd.gov.in**

Sd/-Assistant Engineer
P.W.D
Hooghly Construction
Sub-Division No-III
Nalikul, Hooghly

DEULPUR GRAM PANCHAYAT
Panchla, Howrah-711411
NOTICE INVITING TENDER No. 559-562/DGP/NIT/SBMG

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bonafide bidders for execution of total 4(Four) Nos. different works. Bid submission date on **16.12.2024 at 11.30 am.** Date of Opening of Technical **Bid on 18.12.2024 at 12.30 PM.** For more details please visit:- **https://wbtenders.gov.in** or visit the office of the undersigned.

Sd/-Pradhan
Deulpur Gram Panchayat

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই- টেন্ডারিংয়ের জন্য টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে ঃ কাজের নাম ঃ মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা ব্লু লাইন (কেসিইএন থেকে কেডিএসডব্লু)-এর উত্তরের অংশে ইমার্জেন্সী পাথওয়ে নির্মাণ, টানেলের সম্পূর্ণ হোয়াইট ওয়াশিং, ত্রুটিপূর্ণ রোলিং শাটার-এর সম্পূর্ণ প্রতিস্থাপন এবং আরসিপিসি স্ল্যাবের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত আরসিসি কভার স্ল্যাব সরবরাহ, ফিটিং এবং ফিক্সিং। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ₹ ২,৯০,৮৬,২১৫.৭৭, **বায়না মূল্য ঃ** ₹ ২,৯৫,৪০০, **সমাপ্তির মেয়াদ ঃ** নয় (০৯) মাস; **বন্ধের তারিখ এবং সময় ঃ** ০৬.০১.২০২৫ বেলা ১২টায়। টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে ঃ **www.ireps.gov.in** সংযোজনী/সংশোধনী, যদি থাকে, শুধুমাত্র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।

সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ সিভিল-২৫০১-২০২৪ (ওপেন)।

আমাদের অনুসরণ করুন : metrorailwaykol /metrorailkolkata

OFFICE OF THE
CHARA PANCHLA GRAM PANCHAYAT
Vill:Chara Panchla, P.O.:Panchla, P.S. Panchla, Pin-711322

Sealed Tenders are invited by the Pradhan, Chara Panchla Gram Panchayat, Panchla, Howrah, for 04 nos. of Schemes (Construction of Gray Water Management Leach Pit Silt Chamber and Filter Chamber), Fund: SBM & 15 th CFC, vide Memo No.- CPGP/365/SBM & 15 th CFC /2024 To CPGP/368/SBM & 15 th CFC /2024. Last date of submission of Bid up to 05.00 PM on 17.12.2024. Date of opening of Bid on 19.12.2024 at 05.00 PM. Detail information available in website https://wbtenders.gov.in and at this GP Office during the working hours.

Sd/- Pradhan,
Chara Panchla Gram Panchayat,
Panchla, Howrah.

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/(জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্রমিক নং., টেন্ডার নং, কাজের বিবরণ, টেন্ডার মূল্য, বায়না মূল্য** নিম্নরূপঃ **(১), ইএলইজি-ওটি-১০৩৪-২০২৩-২৪,** বিএআরএন-তেঃ আর.সি.সি. পাইল এবং ওয়ালের ব্যবস্থা সহ ২০২ মি.-এর মধ্যে ১১০ মি. দীর্ঘ ভিতরে ফিলিং করা আর.সি.সি প্রিকাস্ট স্ল্যাব প্রতিস্থাপন সহ ডাউন/ প্ল্যাটফর্ম উঁচু করা, ২২,৪৭,৮২৮ টাকা, ৪৫,০০০ টাকা। **(২), ইএলইজি-ওটি-১০৯৬-২০২৪-২৫-আর১,** তিন (০৩) বছরের জন বি.আর সিং হাসপাতাল/শিয়ালদহের মডিউলার ওটি-তে ৭.৫ টিআর x ২ ইউনিট এয়ার কন্ডিশনিং প্যাকেজ ইউনিটের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি, ২,৮৮,৫০২ টাকা, ৫,৮০০ টাকা। **(৩), ইএলইজি-ওটি-১১৭০-২০২৪-২৫,** শিয়ালদহঃ নারকেলডাঙ্গা এবং মোগলবাগান কলোনীঃ এনকেজি (টাইপ-২) বিল্ডিং নং. ১৮২, ১৮১, ১৮০, ১৬২, ১৫৯, ১৬০, ১৬১, ১৮৮, ১৯৬, ১৬৫, এল/৭, এল/৬, এল/১১, এল/১২, এল/১৩, এমজিবি (টাইপ-২) বিল্ডিং নং. ১২৩, ১২৪, ১০১, ১৩৪, এনকেজি (টাইপ-৩) বিল্ডিং নং. ১২২,১৬৩,১৮৯,২০৭, এনকেজি (টাইপ-৪) বিল্ডিং নং. এল/৭১, এল/৪ -তে জ্যাক-আর্চ রুফ, ক্যান্টিলিভার বারান্দা এবং ছাজ্জার উন্নয়ন, শক্তিবৃদ্ধি, স্যানিটারি এবং প্লাম্বিং কাজ এবং ক্ষতিগ্রস্থ দরজা এবং জানালা পরিবর্তন সহ এফআরপি ইত্যাদি তৎসহ অন্যান্য সকল আনুষঙ্গিক কাজ, ১০,৪১,৮৫৩ টাকা, ২০,৮০০ টাকা। **(৪), ইএলইজি-ওটি-১১৭১-২০২৪-২৫,** শিয়ালদহঃ ক্ষতিগ্রস্থ দরজা ও জানালা পরিবর্তন, স্যানিটারি, প্লাম্বিং কাজ ও রাস্তার কাজ ইত্যাদি সহ গার্ড কলোনীতে ব্লক নং ২৪২ এবং ২৪৩ (টাইপ-২) (১৬ ইউনিট) এবং এন.এস রোডে ব্লক নং. ১৬৫, ১৪৪, ১৫৮, ২২৫, ২২৪, ২২৬ (টাইপ-২) (৪২ ইউনিট)-তে জ্যাক -আর্চ রুফ এবং আরসিসি রুফ ক্যান্টিলিভার বারান্দা এবং ছাজ্জার উন্নয়ন, শক্তিবৃদ্ধি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ, ২০,৯৪,৭৬১ টাকা, ৪১,৯০০ টাকা। **(৫), ইএলইজি-ওটি-১১৭২-২০২৪-২৫,** গেদে-তে আরপিএফ ব্যারাক (২০ সজ্জা)-এর ব্যবস্থা, ১১,৭৩,০৬০ টাকা, ২৩,৫০০ টাকা। **(৬), ইএলইজি-ওটি-১১৭৩-২০২৪-২৫,** কাঁচরাপাড়ায় কম্বাইন্ড আরপিএফ ব্যারাকের ব্যবস্থা (৫০ সজ্জা), ১৭,১১,১২২ টাকা, ৩৪,২০০ টাকা। **(৭), ইএলইজি-ওটি-১১৭৪-২০২৪-২৫,** শিয়ালদহে নতুন লেডিজ আরপিএফ ব্যারাক, ৮,৭৮,৭২২ টাকা, ১৭,৬০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** ০.০০ টাকা (ক্রমিক নং. ১ থেকে ৭-এর জন্য)। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২ মাস (ক্রমিক নং. ১,৩ ও ৪-এর জন্য), ১৮ মাস (ক্রমিক নং. ৫,৬ ও ৭-এর জন্য), ৩৬ মাস (ক্রমিক নং. ২-এর জন্য)। **টেন্ডার প্রকাশের তারিখঃ** ০৬.১২.২০২৪। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০৩.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ২ টো। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ০৩.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো। **টেন্ডার বিডিং শুরুর তারিখঃ** ২০.১২.২০২৪। বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সময়ে সময়ে ইস্যুকৃত সংশোধনী **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

SDAH-271/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ **(ক)** ন্যূনতম ৩ (তিন) বছরের ক্যাটারিং ব্যবসার অভিজ্ঞতা, **(খ)** ক্যাটারিং ব্যবসা থেকে পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরের যে কোনও একটিতে ইন্ডিকেটিভ লাইসেন্স ফি-র ৩ (তিন) গুণ ন্যূনতম বার্ষিক টার্নওভার এবং **(গ)** পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরে ন্যূনতম ৩ (তিন) লাখ টাকার লাভ অথবা ক্ষতি + পুঞ্জীভূত সংরক্ষণ + শেয়ার মূলধন আছে এমন সংস্থার থেকে **০৫ বছর সময়সীমার জন্য হাওড়া স্টেশনে (এ১ ক্যাটেগরি) ১টি জেনারেল মাইনর ইউনিটের (জিএমইউ) মাধ্যমে ক্যাটারিং সার্ভিসের ব্যবস্থার** জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণঃ টেন্ডার নং.ঃ আরজিএমইউ-সিএটি-এইচডব্লুএইচ-এনসি-এসটি-পিএফইএনডি৬, অবস্থানঃ** হাওড়া স্টেশন, নিউ কমপ্লেক্স/সাউথ কনকোর্স/প্ল্যাটফর্ম প্রান্ত/৬ থেকে। **সংরক্ষণ ক্যাটেগরিঃ** জিএমইউ জেনারেল। **প্রতি বছর সংরক্ষণ মূল্য/ন্যূনতম লাইসেন্স ফিঃ** ২৮,১৭,৬৮৩ টাকা । **চুক্তিবদ্ধ মূল্যঃ** ১,৪৬,৫১,৯৫২ টাকা। **ইএমডিঃ** ২,৯৩,১০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য (জিএসটি সহ):** ৫৬০০ টাকা। **বন্ধের তারিখঃ** ৩১.১২.২০২৪। ● টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যের ওপর ১২ শতাংশ জিএসটি রাশি ধার্য হবে। ● **টেন্ডার নথিপত্র পাওয়া যাবেঃ www.ireps.gov.in** ● **চুক্তির সময়সীমাঃ** ৫ বছর। ● **প্রস্তাবের বৈধতাঃ** ৬০ দিন। ● কেবলমাত্র অনলাইনে বিড জমা করতে হবে। কোনও ম্যানুয়াল প্রস্তাব গৃহীত হবে না।

HWH-474/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA::PURULIA
NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide **NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-16/2024-25** of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 12 (Two) nos. works/Schemes under CSR Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in**. Document download/sell starting from **10.12.2024 up to 16.12.2024 16.00 PM**. Bid submission starting from **10.12.2024 up to 16.12.2024 at 16:00 PM**. And Opening on **18.12.2024 at 16:05 A.M.** For details please visit website.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের এ, বি এবং সি, ডি শ্রেণীর স্টেশনে ক্যাটারিং ইউনিটের জন্যে ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের ওপরে এ, বি এবং সি, ডি শ্রেণীর স্টেশনে ক্যাটারিং ইউনিট জেনারেল মাইনের ইউনিট (জিএমইউ) এবং স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ) এর জন্যে ই-নিলাম। **রেট ইউনিট:** বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। ট্রিপস/দিনঃ ১৮২৬।

অক্সন ক্যাটালগ সংখ্যা. সি-৪৭০-এপি-সিএটিজি-১

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা	বিবরণ
এএ/১	সিএটিজি-এপিডিজে-এটিএম-জিএমইউ-২৮-২২-১	আলতাগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-১ এ টি-স্টল-১
এএ/২	সিএটিজি-এপিডিজে-ডিবিবি-জিএমইউ-১০১-২৩-১	ধুবড়ি রেলওয়ে স্টেশনের অধীনে চতুর্দিকের এলাকায় জেনারেল মাইনর ইউনিটে (জিএমইউ) টি স্টলের (ক্যাটারিং পরিষেবা) ব্যবস্থা করা।
এএ/৩	সিএটিজি-এপিডিজে-এমজেই-জিএমইউ-৬৭-২২-১	মুজনাই রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-১ এ টি-স্টল-১
এএ/৪	সিএটিজি-এপিডিজে-জেডিজিপি-জিএমইউ-৫৯-২২-১	জামালদাহা গোপালপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-১ এ টি-স্টল-১
এএ/৫	সিএটিজি-এপিডিজে-জিইউপি-জিএমইউ-৫৫-২২-১	গৌরীপুর রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-১ এ টি-স্টল-২
এএ/৬	সিএটিজি-এপিডিজে-এইচওজে-জিএমইউ-৫৮-২২-১	হামিলটনগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-১ এ টি-স্টল-১
এএ/৭	সিএটিজি-এপিডিজে-সিআরএক্স-জিএমইউ-৪০-২৩-১	কেরণ রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-১ এ টি-স্টল-১
এএ/৮	সিএটিজি-এপিডিজে-এসপিএক্স-জিএমইউ-১০০-২৩-১	সাপটগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনের ১ নং প্ল্যাটফর্মের অসংরক্ষিত শ্রেণীর জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ) এর টি স্টল-১ এ (ক্যাটারিং সার্ভিস) এর ব্যবস্থা।
এএ/৯	সিএটিজি-এপিডিজে-বিএনকিউ-জিএমইউ-১০৪-২৪-১	বানারহাট স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম-১ এ ক্যাটারিং ইউনিট (টি স্টল-১) এর ব্যবস্থা করা।
এএ/১০	সিএটিজি-এপিডিজে-কেএএমজি-জিএমইউ-৬৩-২২-১	কামাখ্যাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-১ এ টি-স্টল-২
এএ/১১	সিএটিজি-এপিডিজে-জেপিই-জিএমইউ-৬১-২২-১	জলপাইগুড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-২-৩ এ টি-স্টল-২
এএ/১২	সিএটিজি-এপিডিজে-এমডিটি-জিএমইউ-৬৫-২২-১	মাদারিহাট রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-১ এ টি-স্টল-১
এএ/১৩	সিএটিজি-এপিডিজে-ডিডব্লিউটি-জিএমইউ-৪৭-২২-১	দেওয়ানহাট রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-১ এ টি-স্টল-১
এএ/১৪	সিএটিজি-এপিডিজে-সিবিডি-জিএমইউ-৩৯-২৩-১	চাংগ্রাবান্ধা রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-১ এ টি-স্টল-১
এএ/১৫	সিএটিজি-এপিডিজে-এমআরডিজি-জিএমইউ-৬৮-২২-১	মারাদাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-১ এ টি-স্টল-১

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২০-১২-২০২৪ তারিখে ১১.০০ ঘন্টায়। **নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ২০-১২-২০২৪ তারিখে ১৩.৫০ ঘন্টায়।

অক্সন ক্যাটালগ সংখ্যা. সি-৪৭০-এপি-সিএটিজি-২

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা	বিবরণ
এএ/১	সিএটিজি-এপিডিজে-ডিকিউজি-এসএমইউ-২৩-২২-১	ধুপগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-১ এ টি-স্টল-১
এএ/২	সিএটিজি-এপিডিজে-ডিএইচএইচ-এসএমইউ-১৪-২২-১	দিনহাটা রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-২ এ টি-স্টল-২
এএ/৩	সিএটিজি-এপিডিজে-ডিকিউজি-এসএমইউ-১৭-২২-১	ধুপগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-২-৩ এ টি-স্টল-৩
এএ/৪	সিএটিজি-এপিডিজে-এপিডিজে-এসএমইউ-৬৯-২৩-১	আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ২-৩, জুস বার/ফ্রেশ ফ্রুট-১
এএ/৫	সিএটিজি-এপিডিজে-সিওবি-এসএমইউ-১৮-২২-১	কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-১ এ টি-স্টল-১
এএ/৬	সিএটিজি-এপিডিজে-ডিকিউজি-এসএমইউ-৭৬-২৩-১	ধুপগুড়ি স্টেশনের চতুর্দিকের এলাকায় টি স্টল-২
এএ/৭	সিএটিজি-এপিডিজে-কেওজে-এসএমইউ-৮০-২৩-১	কোকরাঝার স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ১ এ জুস বার/ফ্রেশ ফ্রুট-২
এএ/৮	সিএটিজি-এপিডিজে-এইচএসএ-এসএমইউ-২০-২২-১	হাসিমারা রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-১ এ টি-স্টল-২
এএ/৯	সিএটিজি-এপিডিজে-এনএমজেড-এসএমইউ-১৩-২২-১	নিউ মাল জংশন রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-১ এ টি-স্টল-১
এএ/১০	সিএটিজি-এপিডিজে-এপিডিজে-এসএমইউ-৭০-২৩-১	আলিপুরদুয়ার জংশন রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-২-৩ এ টি-স্টল-৩
এএ/১১	সিএটিজি-এপিডিজে-এপিডিজে-এসএমইউ-২৫-২২-১	আলিপুরদুয়ার জংশন রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-২-৩ এ টি-স্টল-১
এএ/১২	সিএটিজি-এপিডিজে-এনওকিউ-এসএমইউ-৮৫-২৩-১	নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনের চতুর্দিকের এলাকায় জুস বার/ফ্রেশ ফ্রুট-২
এএ/১৩	সিএটিজি-এপিডিজে-ডিকিউজি-এসএমইউ-৭৩-২৩-১	ধুপগুড়ি স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ১ এ জুস বার/ফ্রেশ ফ্রুট-২
এএ/১৪	সিএটিজি-এপিডিজে-সিওবি-এসএমইউ-২৬-২২-২	কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-১ এ টি-স্টল-৩
এএ/১৫	সিএটিজি-এপিডিজে-ডিএইচএইচ-এসএমইউ-১৯-২২-১	দিনহাটা রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-১ এ টি-স্টল-১

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৩-১২-২০২৪ তারিখে ১১.০০ ঘন্টায়। **নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ২৩-১২-২০২৪ তারিখে ১৩.৫০ ঘন্টায়।

অক্সন ক্যাটালগ সংখ্যা. সি-৪৭০-এপি-সিএটিজি-৩

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা	বিবরণ
এএ/১	সিএটিজি-এপিডিজে-এপিডিজে-এসএমইউ-২৭-২২-১	আলিপুরদুয়ার জংশন রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-২-৩ এ টি-স্টল-২
এএ/২	সিএটিজি-এপিডিজে-এপিডিজে-এসএমইউ-৭১-২৩-১	আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ২-৩ এ জুস বার/ফ্রেশ ফ্রুট-২
এএ/৩	সিএটিজি-এপিডিজে-এনওকিউ-এসএমইউ-৮৪-২৩-১	নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনের চতুর্দিকের এলাকায় টি স্টল-৩
এএ/৪	সিএটিজি-এপিডিজে-ডিকিউজি-এসএমইউ-৭৭-২৩-১	ধুপগুড়ি স্টেশনের চতুর্দিকের এলাকায় জুস বার/ফ্রেশ ফ্রুট-১
এএ/৫	সিএটিজি-এপিডিজে-ডিএইচএইচ-এসএমইউ-১৬-২২-১	দিনহাটা রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-১ এ টি-স্টল-২
এএ/৬	সিএটিজি-এপিডিজে-এইচএসএ-এসএমইউ-১৫-২২-১	হাসিমারা রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-১ এ টি-স্টল-১
এএ/৭	সিএটিজি-এপিডিজে-এনওকিউ-এসএমইউ-৮৭-২৩-১	নিউ আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-২-৩ এ টি-স্টল-৩
এএ/৮	সিএটিজি-এপিডিজে-এনওকিউ-এসএমইউ-৮২-২৩-১	নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনের চতুর্দিকের এলাকায় টি স্টল-২
এএ/৯	সিএটিজি-এপিডিজে-এপিডিজে-এসএমইউ-৭২-২৩-১	আলিপুরদুয়ার জংশন রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-৪-৫ এ টি-স্টল-১
এএ/১০	সিএটিজি-এপিডিজে-ডিকিউজি-এসএমইউ-৭৪-২৩-১	ধুপগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-২-৩ এ টি-স্টল-২
এএ/১১	সিএটিজি-এপিডিজে-সিওবি-এসএমইউ-২২-২২-১	কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-১ এ টি-স্টল-২
এএ/১২	সিএটিজি-এপিডিজে-এনওকিউ-এসএমইউ-৮৬-২৩-১	নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১, জুস বার/ফ্রেশ ফ্রুট
এএ/১৩	সিএটিজি-এপিডিজে-ডিকিউজি-এসএমইউ-৭৫-২৩-১	ধুপগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-২-৩ এ টি-স্টল-৩
এএ/১৪	সিএটিজি-এপিডিজে-কেওজে-এসএমইউ-২১-২২-১	কোকরাঝার রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-১ এ টি-স্টল-১
এএ/১৫	সিএটিজি-এপিডিজে-এনওকিউ-এসএমইউ-২৪-২২-১	নিউ আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-২-৩ এ টি-স্টল-১

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৪-১২-২০২৪ তারিখে ১১.০০ ঘন্টায়। **নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ২৪-১২-২০২৪ তারিখে ১৩.৫০ ঘন্টায়।

অক্সন ক্যাটালগ সংখ্যা. সি-৪৭০-এপি-সিএটিজি-৪

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা	বিবরণ
এএ/১	সিএটিজি-এপিডিজে-এনসিবি-এসএমইউ-৯৬-২৩-১	নিউ কোচবিহার স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং-৬-৭ এ জুস বার/ফ্রেশ ফ্রুট
এএ/২	সিএটিজি-এপিডিজে-কেওজে-এসএমইউ-৭৯-২৩-১	কোকরাঝার রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-২-৩ এ টি-স্টল-২
এএ/৩	সিএটিজি-এপিডিজে-এনসিবি-এসএমইউ-৯১-২৩-১	নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-২-৩ এ টি-স্টল
এএ/৪	সিএটিজি-এপিডিজে-এনসিবি-এসএমইউ-৯০-২৩-১	নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-২-৩ এ টি-স্টল
এএ/৫	সিএটিজি-এপিডিজে-এনসিবি-এসএমইউ-৯৪-২৩-১	নিউ কোচবিহার স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং-৪-৫ এ জুস বার/ফ্রেশ ফ্রুট
এএ/৬	সিএটিজি-এপিডিজে-ডিকিউজি-এসএমইউ-৮৯-২৩-১	ধুপগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-১ এ টি-স্টল-৩
এএ/৭	সিএটিজি-এপিডিজে-এনসিবি-এসএমইউ-৮৮-২৩-১	নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-৪-৫ এ টি-স্টল-২
এএ/৮	সিএটিজি-এপিডিজে-এনসিবি-এসএমইউ-৯৭-২৩-১	নিউ কোচবিহার স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং-৬-৭ এ জুস বার/ফ্রেশ ফ্রুটস।
এএ/৯	সিএটিজি-এপিডিজে-এনসিবি-এসএমইউ-৯৫-২৩-১	নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-৪-৫ এ টি-স্টল

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৫-১২-২০২৪ তারিখে ১১.০০ ঘন্টায়। **নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ২৫-১২-২০২৪ তারিখে ১২.৫০ ঘন্টায়।

অক্সন ক্যাটালগ সংখ্যা. সি-৪৭০-এপি-সিএটিজি-৫

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা	বিবরণ
এএ/১	সিএটিজি-এপিডিজে-জেপিই-জিএমইউ-৬০-২২-১	জলপাইগুড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-২-৩ এ টি-স্টল-৪ (স্নেক্স)
এএ/২	সিএটিজি-এপিডিজে-বিএনভি-জিএমইউ-৩০-২৩-১	বিন্নাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-২-৩ এ টি-স্টল-৪
এএ/৩	সিএটিজি-এপিডিজে-জিএলএমএ-জিএমইউ-৫১-২২-১	গুলমা রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-২ এ টি-স্টল-২
এএ/৪	সিএটিজি-এপিডিজে-জিডিএক্স-জিএমইউ-৪৯-২২-১	ঘোকসাডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-১ এ টি-স্টল-২
এএ/৫	সিএটিজি-এপিডিজে-জিওজিএইচ-জিএমইউ-৫৪-২২-১	গোসাইগাওঁ হাট রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-২-৩ এ টি-স্টল-৪
এএ/৬	সিএটিজি-এপিডিজে-জিইউজেড-জিএমইউ-৫৭-২২-১	গুমানিহাট রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-১ এ টি-স্টল-১
এএ/৭	সিএটিজি-এপিডিজে-জিওজিএইচ-জিএমইউ-৫৩-২২-১	গোসাইগাওঁ হাট রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-১ এ টি-স্টল-২
এএ/৮	সিএটিজি-এপিডিজে-বিডিএস-জিএমইউ-২৯-২৩-১	বরাদিঘি রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-১ এ টি-স্টল-১
এএ/৯	সিএটিজি-এপিডিজে-কেসিএফ-জিএমইউ-৬৪-২২-১	কালচিনি রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-১ এ টি-স্টল-১
এএ/১০	সিএটিজি-এপিডিজে-বিএক্সটি-জিএমইউ-৩৬-২৩-১	বামনহাট রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-১ এ টি-স্টল-১
এএ/১১	সিএটিজি-এপিডিজে-এমএইচবিএ-জিএমইউ-৬৬-২২-১	মাথাভাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-১ এ টি-স্টল-১
এএ/১২	সিএটিজি-এপিডিজে-কেএএমজি-জিএমইউ-৬২-২২-১	কামাখ্যাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-২-৩ এ টি-স্টল-৩
এএ/১৩	সিএটিজি-এপিডিজে-জিওজিএইচ-জিএমইউ-৫২-২২-১	গোসাইগাওঁ হাট রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-২-৩ এ টি-স্টল-৩
এএ/১৪	সিএটিজি-এপিডিজে-জিডিএক্স-জিএমইউ-৪৮-২২-১	ঘোকসাডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-২ এ টি-স্টল-৪
এএ/১৫	সিএটিজি-এপিডিজে-জিইউপি-জিএমইউ-৫৬-২২-১	গৌরীপুর রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-১ এ টি-স্টল-১

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৬-১২-২০২৪ তারিখে ১১.০০ ঘন্টায়। **নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ২৬-১২-২০২৪ তারিখে ১৩.৫০ ঘন্টায়।

অক্সন ক্যাটালগ সংখ্যা. সি-৪৭০-এপি-সিএটিজি-৬

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা	বিবরণ
এএ/১	সিএটিজি-এপিডিজে-সিআরএক্স-জিএমইউ-৪১-২৩-১	কেরণ রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-২ এ টি-স্টল-১
এএ/২	সিএটিজি-এপিডিজে-ডিবিবি-জিএমইউ-৪৩-২৩-১	ধুবড়ি রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-১ এ টি-স্টল-২
এএ/৩	সিএটিজি-এপিডিজে-বিএনভি-জিএমইউ-৩২-২৩-১	বিন্নাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-২-৩ এ টি-স্টল-৩
এএ/৪	সিএটিজি-এপিডিজে-বিএক্সটি-জিএমইউ-৩৫-২৩-১	বামনহাট রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-১ এ টি-স্টল-২

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৭-১২-২০২৪ তারিখে ১১.০০ ঘন্টায়। **নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ২৭-১২-২০২৪ তারিখে ১২.০০ ঘন্টায়।

প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এ ই-নিলাম লীজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

জ্যেষ্ঠ মাণ্ডলিক বাণিজ্যিক প্রবন্ধক, আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রচন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

টলি-বলি

অপহরণের শিকার হয়েছিলেন মুশতাক খান

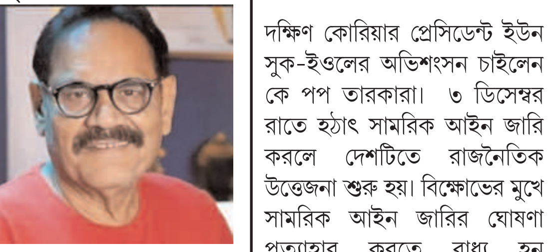

'স্ত্রী ২' ও 'ওয়েলকাম'এর মতো চলচ্চিত্রে অভিনয় করে আলোচিত বলিউড অভিনেতা মুশতাক খানকে অপহরণ করা হয়েছিল। ১২ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে আটক অবস্থায় নির্যাতনও করা হয়েছে তাঁকে। ফিল্মফেয়ার গত ২০ নভেম্বর একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পথে অপহরণের শিকার হয়েছিলেন মুশতাক খান। মুশতাকের ব্যবসায়িক সহযোগী শিবম যাদব জানান, মেরুতে একটি শোতে অংশ নেওয়ার কথা ছিল মুশতাকের। দিল্লি থেকে গাড়ি নিয়ে ভেন্যুতে যাওয়ার পথে অপহরণের শিকার হন তিনি। গাড়িচালক মুশতাককে বিজনোর এলাকার এক নির্জন স্থানে নেন। পরে তাঁকে ১২ ঘণ্টার বেশি আটক করে নির্যাতনও করা হয়েছে। মুক্তিপণ হিসেবে এক কোটি চেয়েছিল অপহরণকারীরা। আটক অবস্থায় ভোরে ফজরের আজান শুনতে পান মুশতাক। কৌশলে পালিয়ে স্থানীয় মসজিদে ছুটে যান। পরে স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় নিরাপদে বাসায় পৌঁছান। এ ঘটনায় একটি মামলা করেছেন মুশতাক খান। এর আগে কমেডিয়ান সুনীল পালও অপহরণের শিকার হয়েছিলেন।

ইউন সুক-ইওলের অভিশংসন চাইলেন কে পপ তারকারা

দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইউন সুক-ইওলের অভিশংসন চাইলেন কে পপ তারকারা। ৩ ডিসেম্বর রাতে হঠাৎ সামরিক আইন জারি করলে দেশটিতে রাজনৈতিক উত্তেজনা শুরু হয়। বিক্ষোভের মুখে সামরিক আইন জারির ঘোষণা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন প্রেসিডেন্ট। বিষয়টি নিয়ে সমালোচনার মধ্যে প্রেসিডেন্টের অভিশংসনের প্রশ্নে কে পপ তারকারাও সোচ্চার হয়েছেন। কে পপ গায়িকা লে চে ইউন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, 'একজন নাগরিক হিসেবে আমার সিদ্ধান্তটা আমিই নেব। আমি যা বলতে চাই, তাই বলব। আমি

একজন পাবলিক ফিগার, ফলে আমার কথা বলা উচিত।' আরেক কে পপ তারকা ইয়ংজে প্রেসিডেন্টের অভিসংশনেরর প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন তিনি। কে পপ তারকাদের মধ্যে উইয়ং, হেইজু, জিউন সে উনসহ আরও অনেকে প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। এর আগে গত শনিবার 'অপরাধী প্রেসিডেন্টকে সরান ও গ্রেপ্তার করুন' শীর্ষক এক বিবৃতি দিয়েছে দেশটির ৭৭টি চলচ্চিত্র সংগঠন। স্বাক্ষরদাতাদের মধ্যে কং ডং উন, কিম গো ইউন, পার্ক ইউন বিনসহ আরও অনেক তারকা রয়েছেন। নির্মাতারা বলছেন, ইউন সুকইওলকে বরখাস্ত করে বিশৃঙ্খরা দূর করা দরকার। বিবৃতিতে বলা হয়, 'আমরা জরুরি ভিত্তিতে তাঁকে বরখাস্ত, অভিসংশন ও গ্রেপ্তারের দাবি করছি।' সামরিক আইন জারি করে তীব্র সমালোচনার মুখে জাতির কাছে ক্ষমা চেয়েছেন দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইউন সুক-ইওল।

ক্যারিয়ারের শুরু থেকে আমি তাঁর সিনেমার অনুপ্রেরণায় কাজ করেছি

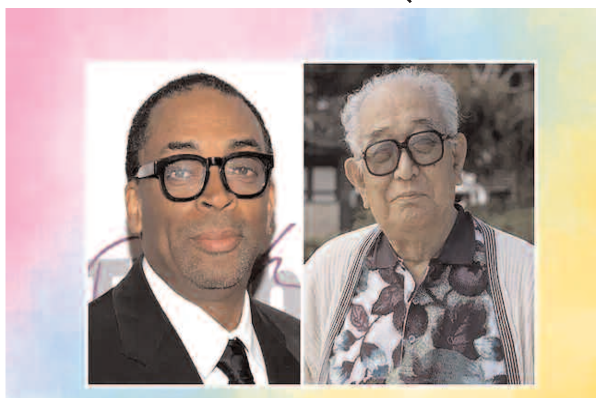

অস্কারজয়ী পরিচালক স্পাইক লি ক্যারিয়ারের পরবর্তী সিনেমার ঘোষণা করেছেন। সেই সিনেমায় অভিনয় করবেন ডেনজেল ওয়াশিংটন। মঙ্গলবার রেড সি ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে নতুন সিনেমা 'হায়েস্ট টু লোয়েস্ট' নিয়ে নতুন খবর জানালেন। সৌদি আরবের এই উৎসবের প্রতিযোগিতা বিভাগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন স্পাইক লি। ঘোষণায় এই পরিচালক জানান, তাঁর পরবর্তী সিনেমাটি জাপানের বিখ্যাত পরিচালক আকিরা কুরোসাওয়ার ক্রাইম থ্রিলার সিনেমা 'হাই অ্যান্ড লো' এর অনুপ্রেরণায় নির্মাণ করতে যাচ্ছেন। এ সময়ে তিনি বলেন, 'কুরোসাওয়া আমার ক্যারিয়ারের মূল অনুপ্রেরণা। তাঁর সিনেমাগুলো একাধিকবার আমাকে ভাবিয়েছে। ক্যারিয়ারের শুরু থেকে আমি তাঁর সিনেমার অনুপ্রেরণায় কাজ করেছি।' আকিরার বিখ্যাত সিনেমা 'রশোমন'। এই সিনেমার কথা তুলে ধরেন স্পাইক লি। 'শুধু হলিউড নয়, বিশ্ব সিনেমাকে পরিচিতি করানোর ক্ষেত্রে ''রশোমনএর গঠন আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। পরে সেই গল্পের অনুপ্রেরণায় সিনেমা বানিয়েছি।' এ সময় সিনেমাটি সম্পর্কে তিনি আরও বলেন, 'একটি ধর্ষণের ঘটনায় তিন সাক্ষী আলাদা মতামত দেন। কী ঘটেছিল সেটি নিয়ে। সেই গল্পের অনুপ্রেরণায় 'শি হ্যাজ গোটা হ্যাভ ইট নির্মাণ করি। মূলত ক্যারিয়ারের শুরু থেকেই আমি কুরোসাওয়া দ্বারা অনুপ্রাণিত।' সিনেমাটি দিয়ে পঞ্চম বারের মতো একসঙ্গে কাজ করতে যাচ্ছেন ডেনজেল ওয়াশিংটন ও স্পাইক লি জুটি। ১৮ বছর আগে প্রথম তারা 'ইনসাইড ম্যান' সিনেমায় কাজ করেন। এই পরিচালকের কথায়, 'আমাদের এই জুটি ডায়নামিক।' এদিকে শোনা যাচ্ছে ডেনজেল ওয়াশিংটন সিনেমা থেকে বিরতি নিতে যাচ্ছে।

এই সময় নিজের অবসরের প্রসঙ্গ টেনে স্পাইক লি বলেন, 'কুরোসাওয়া সিনেমা থেকে বিদায় নিয়েছিলেন ৮১ বছর বয়সে। যখন তিনি শেষ সিনেমা বানান। সেই হিসেবে আমারও বিরতি নেওয়া অল্প সময় বাকি আছে (হাসি)।'

ঘন কুয়াশায় পথ দূর্ঘটনায় মৃত এক মোটরসাইকেল চালক

দুরন্ত বার্তা, সুন্দরবন, ১১ ডিসেম্বরঃ ঘণ কুয়াশার বলি ১, সুন্দরবনে। পাথরপ্রতিমায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মৃত এক অপরিচিত যুবক। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাথর প্রতিমা ব্লকের বৈরাগী মোড় সংলগ্ন এলাকায় কুয়াশার বলি এক, পুলিশ স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে বুধবার সকালে এক অপরিচিত যুবক রামগঙ্গার দিক থেকে মোটর সাইকেল নিয়ে মিলন মোড়ের দিকে আসছিল। হঠাৎ করে প্রচন্ড শব্দ হওয়ায় আশেপাশে দোকানও লোকজন দৌড়ে এসে দেখে রক্তাক্ত অবস্থায় এক যুবক পড়ে রয়েছে রাস্তার উপর। খবর দেওয়া হয় ঢোলাহাট থানায়। পুলিশ এসে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃতের পরিচয় জানা যায়নি। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান ঘন কুয়াশায় নিয়ন্ত্রন হারিয়ে এই দূর্ঘটনাটা ঘটেছে।

নোবেল পুরস্কার নিলেন হান কাং দক্ষিণ কোরিয়ার লেখিকা হান কাং

নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করেছেন। সাহিত্যে এ বছর নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমের কনসার্ট হলে ১০ ডিসেম্বর আয়োজিত এক স্মারক অনুষ্ঠানে সুইডেনের রাজা ষোড়শ কার্ল গুস্তাফের কাছ থেকে নোবেল পুরস্কার পদক ও সনদ নিয়েছেন তিনি। পুরস্কার নেওয়ার পরে দেওয়া বক্তব্যে হান কাং দক্ষিণ কোরিয়ার সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য জারি করা সামরিক শাসন নিয়ে তাঁর ভাবনা জানান। সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে নিজের অবস্থান তুলে ধরেন। শান্তির নোবেল পুরস্কার নরওয়ের রাজধানী অসলোতে দেওয়া হলেও অন্য সব কটি বিভাগের পুরস্কার সুইডেনে দেওয়া হয়। ১০ ডিসেম্বরের একই অনুষ্ঠানে হান কাংয়ের পাশাপাশি এবারের আরও ১০ জন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী উপস্থিত ছিলেন। তবে এশিয়ার প্রথম নারী হিসেবে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী হওয়ায় হান কাংয়ের উপস্থিতি অনেকের নজর কেড়েছে। এমন এক সময়ে তিনি পুরস্কার নিলেন, যখন তাঁর দেশে প্রেসিডেন্টের জারি করা সংক্ষিপ্ত সময়ের সামরিক শাসন নিয়ে চলছে উত্তাল অবস্থা। হান কাং দক্ষিণ কোরিয়ার দ্বিতীয় নোবেল পুরস্কার বিজয়ী। এর আগে ২০০০ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট কিম দে-জুং শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে হান কী বলেন, সেদিকে অনেকেই নজর রেখেছেন। পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের পরে বিশেষ ভোজসভার আয়োজন করা হয়। এর আগে দেওয়া বক্তব্যে সাহিত্য ও নিজের ভাবনার কথা জানান হান কাং। বক্তব্যে তিনি সামরিক শাসন মানুষের জীবনকে কতটা বিপর্যস্ত করে তোলে, সে ইঙ্গিত দেন। তিনি ১৯৮০ সালে সামরিক শাসনাধীন দক্ষিণ কোরিয়ায় কয়েকশ গণতন্ত্রপন্থী জনতাকে নির্মমভাবে হত্যার কথা উল্লেখ করেন। ২০২৪ সালে এসে একই ধরনের ঘটনা ঘটে যাওয়ার প্রক্রিয়া বিস্ময়কর বলে অভিহিত করেন।

হান কাং শৈশবের একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। বলেন, আট বছর বয়সে একদিন হঠাৎ করে শুরু হয়ে যাওয়া বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে একটি ভবনের ছাদের নিচে আশ্রয় নিয়েছিলেন। একই জায়গায় আশ্রয় নেন আরও কয়েকজন।

তখন তাঁর মনে হয়, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানো সবাই নিজেদের চলার পথে তাঁর মতোই নিজস্ব অধিকার নিয়ে বেঁচে আছেন। সেদিন হানের মনে প্রশ্ন জাগে, 'বেঁচে থাকা ও জন্ম নেওয়ার কারণ কী? এই পৃথিবীতে সংক্ষিপ্ত অস্তিত্বের অর্থ কী? জীবনে যা কিছু ঘটে না কেন, সেই আবর্তে মানবসত্তা বজায় রাখা কতটা কঠিন?' সমস্ত জীবন ধরে হান সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

তাঁর উপন্যাসের মূলেও এ প্রশ্ন খুঁজে পাওয়া যায়।

কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ট্রেন বাতিল ও চলাচলের ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস

মালিগাঁও, ১১ ডিসেম্বরঃ আসন্ন কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে যাত্রীদের সুরক্ষা ও পরিচালনামূলক দক্ষতা নিশ্চিত করতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ট্রেন বাতিল ও চলাচলের ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। শীতকালীন মাসগুলিতে কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ার ফলে প্রায়ই দৃশ্যমানতা কমে যায়, ট্রেন পরিচালনে প্রত্যাহ্বানের সৃষ্টি হয়, যার ফলে গতিবেগে সীমাবদ্ধতা প্রয়োগ ও সম্ভাব্য সুরক্ষামূলক ঝুঁকির জন্য ট্রেনের বিলম্ব ঘটে। এই সমস্ত প্রত্যাহ্বান কম করতে এবং সুরক্ষার মানদণ্ড বজায় রাখতে রেলওয়ে নীচের বর্ণনা অনুযায়ী নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

ট্রেন পরিষেবা বাতিলঃ

১। প্রত্যেক সোমবার ও শুক্রবার, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ পর্যন্ত ট্রেন নং. ১৫৯০৩ (ডিব্রুগড়-চণ্ডীগড়) এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে। ২। প্রত্যেক বুধবার ও রবিবার, ০২ মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত ট্রেন নং. ১৫৯০৪ (চণ্ডীগড়-ডিব্রুগড়) এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে। ৩। প্রত্যেক সোমবার, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ পর্যন্ত ট্রেন নং. ১৫৬২০ (কামাখ্যা-গয়া) এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে। ৪। প্রত্যেক মঙ্গলবার, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ পর্যন্ত ট্রেন নং. ১৫৬১৯ (গয়া-কামাখ্যা) এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে। ৫। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ পর্যন্ত ট্রেন নং. ১৫৬২১ (কামাখ্যা-আনন্দ বিহার টার্মিনাল)এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে। ৬। প্রত্যেক শুক্রবার, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ পর্যন্ত ট্রেন নং. ১৫৬২২ (আনন্দ বিহার টার্মিনাল-কামাখ্যা)এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে।

ট্রেন পরিষেবার ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাসঃ

১। প্রত্যেক রবিবার ও বুধবার, ০৮ জানুয়ারি, ২০২৫ পর্যন্ত ট্রেন নং. ১২৫০৫ (কামাখ্যা-আনন্দ বিহার টার্মিনাল) নর্থইস্ট এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে। একইভাবে প্রত্যেক মঙ্গলবার ও শুক্রবার, ১০ জানুয়ারি, ২০২৫ পর্যন্ত ট্রেন নং. ১২৫০৬ (আনন্দ বিহার টার্মিনাল-কামাখ্যা) নর্থইস্ট এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে। ২। প্রত্যেক বুধবার ও শনিবার, ০৮ জানুয়ারি, ২০২৫ পর্যন্ত ট্রেন নং. ১৫৪৮৩ (আলিপুরদুয়ার-দিল্লি) সিকিম মহানন্দা এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে। একইভাবে প্রত্যেক শুক্রবার ও সোমবার, ১০ জানুয়ারি, ২০২৫ পর্যন্ত ট্রেন নং. ১৫৪৮৪ (দিল্লি-আলিপুরদুয়ার) সিকিম মহানন্দা এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে।

৩। প্রত্যেক মঙ্গলবার, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ পর্যন্ত ট্রেন নং. ১২৫২৩ (নিউ জলপাইগুড়ি-নিউ দিল্লি) এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে। একইভাবে প্রত্যেক বুধবার, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ পর্যন্ত ট্রেন নং. ১২৫২৪ (নিউ দিল্লি- নিউ জলপাইগুড়ি) এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে।

৪। প্রত্যেক শনিবার, ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ পর্যন্ত ট্রেন নং. ১৫৯০৯ (ডিব্রুগড়-লালগড় জং.) অবধ অসম এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে। একইভাবে প্রত্যেক মঙ্গলবার, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ পর্যন্ত ট্রেন নং. ১৫৯১০ (লালগড় জং.-ডিব্রুগড়) অবধ অসম এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে।

সিরিয়ায় ৪৮ ঘণ্টায় ইসরায়েলের ৪৮০টি হামলা

সিরিয়ার ভূখণ্ডে গত ৪৮ ঘণ্টায় ৪৮০টি হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, সিরিয়ার ১৫টি নৌযান, বিমানবিধ্বংসী ব্যাটারি, অস্ত্র উৎপাদন ক্ষেত্রসহ বিভিন্ন অবকাঠামোয় এসব হামলা চালানো হয়েছে। ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর এক বিবৃতিতে সিরিয়ার নৌবহরে হামলার খবর জানানো হয়েছে। প্রেসিডেন্ট বাশার আলআসাদ সরকারের পতনের পর সিরিয়ার সামরিক সম্পদ 'যুদ্ধের আওতার বাইরে রাখার' প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে এসব হামলা চালিয়েছে, বলছে ইসরায়েল। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সিরিয়ার আলবায়দা ও লাতাকিয়া বন্দরে গত সোমবার রাতে হামলা চালানো হয়। এখানেই ১৫টি জাহাজ নোঙর করা ছিল। হামলার পরে ধারণ করা লাতাকিয়া বন্দরের একটি ভিডিও ফুটেজের সত্যতা যাচাই করেছে বিবিসি। ওই ভিডিওতে সারি সারি জাহাজ আর বন্দরের একাংশের ব্যাপক ক্ষতি হতে দেখা গেছে। এর আগে লন্ডন ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ প্রতিষ্ঠান সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস (এসওএইচআর) জানায়, গত রোববার বিদ্রোহীদের হাতে বাশার আলআসাদের সরকার পতনের পর থেকে সিরিয়াজুড়ে ৩১০টির বেশি হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী। ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর লক্ষ্য হলো তাদের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যেকোনো কৌশলগত হুমকির সক্ষমতা নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া এক বিবৃতিতে এমনটাই জানিয়েছেন ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাৎজ। হামলা চালিয়ে সিরিয়ার নৌবহর ধ্বংস করে দেওয়ার ঘটনাকে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী 'বড় সাফল্য' বলে মন্তব্য করেছেন। সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক ছাড়াও দেশটির হোমস, তারতাস, পালমিরা শহরেও ইসরায়েলি হামলার ঘটনা ঘটেছে। ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, এসব হামলার লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে সিরিয়ার বিমানঘাঁটি, সামরিক যান, বিমানবিধ্বংসী অস্ত্র, অস্ত্রের উৎপাদনক্ষেত্র, অস্ত্রাগারসহ বিভিন্ন অবকাঠামোকে। তারা বলছে, সিরিয়ার সামরিক সক্ষমতাকে বিদ্রোহীদের হাতে চলে যাওয়া রুখতে এসব হামলা চালানো হয়েছে।

বিদ্রোহী যোদ্ধাদের মাত্র ১২ দিনের অভিযানে গত রোববার বাশার আল-আসাদ সরকারের পতন ঘটে। বাবা হাফিজ আল-আসাদ ও ছেলে বাশার আল-আসাদ মিলে টানা ৫৩ বছর সিরিয়া শাসন করেছেন। এর মধ্য সর্বশেষ ২৪ বছর ক্ষমতায় ছিলেন বাশার আলআসাদ। সিরিয়া থেকে ব্যক্তিগত উড়োজাহাজে পালিয়ে রাশিয়ায় আশ্রয় নিয়েছেন বাশার আল-আসাদ। তাঁকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়েছে রাশিয়া। পরিবারের সদস্যসহ তিনি এখন মস্কোয় অবস্থান করছেন।

নামখানা ব্লকে অনুষ্ঠিত হলো সুন্দরবন দিবস। প্রত্যন্ত সুন্দরবনের নামখানা ব্লকের শিবানী মণ্ডল মহাবিদ্যালয়ের কলেজ মাঠে এই দিবস অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গঙ্গাসাগর ও বকখালি উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি শ্রীমন্ত কুমার মালি, উপস্থিত ছিলেন নামখানা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অভিষেক দাস, উপস্থিত ছিলেন নামখানার ব্লক আধিকারিক অমিত কুমার সাহু, ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য অখিলেশ বারুই ও অর্পিতা পাত্র খুঁটিয়া, ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী বিদ্যুৎ কুমার দিন্দা সহ নামখানা ব্লকের সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান- উপপ্রধান ও অন্যান্য কর্মীবৃন্দ।

Name Change

I, CHAITALI SANGHAVI (Old Name) W/O SHRAVAN DUGAR Residing at 34/1H, Ballygunge Circular Road, P.O-Ballygunge, P.S.-Ballygunge, Kolkata-700019, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as CHAITALI SANGHVI (New Name) as declared before the Notary Public Government of India vide affidavit Dated 11-12-2024. CHAITALI SANGHAVI (Old Name) and CHAITALI SANGHVI (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, ANSAR ALI MOLLA (Old Name) S/O MD BARIK MOLLA Residing at Y2-156/13, Khaldhari Road, Mohsin Nagar, Ward 140, P.O- Bartala, P.S.-Nadial, Kolkata-700018, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MD ANSAR ALI MOLLA (New Name) as declared before the Notary Public Government of India vide affidavit Dated 11-12-2024. ANSAR ALI MOLLA (Old Name) and MD ANSAR ALI MOLLA (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Anirudh Agarwal S/o Nirmal Kumar Agarwal Residing at 10/4, Hunger Road Street, 4th Floor, P.o - Park Street, P.s - Shakespeare Sarani, District - Kolkata Pin- 700017 West Bengal India shall henceforth be known as Anirudha Agarwal. I declare that Anirudh Agarwal and Anirudha Agarwal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 11-12-2024.

Name Change

I, KISHORE SAHA (Old Name) S/O GOPAL CHANDRA SAHA Residing at 15/1 Nager bazar Road, Motijheel, P.S.-Dum Dum, North 24 Parganas-700074, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as KISHORE KUMAR SAHA (New Name) as declared before the Notary Public Government of India vide affidavit Dated 11-12-2024. KISHORE SAHA (Old Name) and KISHORE KUMAR SAHA (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Rana Protap Das S/o Sankar Lal Das Residing at Chowdhury Para Road, P.o+P.s - Barasat, District - 24 Pgs(N) Pin- 700124 West Bengal India shall henceforth be known as Rana Pratap Das. I declare that Rana Protap Das and Rana Pratap Das is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 11-12-2024.

Name Change

I, Golam Hossian Mallick (Old Name) S/o Amjet Mallick Residing at Ashina, Noapukhuria, Makhna, Falta, District - 24 Pgs(S) ,Pin- 743503 West Bengal India shall henceforth be known as Golam Hossain Mallick (New Name) as declared before the Notary Public, Kolkata vide affidavit Dated 11-12-2024. Golam Hossian Mallick (Old Name) and Golam Hossain Mallick (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Debarati Munshi Das W/o Gautam Das Residing at B 5/4, Bidhan Abasan Saltlake, Sector 3, P.s - Bidhannagar South, District - 24 Pgs(N) Pin- 700097 West Bengal India shall henceforth be known as Debarati Munshi. I declare that Debarati Munshi Das and Debarati Munshi is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 11-12-2024.

Name Change

I, Uttam Pradhan (old name) son of Nagendranath Pradhan, residing at Charabarh, East Medinipore, Pin- 721626, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Uttam Kumar pradhan (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 11/12/2024. Uttam Kumar pradhan (new name) and Uttam Pradhan (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Wakkar Younus S/o Md Younus Residing at Kazipara Uttar, P.o - Mallikpur, P.s - Baruipur, District - 24 Pgs(S) Pin- 700145 West Bengal India shall henceforth be known as Waquar Younus. I declare that Wakkar Younus and Waquar Younus is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 11-12-2024.

Name Change

I, Shek Giyasuddin & Sekh Giyasuddin (old name) son of Sk Rahaman, residing at 0259, BSF Road, Petrapole, Bongaon, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743405, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Giyas Uddin (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 11/12/2024. Sk Giyas Uddin (new name) and Shek Giyasuddin & Sekh Giyasuddin (old name) all are same and identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি শ্রীমতী সুনিতা চক্রবর্ত্তী ওরফে সুমিতা চক্রবর্ত্তী, স্বামী - অধুনা মৃত অনন্ত মোহন চক্রবর্ত্তী ঠিকানা - 4/153/2, যতীনদাস নগর, কামারহাটি (m), পোঃ+থানা - বেলঘরিয়া, জেলা- উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-700056 ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্ট, দক্ষিণ 24 পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ Affidavit দ্বারা ঝুনু চক্রবর্ত্তী- নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No 420094 Dated 05.12.2024 দ্বারা ঝুনু চক্রবর্ত্তী, সুমিতা চক্রবর্ত্তী ও সুনিতা চক্রবর্ত্তী একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Rajia Sekh (old name) wife of Sk Giyas Uddin, residing at Petrapole, Petrapole, Bongaon, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743405, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Rajiya Shake (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 11/12/2024. Rajiya Shake (new name) and Rajia Sekh (old name) both are same and identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি, Shayeeda Khatoon (পুরাতন নাম) স্বামী Md Aslam , ঠিকানা- 361/1, G.T. Road (South), Howah, Shibpur, Pin- 711103, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 11.12.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Shaheeda Khatoon (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Shaheeda Khatoon (নতুন নাম) এবং Shayeeda Khatoon (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Mohammad Ali Hossain Kabir (old name) son of Mohammad Sahadat Hossain Kabir, residing at Prafullanagar, Sahapara Station Road, Bongaon, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743235, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Md Ali Hossain Kabir (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 11/12/2024. Md Ali Hossain Kabir (new name) and Mohammad Ali Hossain Kabir (old name) both are same and identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি, Mohammad Iman Ali Molla (পুরাতন নাম) পিতা Late Dino Molla , ঠিকানা Chaital, Amodpur, Minakhan, Basirhat, P.S.- Minakhan, Pin- 743456, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি নোটারি পাবলিক, Dated 11.12.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Iman Molla (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Iman Molla (নতুন নাম) এবং Mohammad Iman Ali Molla (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Siraj Uddin Middey (old name) son of Abdul Rasid Middey, residing at 1 No. Moukhali Middey Para, P.S.- Jagacha, P.O.- G.I.P Colony, Haora, Pin- 711112, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Siraj Ali Midde (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 11/12/2024. Siraj Ali Midde (new name) and Siraj Uddin Middey (old name) both are same and identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি পদ্মা সরকার, মৃত কালীপদ সরকারের কন্যা, কল্যাণীর বি - ১৭/৯ (এস), থানা ও পোস্ট - কল্যাণী, নদীয়া জেলা, ৭৪১২২২ এর বাসিন্দা। মৃত মহারাজ সরকার আমার দাদু। আমাদের দলিলে (নং ১- ৮৬১৪, তাং ২৪/১১/১৯৫৪ ও ১- ৪৯১৫, তাং ০৬/০৮/১৯৮০) ও বাবার পরচায়, (খতিয়ান নং - ৭৩, মৌজা- বীরপাড়া, জে, এল নং ৫২, থানা চাকদহ, দাগ নং- ১২২/ ৪৭৭/ ৫১৪) আমার দাদুর নাম রাজকুমার সরকার বলে রেকর্ড হয়েছে। ১০ ডিসেম্বর, ২০২৪৪- এ কল্যাণী কোর্টের এফিডেভিট (৩৩) বলে আমি ঘোষণা করছি যে, মৃত মহারাজ সরকার ও মৃত রাজকুমার সরকার একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Amena Begum Midde (old name) wife of Siraj Ali Middey, residing at 1 No. Moukhali Middey Para, P.S.- Jagacha, P.O.- G.I.P Colony, Haora, Pin- 711112, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Amina Begum (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 11/12/2024. Amina Begum (new name) and Amena Begum Midde (old name) both are same and identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Bishu Kumar Biswas (পুরাতন নাম) পিতা Sudhir Biswas ঠিকানা Bara Muragacha, Bagula, Hanskhali, District- Nadia, Pin- 741502, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 11-12-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Bishu Biswas (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Bishu Biswas (নতুন নাম) ও Bishu Kumar Biswas (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, RAKHI PATHAK AND RAKHI DASGUPTA BISWAS (OLD NAME) WIFE OF SANDIP DASGUPTA, RESIDING AT 139, BHATTACHARJEE PARA ROAD, PO & PS- - THAKURPUKUR, KOLKATA-700063, WEST BENGAL, INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAKHI DASGUPTA (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/12/2024.RAKHI PATHAK AND RAKHI DASGUPTA BISWAS(OLD NAME) RAKHI DASGUPTA (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Ankit Goenka son of Bhagwati Prasad Goenka, on behalf my minor child Nishit Goenka (old name) son of Bhagwati Prasad Goenka, residing at Premises No. AC-11, Sahabagan, Rajarhat Road (Sohag Apartment), Flat No.4B, 3rd Floor,P.S.-Baguiati, Kolkata- 700059, Dist.- North 24 Pgs, West Bengal, INDIA, have changed my son name and he shall henceforth be known as Yash Goenka (new name) as declared before the Ld. Metropolitan Magistrate at Kolkata, dated 02/03/2019. Yash Goenka (new name) and Nishit Goenka (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Rima Mukherjee (old name) wife of Tejinder Singh, residing at 31, Rash Behari Avenue, P.S.- Kalighat, Kolkata- 700026, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Rima Kaur (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 11/12/2024. Rima Kaur (new name) and Rima Mukherjee (old name) both are same and identical person.

সহায়ক মূল্যে ধান কেনা বেচায় বেনিয়ম, অভিযোগ চাষীদের

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১১ ডিসেম্বর ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কড়া নির্দেশের পরও সহায়ক মূল্যে ধান কেনা বেচায় বেনিয়ম চলছে, এমনই অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখালেন চাষীদের একাংশ। ঘটনাটি ঘটেছে নানুর বিধানসভার বোলপুর থানার অন্তর্গত বাহিরী গ্রামে। সরকারি নিয়ম মেনে ধান বিক্রি করতে এসে হয়রানির শিকার হন বোলপুরের চাষীরা। দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ধান কেনাবেচা বন্ধ করে দিয়ে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। অভিযোগ, প্রতি কুইন্টাল ধানে পাঁচ থেকে সাত কিলো করে বাদ দিতে হবে, এই নিয়মেই ধান কিনছিল বোলপুরের একটি মিল। (মহানন্দা রাইসমিল)। পাশাপাশি, সেখানে ছিল না সরকারি নজরদারি। প্রশাসনের তরফে অভিযোগ খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেওয়ার পর ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছেছেন আধিকারিকরা। প্রসঙ্গত দিনকয়েক ধরেই বোলপুর শ্রীনিকেতন ব্লকের কৃষি মান্ডির তত্ত্বাবধানে বাহিরী গ্রামে সরকারি সহায়ক মূল্যে ধান কেনার কাজ চলছে। অভিযোগকারী চাষী শেখ নীরজ, শেখ জসীমউদ্দিন, নাসোতাম আধিকারীরা জানান, বুধবার ধান কেনার সময় দুর্নীতি করা হচ্ছে বলে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখান চাষীরা। সরকারি নির্দেশ মতন যে স্থানে ধান বেচাকেনা হবে সেখানে সিসিটিভি ক্যামেরা রাখতে হবে, সরকারি মূল্যের তালিকা রাখতে হবে ইত্যাদি সহ বেশ কিছু নিয়মাবলী আছে। কিন্তু এখানে সেই কোন নিয়মই পালন করা হচ্ছিল না। এই সকল অভিযোগ তুলে চাষীরা ব্যাপক বিক্ষোভ দেখালে উত্তেজনার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় এলাকায়। ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছান বোলপুর ব্লকের জয়েন্ট বিডিও ফারমান আলী, বোলপুর সহ কৃষি আধিকারিকরা। তারা সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখে চাষীদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা মিটিয়ে নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন, বলে সূত্রের খবর।

ফেব্রুয়ারিতেই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজ শুরু হবে, জানালেন মানস ভুঁইয়া

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১১ ডিসেম্বর ঃ আগামী বছরের শুরুতেই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের মূল পর্বের কাজ শুরু হয়ে যাবে। বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে আজ তৃণমূল কংগ্রেস সদস্য অরূপ ধারার প্রশ্নের উত্তরে সেচ মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া জানান ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি নাগাদ ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজ শুরু হবে। বিশ্বনাথ কারকের প্রশ্নের উত্তরে সেচ ও জলপথ বিভাগের মন্ত্রী জানান, কেন্দ্রীয় সরকারকে মুখ্যমন্ত্রী বারবার চিঠি দেওয়া, প্রতিনিধি পাঠানো সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৫ সাল থেকে একটি পয়সাও দেয়নি। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রাজ্য তার নিজের অর্থ দিয়ে করবে। এপ্রসঙ্গে অশোক লাহিড়ির প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী জানান ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য ১২৩৮ কোটি টাকা খরচ হবে। ইতিমধ্যে এবিষয়ে বিভিন্ন কাজে ৩৪১ কোটি ৫৫০ লক্ষ টাকা খরচ করেছে। একই সঙ্গে সেচমন্ত্রী উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে নদী ভাঙন রুখতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তোলেন। তিনি বলেন উত্তরবঙ্গে ৭৬ টা নদী আছে। যাদের উৎস ভুটানে। অথচ ইন্দো বাংলাদেশ, ইন্দো নেপাল যৌথ নদী কমিশন থাকলেও ইন্দো -ভুটান নদী কমিশন তৈরী করতে কেন্দ্রীয় সরকার কোনও উদ্যোগ নিচ্ছে না। অন্যদিকে গঙ্গা-পদ্মা সহ একাধিক নদীর ভাঙনে দক্ষিণ বঙ্গ ক্ষয়ে যাচ্ছে। এব্যাপারেও কেন্দ্রীয় সরকার নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছে। পরে বিধানসভার বাইরে সাংবাদিকদের সেচ মন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার হাত গুটিয়ে বসে থাকলেও মুখ্যমন্ত্রী তা পারবেন না। তাই উত্তরবঙ্গে গঙ্গাভাঙন রুখতে ভাঙন প্রবণ ভুতনী, দিয়ারা, রতুয়া এক এবং দু নম্বর ব্লক, অন্যদিকে ভাঙন প্রবণ সুন্দরবনকে রক্ষা করতে দুটি বড়সড় পরিকল্পনা নিচ্ছে রাজ্য সরকার।

৩০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ গ্রেফতার মাদক কারবারি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১১ ডিসেম্বর ঃ আবারো বড়সড় সাফল্য পেল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ এবং নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে এক মাদক কারবারিকে গ্রেফতারের পাশাপাশি ৩০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করল শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ এবং নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ।

মঙ্গলবার দুপুরে স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ এবং নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশের কাছে খবর আসে ৩০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ দীপক মন্ডল নামে এক ব্যক্তি মালদার কালিয়াচক থেকে এনজেপি এলাকায় এসেছে। অভিযুক্ত ওই মাদক বিক্রির উদ্দেশ্যে এসেছে বলেই জানতে পারে পুলিশ। এরপর তড়িঘড়ি টিম সাজায় স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ এবং নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। অভিযানে মিলে গেল সাফল্য। অভিযুক্ত দীপক মন্ডলকে গ্রেফতার করে তার হেফাজত থেকে ৩০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করল নিউ জলপাইগুড়ি থানা এবং স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ। কাওয়াখালির বিশ্ব বাংলা শিল্পী হাট এলাকাতে এই অভিযান চালায় পুলিশ। ধৃত দীপক মন্ডলকে বুধবার জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করবে নিউ জলপাইগুড়ি থানা। পাশাপাশি অভিযুক্ত এই মাদক এনজেপি থানা এলাকায় কাকে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে এসেছিল তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অনুপ্রবেশের আশঙ্কা মালদার সীমান্ত এলাকাগুলিতে, জোরদার নিরাপত্তা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১১ ডিসেম্বর ঃ অশান্ত বাংলাদেশ এই পরিস্থিতিতে অনুপ্রবেশের আশঙ্কা মালদার সীমান্ত এলাকা গুলিতে। পাশাপাশি লুঠ হওয়া অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে জঙ্গিদের অনুপ্রবেশ হতে পারে মালদায় গোয়েন্দা দপ্তর সূত্রে এমন খবরের পর নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে মালদার ১৭২ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে অবস্থিত ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায়।

তারমধ্যে প্রায় ৩২ কিলোমিটার এলাকায় তারকাটা নেই এবং ১৮ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে রয়েছে জলপথ। আর এই সমস্ত সীমান্ত দিয়েই জঙ্গি অনুপ্রবেশ করতে পারে। এই আশঙ্কায় রাতের ঘুম ঘুম উড়েছে মালদার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের হবিবপুর ব্লকের যাদব নগর, আইহো সহ একাধিক এলাকার মানুষদের। সীমান্ত এলাকার এই সমস্ত বাসিন্দাদের অভিযোগ তারা আতঙ্কে রয়েছে। সূর্য ডুবতেই তারা বাড়িতে চলে আসছেন। জলপথ থাকায় বিএসএফের কাছে আধার কার্ড জমা রেখে মহানন্দা নদীতে স্নান করতে যেতে হয় বাসিন্দাদের। কারণ মহানন্দা ওই পার বাংলাদেশ। সীমান্ত এলাকার অনেক বাসিন্দাদের আবার অভিযোগ বাংলাদেশের এই অস্থির পরিস্থিতির জেরে তাদের এলাকায় চুরি ছিনতাই বেড়েছে। তাদের অনুমান ওই পার থেকে জল সীমান্ত পারাপার হয়ে এবার বাংলায় ঢুকে চুরি ছিনতাই করে রাতের অন্ধকারে আবার ফিরে যাচ্ছে দুস্কৃতীরা। তবে বিএসএফের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা আরও বাড়ানো হয়েছে।

ইসিএল কর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১১ ডিসেম্বর ঃ নির্খোজ ইসিএল কর্মীর রহস্যজনক মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে অন্ডালের পিওর জামবাদ কোলিয়ারীর ৬ নম্বর পিট এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম মেঘনাদ হরিজন (৫৮)। পেশায় ইসিএল কর্মী। ওই এলাকারই বাসিন্দা। মৃত ইসিএল কর্মীর ছেলে ভীমসেন হরিজন জানান, নিরাপত্তারক্ষীর কাজ করী। ভোরবেলা মা ফোনে জানায় বাবা মঙ্গলবার কাজে যাওয়ার পর সকাল পর্যন্ত বাড়ি ফেরেনি। তারপরই খোঁজাখুজি শুরু হয়। সকালে এলাকার জঙ্গলে পাইপ লাইনে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

‘ভারতের দু’দিকে পাকিস্তান হয়ে যাবে’, কোন কারণে এমন আশঙ্কা?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ ডিসেম্বরঃ হিন্দুদের রক্ষা করা ভারত সরকারের দায়িত্ব। পশ্চিমবঙ্গ সরকার নয়, বাংলাদেশ ইস্যু দেখতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকেই। বলছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাল্টা সিএএ খোঁচা দিয়ে সুর চড়িয়েছে বিজেপি। পদ্ম শিবিরে নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় আক্রমণের ধার বাড়িয়ে বলছেন, ‘‘মমতার মুখে হিন্দু শব্দ শুনে দু’হাত ভরে হাততালি দিতে চাই। কিন্তু, আপনি বলেন তাহলে সিএএ জরুরি ছিল। ওপারের হিন্দুদের এপারে নিয়ে চলে আসার কথা বলছেন। আনতে পারা যাচ্ছে না তো আপনার জন্য।’’ প্রসঙ্গত, দিন যত যাচ্ছে ততই ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের লাগাতার অবনমন দেখা যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই ঢাকায় দিয়ে সে দেশে হিন্দুদের উপর নির্যাতনের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে এসেছেন ভারতের বিদেশ সচিব। অবস্থা দেখে উদ্বেগ বেড়েছে দুই আন্তর্জাতিক মহলেও। উদ্বিগ্ন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞরাও। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখা গেল আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ ইমনকল্যাণ লাহিড়িকেও। তাঁর সাফ কথা, ‘‘একজন বাংলাদেশি নাগরিকের ধর্মীয় পরিচয়ের বাইরে তিনি এখন বাংলাদেশি। বাংলাদেশে অশান্তি চলছে। এই মুহূর্তে আবেদন-নিবেদন ওদিকের সরকারের সঙ্গে এদিকের সরকারের হবে। ওদিকে কিন্তু সংখ্যালঘু জনসংখ্যা প্রচুর। ভারত সরকার চটজলদি কোনও সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন না। ওখানকার প্রধানমন্ত্রীকে এখানেআনা হয়েছে।’’ বাংলাদেশের এই অশান্তির পিছনে পাকিস্তান-চিনের মতো বহিরাগত শক্তির হাত আছে বলে মনে করছেন তিনি। তাহলে সত্যিই কী ভারতকে বিপাকে ফেলতে নতুন করে কোনও ঘুঁটি সাজানো হচ্ছে? ইমনকল্যাণ লাহিড়ির মতে, ‘‘পাকিস্তান-চিনের মতো বহিরাগত শক্তির মদতে যুদ্ধ লাগানোর চেষ্টা হচ্ছে ওদিকে। আমরা যাতে বাংলাদেশের সঙ্গে যুদ্ধ করি সেটা অনেকে চাইছে। ওরা চায় যুদ্ধ তিন-চার বছর চলুক। আর ভারতের দু’দিকে পাকিস্তান হয়ে যাবে।’’ যদিও তার দাবি এই প্ররোচনায় পা দেওয়ার কোনও মানেই হয় না। তিনি বলছেন, ‘‘কেন আমরা এই প্ররোচনায় পা দেব? ভারত বহু ধর্মীয়, বহু জাতি বহু মানুষের দেশ। আমরা আমাদের ঐতিহ্য নিয়ে বেঁচে আছি এতগুলি বছর। এখানে তেমন কোনও মেজর পলিটিক্যাল ক্রাইসিস হয়নি। যেটা হয়েছে তা ভারতের মধ্যেই মিটেছে।’’

জখম শ্রমিক

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১১ ডিসেম্বর ঃ ভাটি ফেটে ভয়াবহ আগুন লাগল ন্যাপথলিন কারখানায়। আগুনে ঝলসে জখম হয়েছে এক শ্রমিক। বুধবার বিকালে ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুর আইটিআই সংলগ্ন আরআইপি প্লটের ওই ন্যাপথলিন কারখানায়। কালো ধোঁয়ায় গ্রাস করে গোটা এলাকায়। আগুনের শিখা ও ধোঁয়া দেখে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের দুটি ইঞ্জিন আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। ঘন্টা খানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। শ্রমিককের ৬০ শতাংশের মত ঝলসে গেছে। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/জি/খড়গপুর-৭২১৩০১, দঃপূঃরেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন, যা সামগ্রীর প্রেক্ষিতে উল্লেখিত তারিখে দুপুর ১২টার আগে জমা করতে হবে। **ক্রঃ নং ও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং; কাজের বিবরণ; টেন্ডার মূল্য; বিড সিকিউরিটি/ই.এম.ডি. ঃ** (১) **১১৪-ইএলসি-জি-কেজিপি-২৪-২৫-৩৪আর১, তারিখ ১০.১২.২০২৪;** ঝাড়গ্রামে পরিবর্তিত হিসাবে ৫ ইউনিট টাইপ-II কোয়ার্টার নির্মাণের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ; ১৪,০৪,৫০৩.২৬ টাকা; ২৮,১০০ টাকা। (২) **১১৪-ইএলসি-জি-কেজিপি-২৪-২৫-৩৫আর১, তারিখ ১০.১২.২০২৪;** সারদিয়াতে পরিবর্তিত হিসাবে ৬ ইউনিট টাইপ-II কোয়ার্টার নির্মাণের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ; ১৫,৯৪,৪৩৭.১৬ টাকা; ৩১,৯০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** উভয়ের জন্য শূন্য। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** উভয়ের জন্য লেটার অফ অ্যাকসেপ্ট্যান্স ইস্যুর তারিখ থেকে ০৬ মাস। **জমার তারিখ ঃ** উভয়ের জন্য ২৬.১২.২০২৪-এ দুপুর ১২টা পর্যন্ত। **খোলার তারিখ ঃ** উভয়ের জন্য ২৬.১২.২০২৪। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ, বর্ণনা ও মাপকাঠির জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে এবং অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে পারেন। এই কাজের জন্য কোনওভাবেই ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **দ্রষ্টব্য ঃ** সমস্ত টেন্ডারে অংশ নিতে সম্ভাব্য বিডাররা নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-893)**

NIT-14

Tender ID 2024_ZPHD_781208_1
Tender ID 2024_ZPHD_781306_1
Tender ID 2024_ZPHD_781845_1
Tender ID 2024_ZPHD_781891_1
Tender ID 2024_ZPHD_781945_1
Tender ID 2024_ZPHD_782006_1
Tender ID 2024_ZPHD_782035_1
Tender ID 2024_ZPHD_782116_1
NIT-15, Tender ID 2024_ZPHD_782325_1, NIT-16 Tender ID 2024_ZPHD_782861_1

Sd/- Prodhan
Simulpur Gram Panchayat

Office of the Beldubi Gram Panchayat
Vill+P.O.-Paniarah, P.S.-Panchla, Dist.-Howrah, Pin:-711302
Notice Inviting E-Tender No. 935(06)/NIT/SBM(G) & XV FC(TIED)/BGP/24-25
On behalf of Governor of West Bengal, The Prodhan, Beldubi Gram Panchayat, Howrah, invites e-Tenders for the 4(Four)Nos. different works. Last date of submission of Bid(Online): **19.12.2024 at 4 P.M.** Technical Bid Opening date(Online): **23.12.2024 1 P.M.** For details visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Beldubi Gram Panchayat

হাওড়া পৌর নিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১
ফোনঃ ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/ ১২ / ১৩ ফ্যাক্সঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.hmc.org.in

NIT No.: -06-TN/EE/B-VI/24-25 Dated: 10.12.2024

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। বরো-V1-এর অধীনে সিমেন্ট কংক্রিটের কাজের মাধ্যমে ২ নম্বরের জন্য HMC বিভিন্ন রাস্তার উন্নতিকরণের জন্য একই ধরনের কাজের পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য, সম্পদশালী এবং বাস্তবসম্মত ঠিকাদারদের কাছ থেকে বিশদভাবে সম্পর্কিত তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং বরো-এর অফিস থেকে পাওয়া যাবে। **VI/ http://wbtenders.gov.in** বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শেষ তারিখঃ ২৮.১২.২০২৪ **সন্ধ্যা ৬.০০ পর্যন্ত** টেন্ডার আইডিঃ **2024_MAD_781909**। HMC কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ ছাড়াই কোনো আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

114(3)/24-25
11.12.24
সচিব
হাওড়া পৌরনিগম

OFFICE OF THE BARGACHIA-II GRAM PANCHAYAT
UNDER JAGATBALLAVPUR DEVELOPMENT BLOCK, HOWRAH
VILL & PO.- BARGACHIA, P.S.-JAGATBALLAVPUR,DIST.-HOWRAH, PIN-711404
CONTACT- 03214-2554 Email- bargachiaii_gp@rediffmail.com
MEMO NO– BAR-II/751/2024 DATE- 10/12/2024
E- TENDER INVITING NOTICE

Electronic tenders are hereby invited by the Pradhan, Bargachia-II Gram Panchayat, Jagatballavpur, Howrah for the following works : 04 (FOUR) nos of schemes from SBMG & CENTRAL FINANCE COMMISSSION scheme tender for the bonafied experienced contractors having 50% credential. **NIT NO- BAR-II/745/SBM/2024, 10/12/2024 TO BAR-II/748/SBM/2024,10/12/2024** Last date of submission of tender: **17/12/2024 (10:00 AM)** For further details see **wbtenders.gov.in** & the notice board of Bargachia-II Gram Panchayat.

Sd/-
Pradhan
Bargachia-IIGram Panchayat

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows:-

NIT No.	Name of Projects	Bid submission Start Date	Last Date of Bid Submission
59/GPW/WBFDC/ 2024-25	**Sweeping, Cleaning including supply of materials for 19 Nos. Toilets at Banabitan Park for the 1 Year.**	**12.12.2024**	**20.12.2024**

Details can be seen at https://wbtenders.gov.in

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বেহালা শাখা
৩৯১, ডায়মণ্ড হারবার রোড, বেহালা, কলকাতা- ৭০০০৩২

পরিশিষ্ট -IV[বিধি-৮(১) দেখুন]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেখানে
নিম্নস্বাক্ষরকারী হচ্ছেন সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) এর ৯ নং ধারার অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার। বিধি, ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে ১২.০৮.২০২৪ তারিখে একটি চাহিদা বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে উক্ত আইনটি মেসার্স ফার্নিকনের ঋণগ্রহীতা / জামিনদার, স্বত্বাধিকারী- মিঃ শম্ভু চক্রবর্তী, ১৫ /৩ সিসির বাগান রোড, কলকাতা-৭০০০৩৪-এ নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ টাকা ২৪,৫৯,৪৭৮.২০১- (নগদ ক্রেডিট) পরিশোধ করতে আহ্বান জানিয়েছে, টাকা ৫২,২৮২.৪০১- (GECL মেয়াদী ঋণ) এবং টাকা ২,৬৩,৮৬১.২৮- (FITL), মোট টাকা ২৭,৭৫,৬২১.৮৮ /- (টাকা ২৭,৭৫,৬৫,৫০০ টাকা) ০৬.০৮.২০২৪ তারিখে এবং তার থেকে আরও ৬০ দিনের মধ্যে সুদ উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ।
ঋণগ্রহীতা / জামিনদার টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা / জামিনদার এবং সাধারণ জনগণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী ধারা ১৩(এর অধীনে তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছে। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের ০৭ তম দিনে উল্লিখিত আইনের ৯ বিধির সাথে পঠিত।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারকে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সম্পত্তি/ সুরক্ষিত সম্পদের সাথে লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের জন্য ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বেহালা শাখার চার্জ সাপেক্ষে টাকা ২৭,৭৫,৬২১.৮৮ /- (টাকা ২৪,৫৯,৪৭৮.২০- (নগদ ক্রেডিট), টাকা ৫২,২৮২.৪০- (GECL টার্ম লোন) এবং টাকা ২,৬৩,৮৬১.২৮ /- (FITL) (টাকা ২৭ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার ছয়শ একুশ এবং আশি আট পয়সা) এবং এর উপর আরও সুদ।

স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা/ আমি অস্থাবর সম্পদ

নিরাপত্তা	বিবরণ
	দাগ নং ১২১,১২২ এবং খাত-এ গঠিত তৌজি নং- ৪১১,৩২,২৬,২৩ টাকা নং- ৪১১,৩২,২৬,২৩-এর অধীনে মৌজা মামুদপুর গ্রাম, জেএল নং-৭-এ অবস্থিত সিজিআই শেড সহ ১ কোটাহ ১১ ছাতক বাস্তু জমির বন্ধকের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। ১৬৩,১৫৯ হচ্ছে প্রাঙ্গণ ২২৮ জগপুর শিসির বাগান রোড, কলকাতা-৭০০০৩৪ কেএমসি ওয়ার্ড নং ১২০ এবং জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণার অধীনে। **সম্পত্তির সীমানা ঃ** অর্ণপূর্ণা সাহির উত্তর-বাড়ি। দক্ষিণ- তপন দাসের জমি ও বাড়ি। পূর্ব- ব্রজলাল দাসের জমি ও বাড়ি। পশ্চিম- ১৮’ প্রশস্ত শিসির বাগান রোড।

তারিখঃ ৭ ।১২ ।২০২৪ স্থানঃ বেহালা (কলকাতা)
স্বা /- চিফ ম্যানেজার ও অথোরাইজড অফিসার ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (কলকাতা জোন

MIRAE ASSET
Mutual Fund

In order to impart an insight on mutual fund, to educate and create awareness among the investors about the financial market, Mirae Asset Mutual Fund undertakes numerous events and activities at various places across the country and in number of ways such as conducting Investor Awareness Programs (IAPs) / seminars, contents on investor awareness in print media (newspapers, magazines etc.) and programs on Mutual Funds in electronic media (TVs, radios etc.).

In this regard, please see below schedule of upcoming IAPs:

Date	Time	Address
December 14, 2024	4:00 P.M.	Middleton Chambers, 8, Middleton St, Kankaria Estates, Park Street Area, Kolkata, West Bengal - 700 071.
December 14, 2024	11:00 A.M.	Hotel Kenilworth 1&2, Little Russel Street, Kankaria Estates, Park Street Area, Kolkata, West Bengal - 700 071.
December 14, 2024	07:00 P.M.	Kenilworth Hotel Kolkata 1&2 Little Russel Street, Kankaria Estate, North 24 Paraganas, West Bengal - 700 071.

MIRAE ASSET MUTUAL FUND (Investment Manager: Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited. CIN - U65990MH2019PTC324625)
Registered & Corporate Office: 606, 6th Floor, Windsor Building, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400098. ☎ 1800 2090 777 (Toll free), ✉ customercare@miraeasset.com www.miraeassetmf.co.in

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

বিজ্ঞপ্তি
বিক্রয় কোবালা দলিল

পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না থানার, শ্যামসুন্দর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত,শ্যামসুন্দর মৌজায় সম্পত্তির পরিমান ০৮ শতক। মূল্য ৫,০০,০০০,০০ টাকা। ক্রেতাঃ- সেখ আনুয়ারুল ইসলাম পিতা সেখ নজরুল ইসলাম, জাতি ভারতীয় মুসলিম, পেশা বেসরকারী চাকুরী, সাং বায়ড়া, পোঃ সহজপুর হাটতলা, থানা ও এ. ডি. এস. আর. অফিস রায়না, জেলা পূর্ব বর্ধমান, পিন কোড নং ৭১৩৪২৪। বিক্রেতাঃ- ১) শ্রী বিপ্লব হালদার পিতা স্বর্গীয় জগন্নাথ হালদার, জাতি ভারতীয় হিন্দু, পেশা চাষাদি, সাং রসুইখন্ড, পোঃ সহজপুর হাটতলা, থানা ও এ. ডি. এস. আর. অফিস রায়না, জেলা পূর্ব বর্ধমান, পিন কোড নং ৭১৩৪২৪। ২) শ্রী চঞ্চল হালদার পিতা স্বর্গীয় জগন্নাথ হালদার, জাতি ভারতীয় হিন্দু, পেশা চাষাদি, সাং রসুইখন্ড, পোঃ সহজপুর হাটতলা, থানা ও এ. ডি. এস. আর. অফিস রায়না, জেলা পূর্ব বর্ধমান, পিন কোড নং ৭১৩৪২৪। ৩) শ্রী বিষ্ণুচরন হালদার পিতা স্বর্গীয় জগন্নাথ হালদার, জাতি ভারতীয় হিন্দু, পেশা চাষাদি, সাং রসুইখন্ড, পোঃ সহজপুর হাটতলা, থানা ও এ. ডি. এস. আর. অফিস রায়না, জেলা পূর্ব বর্ধমান, পিন কোড নং ৭১৩৪২৪।
সকলের পক্ষে গত ইংরাজীর ০৪।০৪।২০২৩ তারিখে রায়না এ. ডি. এস. আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১২৭৭ নং আমমোক্তার নামা দলিল বলে সহি করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার শ্রীমতী বন্দনা কাপাসী স্বামী শ্রী সুশান্ত কাপাসী, জাতি ভারতীয় হিন্দু, পেশা গৃহস্থালী, সাং মুক্তিপুর, পোঃ সহজপুর হাটতলা, থানা ও এ. ডি. এস. আর. অফিস রায়না, জেলা পূর্ব বর্ধমান, পিন কোড নং ৭১৩৪২৪।

সম্পত্তির ক-তপশীল
(ইহা আমি ১ নং বিক্রেতা বিপ্লব হালদার বিক্রয় করিলাম)
১ দফা জেলা পূর্ব বর্ধমান, থানা ও এ. ডি. এস. আর. অফিস রায়নার অন্তর্গত শ্যামসুন্দর গ্রাম পঞ্চায়েত ভুক্ত, মৌজা শ্যামসুন্দর, জে.এল.নং- ৭২, আর. এস. খতিয়ান নং ৯৮ (আটানব্বই), কৃষি খতিয়ান নং ৭৮৬ (সাত শত ছিয়াশি), ৬৮৬ (ছয় শত ছিয়াশি), খতিয়ান নং ১৫৬১ (এক হাজার পাঁচ শত একষট্টি), ১৫৯৯ (এক হাজার পাঁচ শত নিরানব্বই), এল, আর, খতিয়ান নং- ৪৭৭৯ (চার হাজার সাত শত উনআশি)। আর. এস ও এল, আর ৪১১ (চার শত এগারো) দাগে ডাঙ্গা ১ (ষোল) আনায় ০৮ শতক মধ্যে ০.৩৩৩৩ অংশের কাত আমার নিজাংশ ০৩ শতক। মঃ তিন শতক মাত্র। রায়ত দখলী স্বত্ব, খাজনা যোগ্য, হারাহারি মতে আদায় দেয়। প্রস্তাবিত ব্যবহার ফাঁকা বাস্তু।

সম্পত্তির খ-তপশীল
(ইহা আমি ২নং বিক্রেতা চঞ্চল হালদার বিক্রয় করিলাম)
১ দফা জেলা পূর্ব বর্ধমান, থানা ও এ. ডি. এস. আর. অফিস রায়নার অন্তর্গত শ্যামসুন্দর গ্রাম পঞ্চায়েত ভুক্ত, মৌজা শ্যামসুন্দর, জে.এল.নং- ৭২, আর. এস. খতিয়ান নং ৯৮ (আটানব্বই), কৃষি খতিয়ান নং ৭৮৬ (সাত শত ছিয়াশি), ৬৮৬ (ছয় শত ছিয়াশি), খতিয়ান নং ১৫৬১ (এক হাজার পাঁচ শত একষট্টি), ১৫৯৯ (এক হাজার পাঁচ শত নিরানব্বই), এল. আর. খতিয়ান নং- ৪৭৮০ (চার হাজার সাত শত আশি)। আর. এস ও এল, আর ৪১১ (চার শত এগারো) দাগে ডাঙ্গা ১ (ষোল) আনায় ০৮ শতক মধ্যে ০.৩৩৩৪ অংশের কাত আমার নিজাংশ ০২ শতক। মঃ দুই শতক মাত্র। রায়ত দখলী স্বত্ব, খাজনা যোগ্য, হারাহারি মতে আদায় দেয়। প্রস্তাবিত ব্যবহার ফাঁকা বাস্তু।

সম্পত্তির গ-তপশীল
(ইহা আমি ৩নং বিক্রেতা বিষ্ণুচরন হালদার বিক্রয় করিলাম)
১ দফা জেলা পূর্ব বর্ধমান, থানা ও এ. ডি. এস. আর. অফিস রায়নার অন্তর্গত শ্যামসুন্দর গ্রাম পঞ্চায়েত ভুক্ত, মৌজা শ্যামসুন্দর, জে.এল.নং- ৭২, আর. এস. খতিয়ান নং ৯৮ (আটানব্বই), কৃষি খতিয়ান নং ৭৮৬ (সাত শত ছিয়াশি), ৬৮৬ (ছয় শত ছিয়াশি), খতিয়ান নং ১৫৬১ (এক হাজার পাঁচ শত একষট্টি), ১৫৯৯ (এক হাজার পাঁচ শত নিরানব্বই), এল. আর. খতিয়ান নং- ৪৭৮১ (চার হাজার সাত শত একাশি)।

জায় সম্পত্তির পরিচয়
ক-তপশীল লিখিত সম্পত্তির পরিমান ০৩ শতক।
খ-তপশীল লিখিত সম্পত্তির পরিমান ০২ শতক।
গ-তপশীল লিখিত সম্পত্তির পরিমান ০৩ শতক।
মোট পরিমান ০৮ শতক।
যাহার মাপ ঃ পূর্বদিকে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা ১১৬ ফুট। পশ্চিমদিকে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা ১১০ ফুট। উত্তরদিকে পূর্ব-পশ্চিমে চওড়া ২৩ ফুট ও দক্ষিণদিকে পূর্ব-পশ্চিমে চওড়া ৩৯ ফুট। ক, খ ও গ তপশীল লিখিত সম্পত্তির একত্রে চৌহদ্দি পূর্বদিকে শিবনাথ লাহেড়ী এর বাড়ি। পশ্চিমদিকে ৪১২ নং দাগে সৈয়দ আলি ও ৪১৩ নং দাগে সেখ কিসমত আলি ওরফে আমীর হাজারী এর জায়গা। উত্তরদিকে খাল। দক্ষিনদিকে ০৮ ফুট চওড়া গ্রাম্য মাটির রাস্তা। এই চৌহদ্দির মধ্যে বিক্রিত সম্পত্তি অবস্থিত। প্রকাশ থাকে যে, অত্র দলিলের সহিত একখানি স্কেচ ম্যাপ সংযোজিত হইল যাহাতে লাল রঙের বর্ডার দ্বারা বেষ্টিত জায়গা বিক্রয় হইল যাহা অত্র দলিলের একাংশ বলিয়া গন্য হইল।

রেকর্ডের জন্য বিবরণ
কেস নং- MN/2024/0205/17082, কেস তারিখ- ০৬।১২।২০২৪, দলিল নং.- 004760, মিউটেশনের জন্য গৃহীত হয়েছে।

Jiaganj–Azimganj Municipality
PO-Azimganj, Dt.-Murshidabad.

Sl	Name of Work	Tender ID	Last Date of Bid submission
1.	Construction of RCC CULVERT IN PADAMPUR, at ward no - 3	2024_MAD_782164_1	19/12/2024 at 11-30 AM
2.	Re-Construction of Old Cross Drain at (I) Infront of Uday Ghosh house(W-2), (II)Infront of Dulal Ghosh house(W-2),(III)Ommat Sk & Buro Ghosh house(W-2),(IV)Infront of Nirmal Banerjee house (W-5),(v)Infront of Marichapara Primary High School(W-4)	2024_MAD_774155_2	19/12/2024 at 11-30 AM
3.	Construction of Ritual Rest Structure at Debipur Mathpara Ward No-08	2024_MAD_782164_3	19/12/2024 at 11-30 AM

Please see the details on **https://wbtenders.gov.in/**
Sd/- Chairman
Jiaganj- Azimganj Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ও-এসি-টি-১৬৪ থেকে ১৬৯-২৪-২৫ (ওপেন), তারিখ ০৯.১২.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন) আহ্বান করছেন। **ক্রমিক নং., কেস নং, কাজের নাম, টেন্ডার মূল্য ও বায়নামূল্য** নিম্নরূপঃ **(১), ও-এসি-টি-১৬৪-২৪-২৫,** আসানসোল ডিভিসনের অধীনে আসানসোল, অন্ডাল, তাপসী ইত্যাদিতে সার্কুলেটিং এরিয়ায় আনুষঙ্গিক কাজ, পাইপলাইন সহ আরসিসি ওএইচ ট্যাঙ্ক সহ ক্ষতিগ্রস্থ ট্যাঙ্ক প্রতিস্থাপনের জন্য ওপেন টেন্ডার, ৫,৬৬,৮৯,৭২৫.৫৬ টাকা, ৪,৩৩,৫০০ টাকা। **(২), ও-এসি-টি-১৬৫-২৪-২৫,** এইএন/মধুপুরের অধীনে কাটিংয়ে ড্রেনের ব্যবস্থা সহ সিসিএল সাইডিং, গিরিডি-এর রক্ষণাবেক্ষণ এবং সম্পূর্ণ মেরামতির জন্য ওপেন টেন্ডার, ২,০৯,২১,০২৭.০৪ টাকা, ২,৫৪,৬০০ টাকা। **(৩), ও-এসি-টি-১৬৬-২৪-২৫,** সিনিয়র ডিইএন/১/আসানসোলের অধীনে বরাকর, সীতারামপুর, মুগমা, কুমারডুবি ইত্যাদিতে প্ল্যাটফর্মে আনুষঙ্গিক কাজ, পাইপলাইন সহ আরসিসি ওএইচ ট্যাঙ্ক সহ ক্ষতিগ্রস্থ ট্যাঙ্ক প্রতিস্থাপনের জন্য ওপেন টেন্ডার, ৬,১৪,৯৩,২১৪.০৪ টাকা, ৪,৫৭,৫০০ টাকা। **(৪), ও-এসি-টি-১৬৭-২৪-২৫,** (১) মধুপুরে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজঃ পাওয়ার হাউজ থেকে বিভিন্ন স্থান পর্যন্ত (যেমন স্টেশন, ডিটিসি, ওয়েস্ট কেবিন, ফিল্টার হাউজ ইত্যাদি এবং অন্যান্য স্থান) ওএইচ লাইনের শক্তিবৃদ্ধি সহ প্রতিস্থাপন (২) এইএন/মধুপুরের অধীনে জামতাড়ায় অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ টিআরডি কলোনীর পাশে স্টেশন অ্যাপ্রোচ রোডের উন্নয়নের জন্য সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ। (৩) রাজলা হল্টে নতুন বুকিং অফিস সহ ওয়েটিং হল নির্মাণের জন্য সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ। (৪) সিনিয়র ডিইএন/২/আসানসোলের অধীনে নরগঞ্জো হল্টে নতুন বুকিং অফিস সহ ওয়েটিং হল নির্মাণের জন্য সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ-এর বাকী কাজের জন্য ওপেন টেন্ডার, ৩৯,৭৯,৮৫৯.৫৯ টাকা, ৭৯,৬০০ টাকা। **(৫), ও-এসি-টি-১৬৮-২৪-২৫,** এইএন/জসিডি-র অধীনে এসএসই/পি.ওয়ে/দুমকার শাখায় ট্র্যাক মেরামতি এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ওপেন টেন্ডার, ১,০৬,৭৯,৪৫৬.৬৫ টাকা, ২,০৩,৪০০ টাকা। **(৬), ও-এসি-টি-১৬৯-২৪-২৫,** এইএন/মধুপুরের অধীনে বিদ্যাসাগর স্টেশনে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ নতুন ওএইচ ট্যাঙ্ক স্ট্রাকচারের ব্যবস্থা সহ জল সরবরাহ ব্যবস্থার অগমেন্টেশন-এর জন্য ওপেন টেন্ডার, ১,২৩,৫২,৮৮৭.১১ টাকা, ২,১১,৮০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ০৯ মাস (ক্রমিক নং. ৪-এর জন্য), ১২ মাস (ক্রমিক নং. ২, ৫ এবং ৬-এর জন্য), ১৮ মাস (ক্রমিক নং. ১ এবং ৩-এর জন্য)। **বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ০৩.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা। সম্পূর্ণ বিবরণ রেলওয়ে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -তে দেখা যাবে। ASN-261/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

NIQ
O/o the Exe. Engineer Jhargram Electrical Division, PWDte.
WBPWD/EE/JED/NIQ 34 /2024-25 & WBPWD/EE/JED/NIQ 35 / 2024-25
Bid submission last date: **16/12/2024 up to 5 PM**
For details follow **www.pwdwb.in** or visit the office.

পূর্ব রেলওয়ে

বিড নম্বরঃ জিইএম/২০২৪/বি/৫৬৭০৬৮৯, তারিখঃ ০৬.১২.২০২৪। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (পি), পূর্ব রেলওয়ে, ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **বিড বিবরণঃ আইটেম ক্যাটেগরিঃ** আইএসও সার্টিফিকেশন সার্ভিসের জন্য এজেন্সী ভাড়া করা-ওপেন টেন্ডার ভিত্তিতে ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়ার এম অ্যান্ড সি ল্যাবরেটরীর আইএসও আইইসি ১৭০২৫ ২০১৭ অ্যাক্রিডিটেশন-এর রিঅ্যাসেসমেন্ট, টেন্ডার নথিপত্রের কাজের পরিধি অনুযায়ী, গাইডেন্স...। **অনুমিত বিড মূল্যঃ** ৮,৪৩,৭০০ টাকা। **ইএমডি বিবরণঃ অ্যাডভাইজরি ব্যাঙ্কঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **ইএমডি রাশিঃ** ১৬,৯০০ টাকা। **ইপিবিজি বিবরণঃ অ্যাডভাইজরি ব্যাঙ্কঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **ইপিবিজি শতকরা (%)ঃ** ৫.০০। **ইপিবিজি-র জন্য প্রয়োজনীয় সময়সীমা (মাস)ঃ** ২৬। **চুক্তির সময়সীমাঃ** ২ বছর। **বিড প্রস্তাব বৈধতা (বন্ধের তারিখ থেকে)ঃ** ৯০ দিন। **বিড বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** ২৭.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে। **বিড খোলার তারিখ/সময়ঃ** ২৭.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। **বিডদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক টার্নওভার (৩ বছরের জন্য)ঃ** ৫ লাখ টাকা। **একই/সমতুল পরিষেবার জন্য প্রয়োজনীয় পূর্ব অভিজ্ঞতার বছরঃ** ১ বছর। **সমতুল পরিষেবার পূর্ব অভিজ্ঞতা প্রয়োজনঃ** হ্যাঁ। **অভিজ্ঞতার বছর এবং টার্নওভারে এমএসই ছাড়ঃ** না। **অভিজ্ঞতার বছর এবং টার্নওভারে স্টার্টআপ ছাড়ঃ** না। **বিড থেকে আরএ সক্রিয়ঃ** না। **বিক্রেতার থেকে প্রয়োজনীয় নথিপত্র নিতে হবেঃ** অভিজ্ঞতার যোগ্যতামান, বিডদাতার টার্নওভার, সার্টিফিকেট (এটিসি-তে অনুরোধ করা হয়েছে), অ্যাডিশনাল ডক ১ (এটিসি-তে অনুরোধ করা হয়েছে)। * কোনও বিডদাতা অভিজ্ঞতা/টার্নওভার যোগ্যতায় ছাড় চাইলে সেক্ষেত্রে ছাড়ের জন্য তাঁর যোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ সমর্থিত নথিপত্র ক্রেতা কর্তৃক মূল্যায়নের জন্য অবশ্যই আপলোড করতে হবে। **বিডের ধরণঃ** সিঙ্গল প্যাকেট বিড। **মূল্যায়ণ পদ্ধতিঃ** মোট মূল্য অনুযায়ী মূল্যায়ণ। **কারিগরী মূল্যায়ণ চলাকালীন কারিগরী স্পষ্টীকরণের জন্য অনুমোদিত সময়ঃ** ২ দিন। **মূল্য উল্লেখে আর্থিক নথিপত্রের ব্রেকআপ প্রয়োজনঃ** হ্যাঁ। MISC-277/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of the Beldubi Gram Panchayat
Vill+P.O.-Paniarah, P.S.-Panchla, Dist.-Howrah, Pin:-711302
Notice Inviting E-Tender No. 936(06)/NIT/SBM(G) & XV FC(TIED)/BGP/24-25
On behalf of Governor of West Bengal, The Prodhan, Beldubi Gram Panchayat, Howrah, invites e- Tenders for the work of: CONSTRUCTION OF CLUSTER LEVEL LITCH PIT WITH SILT CHAMBER. Last date of submission of Bid(Online): **19.12.2024 at 4 P.M.** Technical Bid Opening date(Online): **23.12.2024 1 P.M.** For details visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Beldubi Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Director General (Bustee), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EEBS/HQ/116/24-25/140 (1st Call)
Name of the work: **Construction of bustee sanitary latrines at P. N. Mitra Road and its surrounding bustee area in Ward No.-116, BR-XIII.** Estimate amount (including GST & LWC): ₹ **2,93,350.12.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **90 days.**

(2) NIT No. : KMC/EEBS/HQ/116/24-25/139 (1st Call)
Name of the work: **Construction of bustee sanitary latrines at B. L. Saha Road, P. B. Road etc. and its surrounding bustee area in Ward No.-116, BR-XIII.** Estimate amount (including GST & LWC): ₹ **2,92,909.09.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **90 days.**

(3) NIT No. : KMC/EEBS/HQ/116/24-25/136 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of bustee passage by C.C near 204 Roy Bahadur Road slum area in Ward No.-116, BR-XIII.** Estimate amount (including GST & LWC): ₹ **2,89,582.67.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(4) NIT No. : KMC/EEBS/HQ/116/24-25/137 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of bustee passage by C.C near 278 Roy Bahadur Road slum area in Ward No.-116, BR-XIII.** Estimate amount (including GST & LWC): ₹ **2,58,274.87.** Earnest money: ₹ **5,300.00.** Period of completion: **90 days.**

(5) NIT No. : KMC/EEBS/HQ/128/24-25/138 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of passage by C.C near 7/2 Beni Master Lane slum area in Ward No.-128, BR-XIV.** Estimate amount (including GST & LWC): ₹ **2,82,664.03.** Earnest money: ₹ **5,700.00.** Period of completion: **90 days.** Last date and time of submission of bid: **24.12.2024 upto 11 AM (For Sl. No. 1 to 5).** Bid opening date and time for technical proposals: **26.12.2024 at 11.30 AM (For Sl. No. 1 to 5).** The bid forms and other details are available on and from **13.12.2024 (11 AM) (For Sl. No. 1 to 5).** The websites: **https://wbtenders.gov.in & https://www.kmcgov.in (For Sl. No. 1 to 5).**

The Executive Engineer, Water Supply (South), KMC invites e-tender online percentage two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/WS/EE/M/S/24-25/44/1st Call
Name of the work: **Leak repairing work on existing water pipe line 600 mm dia. PSC jacketing work on 22 N.S.C. Bose Road, 68/17A Raja S. C. Mullick Road and other locations in BR-X.** Estimated cost: ₹ **2,33,259.74.** Earnest money: ₹ **4,800.00.** Period of completion: **10 days.**

(2) NIT No. : KMC/WS/EE/S/091/2024-25/13/2nd Call
Name of the work: **Development of water supply networks by changing old and wornout 150 mm dia C.I. service main at Bosepukur Road (Bosepukur Bustee) and its surrounding areas in Ward No.-91, BR-X.** Estimated cost: ₹ **4,98,323.64.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **25 days.** Last date of submission of bid: **21.12.2024 - 11 AM (For Sl. No. 1 & 2).** Tender will be opened on: **24.12.2024 - 11 AM (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **14.12.2024 - 11 AM (For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer, Water Supply (West), KMC invites e-tender for the following work:
NIT No. : KMC/WS/PG_66/T10/24-25
Name of the work: **Restoration of leaks of 100 mm & 150 mm dia. S/Mains near 35E C. N. Roy Road, 96 P. G. Road, 5 Kustia Road & other different areas in Ward No.-66.** Estimated amount: ₹ **2,17,332.00.** Earnest money: ₹ **4,346.00.** Period of completion: **11 days.** Last date of receipt/opening of tender (online): **24.12.2024 - 1 PM/26.12.2024 - 1 PM.** The bid forms and other details are available from the websites: **https://etender.wb.nic.in & https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (Civil/H.Q.), KMC invites online percentage rate e-tenders in two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/070/2024-25, DATED - 10.12.2024
Name of the work: **Roof treatment by APP membrane to prevent water leakage at KMC Guest House at 36C, Ballygunge Circular Road.** Estimated cost (including GST & LWC): ₹ **4,34,649.00.** Earnest money: ₹ **8,700.00.** Period of completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **21.12.2024 at 11 AM.** The bid forms and other details are available on and from **13.12.2024** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Water Supply/GRWW), KMC invites e-tender for the following work:
NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/24-25/96
Name of the work: **Manufacture, supply, fitting-fixing of 600 mm dia manhole on 600 mm dia Budge Budge dedicated alongwith dewatering and lighting arrangement inside Garden Reach STP.** Estimated amount: ₹ **1,49,770.00.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **07 days.** Last date and time of receipt/opening of tender (online): **21.12.2024 at 2 PM/23.12.2024 at 2 PM.** The bid forms and other details will be available shortly from the website: **https://etender.wb.nic.in**

The Director General (Sewerage & Drainage), KMC invites e-tender online item wise rate in two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/DG(S_D)/BDPS/S-15/24-25
Name of the work: **Repairing & fitting fixing of fencing inside pump house and supply and fitting fixing of water level indicator with allied works of Deeper sump-I & II under BDPS.** Estimated cost: **Rate to be quoted.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **23.12.2024 at 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **14.12.2024 at 5 PM** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Director General (M)/Roads, KMC invites e-tender online quotation two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/DG(M)/ASP/GG/M-29A/2024-25
Name of the work: **Manufacturing, supply of Exhaust impeller and supply, installation of Air Compressor unit and its accessories with allied works for plant no.-II at Asphaltum Goragacha.** Estimated cost: **Quotation.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **10 days.** Last date and time of submission of bid: **24.12.2024 - 1.30 PM.** Bid opening date for technical proposal: **26.12.2024 - 2.30 PM.** The bid forms and other details are available on and from **16.12.2024 (5 PM)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

CORRIGENDUM

NIT No. - X/100/028/2024-2025/BUSTEE published in this Newspaper on **02.12.2024** (Key No. 958/24-25) of **Engineering Civil Br-X Department.** Last date and time of submission of bid: **18.12.2024 - 12 Noon** instead of 12.12.2024 - 12 Noon and Date and time of opening of bid: **20.12.2024 - 12 Noon** instead of 14.12.2024 - 12 Noon. Other details will remain same as mentioned before.

NIT No. - KMC/EE(C)/Br-VIII/087/19/2024-2025/R published in this Newspaper on **26.11.2024** (Key No. 915/24-25) of **Engineering Civil Br-VIII Department.** Last date and time of submission of bid will be **12.12.2024** instead of 07.12.2024 - 12 Noon and tender will be opened on 14.12.2024 instead of 10.12.2024 - 12 Noon. Other details will remain unchanged. (1032/24-25)

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি বয়কট করতে পারে পাকিস্তান? বড় আপডেট দিলেন রশিদ লতিফ

লাহোর, ১১ ডিসেম্বরঃ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ভবিষ্যৎ নিয়ে এখনও চলছে টানাপোড়েন। আইসিসির তরফে সূচি ঘোষণা হয়নি। শোনা যাচ্ছে আজ-কালকের মধ্যেই বিশ্ব ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা সূচি ঘোষণা করে দিতে পারে। তাতেও কি জটিলতা কাটবে? তা মনে হচ্ছে না। টুর্নামেন্টের আয়োজক পাকিস্তান। কিন্তু তাদের ইচ্ছে মতো কিছুই হচ্ছে না বলে ক্ষোভে ফুটছে পিসিবি। আরও ভালো করে বললে, ভারতের 'অনৈতিক' দাবি কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না তারা। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হলেও ভারত ওই দেশে গিয়ে খেলবে না। রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলিদের জন্য হাইব্রিড মডেল ফলো করা হবে। দুবাইয়ে হবে ভারতের যাবতীয় ম্যাচ। আয়োজক পাকিস্তানকে পর্যন্ত দুবাইয়ে গিয়ে খেলবে ভারতের সঙ্গে। এতেই যত রাগ। পাকিস্তানের এক প্রাক্তন ক্রিকেটার যা বলছেন, তাতে যেন ওই ক্ষোভের আঁচ পাওয়া যাচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে তাই, পাকিস্তান কি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি বয়কট

করতে পারে? দীর্ঘদিন পর পাকিস্তানে আইসিসির কোনও বড় টুর্নামেন্ট হতে চলেছে। পাক ক্রিকেটের পুনর্জন্মের জন্য যা খুব জরুরি। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দিকে তাকিয়েই তিনটে স্টেডিয়ামের সংস্কার হয়েছে। শুধু তাই নয়, আর্থিক ভাবে ভেঙে পড়া পাক বোর্ড এই টুর্নামেন্টের মধ্যে দিয়েই নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখছে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি যদি বয়কট করে তারা, বিপুল আর্থিক ক্ষতি হবে। তা কি বইতে পারবে পিসিবি? পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্যাপ্টেন রশিদ লতিফ কিন্তু বলে দিয়েছেন, ''আমার তো মনে হয়, পাকিস্তানের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি বয়কট করা উচিত। বিসিসিআই এই পদক্ষেপ করার আগে পিসিবির নিয়ে নেওয়া উচিত। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিই হওয়াই উচিত নয়। আফগান যুদ্ধ হোক আর ক্রিকেট, আমরাই চিরকাল বলির পাঁঠা হয়ে আসছি। পিসিবি, এসিবি হোক আর আইসিসি, আমরা কেউই বিসিসিআইয়ের সঙ্গে লড়াই করার মতো জায়গায় নেই। আইসিসি চেষ্টা করেছিল পাকিস্তান ক্রিকেটকে আবার সামনের সারিতে নিয়ে আসার। কিন্তু সেখানেও একটাই ভীতি কাজ করছে, ভারত যদি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে সরে দাঁড়ায়! আমরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াব?''

বড় আপডেট বাগান শিবিরের

কেরালা ম্যাচে ফিরছেন সাহাল!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ ডিসেম্বরঃ মোহনবাগান সুপার জায়ান্টদের এবারের আইএসএল যাত্রা শুরুতে ভালো না হলেও সময়ের সাথে সাথে তাঁরা নিজেদের পুরনো ছন্দে ফিরে এসেছে। গত মরশুমে আইএসএল লিগ শিল্ড জয়ী দল এখন পর্যন্ত তাঁদের দুর্দান্ত পারফরম্যান্স ধরে রেখেছে। একাধিক ধাক্কা খাওয়ার পর, তাঁরা তাঁদের খেলার ধরন পরিবর্তন করে এবং এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র এক ম্যাচে পরাজিত হয়েছে। আগামী ম্যাচে মোলিনার ছাত্রদের প্রতিপক্ষ কেরালা ব্লাস্টার্স। সম্ভবত এই ম্যাচেই সবুজ-মেরুন জার্সি গায়ে মাঠে নামবেন বাগানের তারকা ফুটবলার সাহাল আব্দুল সামাদ। সার্জিও লবেরার ওড়িশা এফসির বিরুদ্ধে ড্র করার পর, সবুজ-মেরুন শিবির পরবর্তী তিন ম্যাচে দুর্দান্ত জয় তুলে নিয়েছে। জামশেদপুর এফসি, চেন্নাইয়িন এফসি এবং নর্থইস্ট ইউনাইটেডের মতো শক্তিশালী দলগুলোকে হারিয়ে তাঁরা নিজেদের জয়ী হওয়ার ছন্দে ফিরে এসেছে। এই জয়ের ধারায় ১০ ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে রয়েছে বাগান। যার মাধ্যমে তাঁরা লক্ষ্যপূরণের পথে অনেকটাই এগিয়ে এসেছে। আগামী ১৪ই ডিসেম্বর নিজেদের ঘরের মাঠ সল্টলেকের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে প্রতিপক্ষ মিকেল স্ট্যাহরের কেরালা ব্লাস্টার্স এফসির বিরুদ্ধে খেলতে নামবে। বর্তমানে কেরালা ব্লাস্টার্স ১১ ম্যাচ খেলে ১১ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের দশম স্থানে রয়েছে। মোহনবাগান কোচ মোলিনা দলের সাম্প্রতিক কার্যক্রমে অত্যন্ত কঠোর এবং মনোযোগী। নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে জয় নিশ্চিত করার পর, দলের

প্র্যাকটিসের প্রতি আরও বেশি গুরুত্ব দিতে শুরু করেছেন। মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়া অনুশীলনে দলের ফুটবলাররা অত্যন্ত মনোযোগী এবং কঠোর পরিশ্রম করছেন। গত ম্যাচে কার্ড সমস্যায় দলের সঙ্গে অনুপস্থিত থাকা আলবার্তো রদ্রিগেজ এবং বাগান অধিনায়ক শুভাশিস বোস অনুশীলন সারেন। অন্যদিকে মেরিনার্সদের জন্য সুখবর যে চোট সরিয়ে দীর্ঘ বিরতির পর দলের সঙ্গে অনুশীলন শুরু করেছেন সাহাল আব্দুল সামাদ। তিনি দলের সঙ্গে প্র্যাক্টিস শুরু করে আশা করা হচ্ছে কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে ম্যাচে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দেখা যেতে পারে সামাদকে। তাঁর প্রত্যাশিত উপস্থিতি মোহনবাগানের জন্য একটি বড় সুবিধা হতে পারে বলেই জানাচ্ছেন সমর্থকরা। দিমি-কামিন্সদের হেড স্যার মোলিনা জানেন, লিগ শীর্ষে নিজেদের অবস্থান বজায় রাখতে এই সময়ে তাঁদের জন্য একটি জয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঘরের মাঠে কেরালা ব্লাস্টার্সের মতো দলের বিরুদ্ধে জয় অর্জন করলে, তারা আইএসএল শিল্ড জয় করার লক্ষ্যে আরও একটি বড় পদক্ষেপ নিতে পারবে।

সামিদের স্বপ্নভঙ্গের কারিগর হার্দিক

বাংলাকে হারিয়ে মুস্তাক আলির সেমিতে বরোদা

চেন্নাই, ১১ ডিসেম্বরঃ এম চিন্নাস্বামীতে মহম্মদ সামিদের স্বপ্নভঙ্গ করলেন হার্দিক-ক্রুণালরা। ফের একবার সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে বাংলার যাত্রা থামল। সেই ২০১০-১১র মরসুমে বাংলা এই টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। তারপর থেকে বাংলা শিবিরে আসেনি মুস্তাক চ্যাম্পিয়ন ট্রফি। এ বার চলতি টুর্নামেন্টের অন্যতম

বিধ্বংসী টিম বরোদার কাছে আটকে গেল বাংলা। চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে মুস্তাক আলি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল বাংলা ও বরোদা। ব্যাট হাতে বাংলাকে চাপে ফেলতে পারেননি হার্দিক পান্ডিয়া। তাতেও চিন্তার জায়গা ছিল না। কারণ বল হাতে কামাল দেখালেন ভারতীয় অলরাউন্ডার। বাংলাকে ৪১ রানে হারিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছে গেলেন হার্দিক-ক্রুণালরা। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির শেষ আটের ম্যাচে টস জিতে বরোদাকে প্রথমে ব্যাটিংয়ে পাঠান বাংলার ক্যাপ্টেন সুদীপ কুমার ঘরামি। প্রথমে ব্যাটিং করে বরোদা তোলে ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৭২ রান। প্রায় ১০ ওভার অবধি বিনা উইকেটে বরোদার ওপেনিং জুটি দারুণ এগোচ্ছিল। ৯.৪ ওভারে বরোদার ওপেনার অভিমন্যু সিংকে (৩৭) ফেরান সক্ষীম চৌধুরী। এরপর ৯০ রানে ২ উইকেট হারায় বরোদা। ১০০-৩ হতে বেশি সময় লাগেনি। সেখান থেকে ১১৩-৪ করেন কনিষ্ক শেঠ। বরোদার হয়ে সর্বাধিক রান শ্বাশত রাওয়াতের (৪০)। তিনে নেমে হার্দিক ১১ বলে ১০ রান করেন। চারে নেমে বরোদার ক্যাপ্টেন ক্রুণাল করেন ৭ রান। মহম্মদ সামি, কনিষ্ক শেঠ ও প্রদীপ্ত প্রামানিক নেন ২টি করে উইকেট। ১টি উইকেট সক্ষম চৌধুরীর। সেমির টিকিট পাওয়ার জন্য বাংলার সামনে ছিল ১৭৩ রানের টার্গেট। শুরুতেই বাংলাকে এক ওভারে তিন ধাক্কা দিয়ে বেসামাল করেন লুকমান মেরিওয়াবা। বাংলার ইনিংসের চতুর্থ ওভারে করণ লালের (৬) উইকেট তুলে নেন লুকমান মেরিওয়ালা। সেই ওভারেই ক্যাপ্টেন সুদীপ ঘরামিকে (২) এলবিডব্লিউ করেন মেরিওয়ালা। এরপর ওভারের শেষ বলে ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায়কে কট অ্যান্ড বোল্ড করেন তিনি। পরপর কয়েকটি উইকেট হারানোর পর ঋত্বিক রয় চৌধুরীর সঙ্গে ওপেনার অভিষেক পোড়েল জুটি বাঁধার চেষ্টা করেন। পঞ্চম ওভারে আউট হন অভিষেক (২২)। ১০ ওভারের শেষ বলে ঋত্বিক রয়কে (২৯) ফেরান হার্দিক। এরপর ১৬তম ওভারে জোড়া ধাক্কা দেন হার্দিক। তোলেন সক্ষম ও সামির উইকেট। বাংলার অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদ ৩৬ বলে ৫৫ রানের লড়াকু ইনিংস উপহার দেন। কিন্তু দলকে শেষ অবধি জেতাতে পারেননি। হার্দিকের পাশাপাশি লুকমান ও অতীত শেঠ নেন ৩টি করে উইকেট। ১টি উইকেট অভিমন্যুর। ১৮ ওভারে ১৩১ রান তুলে অলআউট বাংলা। ম্যাচের সেরা লুকমান মেরিওয়ালা (১৭ রানে ৩ উইকেট, ২টি ক্যাচ)।

মিনি হাসপাতাল ইস্টবেঙ্গল, সমর্থকদের গর্জন চাইছেন অস্কার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ ডিসেম্বরঃ ইস্টবেঙ্গল শিবির যেন মিনি হাসপাতাল। খারাপ সময় কাটিয়ে ধীরে ধীরে কামব্যাক করতে শুরু করেছে লাল-হলুদ ব্রিগেড। তবে সমস্যা যেন পিছু ছাড়ছে না অস্কার ব্রুজোর দলের। নর্থইস্ট এবং চেন্নাইয়িন এফসিকে হারিয়ে লিগ টেবলের শেষ স্থান থেকে উপরে উঠেছে মশাল বাহিনী। বৃহস্পতিবার ঘরের মাঠে ওড়িশা এফসির মুখোমুখি হবে লাল-হলুদ। হাইভোল্টেজ ম্যাচের আগে ইস্টবেঙ্গল শিবির যেন মিনি হাসপাতাল। চোটের কারণে প্রথম একাদশের একাধিক ফুটবলারকে মাঠের বাইরে রেখে দল সাজাতে হবে অস্কার ব্রুজোকে। এই কঠিন পরিস্থিতিতে সমর্থকদের গর্জন চাইছেন তালালদের হেডস্যার। টুযেল্‌ভথ ম্যানে ভর করেই কঠিন ম্যাচ জিততে চায় ইস্টবেঙ্গল। চোটের জন্য ওড়িশা ম্যাচে নেই দিমিত্রিয়স ডায়ামান্টাকোস। কার্ড সমস্যার পাশাপাশি চোটের কারণে বেশ কয়েক সপ্তাহ মাঠের বাইরে সাউল ক্রেসপো। চোট রয়েছে হেক্টর ইউস্তের। ১৮ জনের দলে তাঁকে রাখার কথা ভাবলেও প্রথম একাদশে অনিশ্চিত। চোট পেয়েছেন প্রভাত লাকরা। এমনকি নন্দ কুমারকেও এদিনের অনুশীলনে বেশিরভাগ

সময় দেখা গেল সাইডলাইনে। ওড়িশার রয় কৃষ্ণা চোটের কারণে মরসুম থেকে ছিটকে গেলেও, মোর্তাদা ফল, আহমেদ জাহু, হুগো বোমাস, দিয়েগো মরিসিওর মতো ফুটবলাররা আছেন। ওড়িশার দলকে আগে থেকেই চেনেন ব্রুজো। বসুন্ধরা কিংসের কোচ থাকাকালীন এই মৌর্তাদা ফলদের কাছেই এএফসিতে হারতে হয়েছিল। সের্জিও লোবেরার দলের বিরুদ্ধে এবার মাঠে নামার আগে অস্কার ব্রুজোর আস্তিনে লুকনো তাস খুবই কম। বেশিরভাগ ফুটবলারকে বৃহস্পতিবারের ম্যাচে না পাওয়া গেলেও অজুহাত দিতে নারাজ ইস্টবেঙ্গল কোচ। অস্কার ব্রুজো বলছেন, ''আমি অজুহাত দিতে চাইনা। মাঠে খেলা হবে এগারো বনাম এগারো। যারা প্রথম একাদশে খেলার সুযোগ পাবে তাদের প্রমাণ করতে হবে। তাই মাঠে নামার আগে অযথা ভয় পেতে চাই না।'' ওড়িশা চ্যালেঞ্জ সামলানোর আগে ইস্টবেঙ্গল কোচ মনে করছেন সমর্থকরাই হতে পারেন এই ম্যাচের ইউএসপি। অস্কার বললেন, ''আমরা পরপর দুটো ম্যাচ জিতেছি। আগের অবস্থায় এখন নেই। আমরা হোম ম্যাচ খেলতে নামব। দলের বেশ কয়েকজন নিয়মিত ফুটবলারকে না পাওয়া গেলেও, সমর্থকরাই পারেন এই ম্যাচ জেতাতে। আমি চাইব তারা মাঠে এসে আমাদের জন্য গলা ফাটাক।''

'রোহিতের তার জায়গাতেই ফেরা'

ব্রিসবেন টেস্টের আগে ভারতের ক্যাপ্টেনের জায়গা ঠিক করে দিলেন সুনীল গাভাসকর

মুম্বই, ১১ ডিসেম্বরঃ রোহিত শর্মার মিডল অর্ডারে যাওয়া উচিত, নাকি ওপেনিংয়ে ফেরা উচিত? এই মুহূর্তে টক অফ দ্য ক্রিকেট এটাই। কেউ বলছেন, পাঁচ-ছয়েই ব্যাট করা উচিত। কেউ বলছেন, যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে ওপেন করা উচিত তাঁর। মোদ্দা কথা, রোহিতের ব্যাটিং স্লটের উপর নির্ভর করছে অনেক কিছু। পারথে জয়ের পর অ্যাডিলেডে ভরাডুবি হয়েছে ভারতের। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়াতে হলে গাব্বায় দারুণ কিছু করে দেখাতে হবে। আর তাই রোহিতের ব্যাটিং পজিশন নিয়ে এত কথা চলছে। সুনীল গাভাসকরের মতো প্রাক্তন ক্রিকেটার কিন্তু রোহিতকে দিচ্ছেন মূল্যবান পরামর্শ। সানির সোজা কথা, রোহিতের উচিত তাঁর জায়গাতেই ফেরা। অর্থাৎ, গাভাসকর চান, রোহিত গাব্বায় ওপেনই করুন। কেন বলছেন, তার যুক্তিও দিয়েছেন। সানির কথায়, ''আমাদের মাথায় রাখতে হবে, পারথে কেন ওপেন করেছিল রাহুল। কারণ, রোহিত ওই ম্যাচটা খেলেনি। ওটাও বুঝতে পারছি, দ্বিতীয় টেস্টে কেন রাহুলকেই ওপেনার হিসেবে খেলানো হয়েছে। কারণ পারথে যশস্বীর সঙ্গে ওপেনিং জুটিতে ২০০র বেশি রান তুলেছিল রাহুল। কিন্তু অ্যাডিলেডে ও রান পায়নি। আর এই কারণেই আমার মনে

হচ্ছে, রাহুলকেই পাঁচ কিংবা ছয় নম্বরে পাঠানো উচিত। আর রোহিতের উচিত ওপেন করা। যদি রোহিত শুরুতেই দ্রুত রান তুলে ফেলতে পারে, তা হলে কিন্তু পরের দিকে বড় রান দিতে পারবে।'' সানির পরামর্শ রোহিত কাজে লাগান কিনা, তা দেখা যাবে গাব্বায়। তবে শুধু রোহিত-রাহুলের ব্যাটিং পজিশন ঠিক করা নয়, প্রথম একাদশও সাজাতে হবে। বিশেষ করে বোলার। বুমরা, সিরাজের পর তৃতীয় পেসার কে হবেন? ওয়াশিংটন সুন্দর, রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে খেলিয়ে দেখা হয়ে গিয়েছে। কেউই সাফল্য পাননি। গাব্বায় স্পিনার কে হবেন, সে প্রশ্নও থেকে যাচ্ছে। তিন পেসার, এক স্পিনারে যাবে টিম, নাকি চার পেসার দেখা যাবে? এই প্রশ্নও থাকছে। সব মিলিয়ে রোহিতের কাঁধে এখন বড় দায়িত্ব। নিজে এবং টিমের ফিরে আসার কাজটা করে দেখাতে পারবেন?

সিংহাসনচ্যুত রুট, বোলারদের ক্রমতালিকায় শীর্ষস্থানে বুমরা

দুবাই, ১১ ডিসেম্বরঃ টেস্ট ক্রিকেটে আর এক নম্বর ব্যাটার নন জো রুট! দীর্ঘ সময় ধরে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছিলেন। ২০২১ সালের পর থেকে এই ফরম্যাটে রাজত্ব চালিয়েছেন ফ্যাব ফোরের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য জো রুট। আইসিসি ক্রমতালিকাতেও তার প্রভাব পড়েছিল। যদিও সতীর্থর কাছেই শীর্ষস্থান হারাতে হল। আইসিসি টেস্ট ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় শীর্ষস্থান দখল করলেন ইংল্যান্ডেরই হ্যারি ব্রুক। রুট নেমে গেলেন দ্বিতীয় স্থানে। টপ ফাইভে রয়েছেন ভারতের ব্যাটারও। বোলারদের ক্রমতালিকায় জসপ্রীত বুমরা শীর্ষে থাকলেও তাঁর উপর চাপ বাড়ছে! নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে যথাক্রমে ১২৩ ও ৫৫ রান করেন হ্যারি ব্রুক। তার আগে প্রথম টেস্টে ছিল ১৭১ রানের অনবদ্য ইনিংস। সেই ইনিংসের পরই দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছিলেন ব্রুক। দ্বিতীয় টেস্টেও অনবদ্য

পারফরম্যান্সের সৌজন্যে এ বার শীর্ষে। রেটিং পয়েন্টে মাত্র ১-এর পার্থক্য। ১৪ ডিসেম্বর শুরু সিরিজের তৃতীয় টেস্ট। রুট ফের ব্রুককে ছাপিয়ে যেতেই পারেন। ব্যাটিং ক্রমতালিকায় উন্নতি হয়েছে ট্রাভিস হেড ও তেম্বা বাভুমার। ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজে অনবদ্য ব্যাটিং করছেন ট্রাভিস হেড। অ্যাডিলেডে বড় সেঞ্চুরিও করেছেন। ৬ ধাপ উঠে পঞ্চম স্থানে উঠে এসেছেন হেড। তিন ও চার নম্বরে রয়েছেন নিউজিল্যান্ডের কেন উইলিয়ামসন ও ভারতের তরুণ ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল। যশস্বীর কাছে সুযোগ রয়েছে তৃতীয় স্থানে উঠে আসার। প্রথম দশে থাকলেও অবনতি হয়েছে ঋষভ পন্থের। ৬ ধাপ নেমে বিরাট ২০ নম্বরে। বোলারদের ক্রমতালিকায় শীর্ষে ভারতের তারকা পেসার জসপ্রীত বুমরাই। পারথে অনবদ্য পারফরম্যান্সের পর অ্যাডিলেডেও মন্দের ভালো বুমরার বোলিংই। অ্যাডিলেডে প্রথম ইনিংসে চার উইকেট নিয়েছেন। তবে তাঁর ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছেন কাগিসো রাবাডা, জশ হ্যাজলউড, প্যাট কামিন্সরা।

মুস্তাক আলির সেমিতে মধ্যপ্রদেশ

আলুর, ১১ ডিসেম্বরঃ সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে ভেঙ্কটেশ আইয়ারের কামাল। সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যাটে-বলে উজ্জ্বল নাইট তারকা ভেঙ্কটেশ আইয়ার। ব্যাট হাতে ভেঙ্কির হাতে ধামাকা দেখে অভ্যস্ত অনেকেই। এ বার আলুরে মুস্তাক আলি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে বল হাতেও জ্বলে উঠলেন ভেঙ্কি। মধ্যপ্রদেশের হয়ে ৩ ওভারে ২৩ রান দিয়ে নিয়েছেন ২টি উইকেট। টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় রজত পাতিদারের মধ্যপ্রদেশ। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৭৩ রান তোলে সৌরাষ্ট্র। চিরাগ জানির ৮০ রানে ভর করে মধ্যপ্রদেশকে ১৭৪ রানের টার্গেট দেয় জয়দেব উনাদকাটের টিম। ১৭৪ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে মধ্যপ্রদেশের ওপেনিং জুটিতে ওঠে ৪৬ রান। ৮ রানের জন্য হাফসেঞ্চুরি হাতছাড়া করেন অর্পিত। ক্যাপ্টেন রজত করেন ২৮ রান। শুভ্রাংশু সেনাপতি ২৪ রান করেন। হরপ্রীত সিং ৯ বলে ২২ রানে অপরাজিত থাকেন। আর ভেঙ্কি ৩৩ বলে ৩৮ নট আউট। ১৯.২ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে টার্গেট পূরণ করে নেয় মধ্যপ্রদেশ। ৬ উইকেটে ম্যাচ জিতে সেমিতে রজত-ভেঙ্কটেশরা। ২ উইকেট ও ৩৮ নট আউট ইনিংসের সুবাদে ম্যাচের সেরা ভেঙ্কটেশ আইয়ার।

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

'বিএমভি ত্রিফলায়' জয়ে ফিরল রিয়াল, বায়ার্নের গোল-উৎসব, লিভারপুলের ছয়ে ছয়

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে কীভাবে ঘুরে দাঁড়াতে হয়, তা রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে ভালো জানা কোন ক্লাবের? উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগে টানা দুই হারের পর এবারও ঘুরে দাঁড়াল রিয়াল। ইতালিয়ান ক্লাব আতালান্তার বিপক্ষে জিতল ৩-২ গোলে। রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলত্তি যতটা চেয়েছিলেন, রিয়াল ততটা ভালো হয়তো খেলেনি। কিন্তু 'বিএমভি ত্রিফলা' একসঙ্গে জ্বলে উঠলে আর কী লাগে! দলের গোল তিনটি যে করেছেন আক্রমণভাগের ত্রয়ী বেলিংহাম, এমবাপে ও ভিনিসিয়ুস। অন্য ম্যাচে গোল-উৎসব করেছে বায়ার্ন মিউনিখ ও পিএসজি। ইউক্রেনের ক্লাব শাখতার দোনেস্কের বিপক্ষে শুরুতে পিছিয়ে পড়েও ৫-১ গোলে জিতেছে বায়ার্ন। অস্ট্রিয়ান ক্লাব সাল্‌জবুর্গের বিপক্ষে পিএসজির জয় ৩-০ গোলে। রাতের আরেক ম্যাচে পেনাল্টি থেকে মোহাম্মদ সালাহর গোলে জিরোনাকে ১-০ ব্যবধানে হারিয়েছে লিভারপুল। চ্যাম্পিয়নস লিগের এবারের মরসুমে এ নিয়ে ছয় ম্যাচের ছয়টিতেই জিতল আর্নে স্লটের দল। ৩৬ দলের আসরে সবকটি ম্যাচ জেতা একমাত্র ক্লাব লিভারপুলই। সবার আগে নকআউট পর্বও নিশ্চিত করে ফেলল অলরেডরা। নামে-ভারে-অর্জনে রিয়াল অনেক এগিয়ে থাকলেও সাম্প্রতিক ফর্ম বিবেচনায় আতালান্তাই ছিল ফেবারিট। ইতালির ছোট্ট শহর বের্গামোর ক্লাবটি একে তো সিরি 'আ'-এর পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে, তার ওপর খেলাটা নিজেদের মাঠে। তবে প্রায় ২৫ হাজার দর্শক ধারণক্ষমতার গিউইস স্টেডিয়ামকে স্তব্ধ

করে দিতে খুব বেশি সময় লাগেনি রিয়ালের। ১০ মিনিটেই ব্রাহিম দিয়াজের পাস থেকে মাদ্রিদের ক্লাবটিকে এগিয়ে দেন কিলিয়ান এমবাপে। চ্যাম্পিয়নস লিগে এটি তাঁর ৫০তম গোল। ইউরোপীয় ক্লাব ফুটবলের শীর্ষ এই প্রতিযোগিতায় এমবাপে প্রথম ৬ গোল করেছিলেন এএস মোনাকোর হয়ে, রিয়ালের হয়ে আজকের গোলটি ছিল দ্বিতীয়, বাকি ৪২ গোল পিএসজির জার্সিতে। সব মিলিয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগ ইতিহাসের নবম ফুটবলার হিসেবে ৫০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করলেন এমবাপে, বয়সের হিসেবে ২৫ বছর ৩৫৬ দিনে। তাঁর চেয়ে কম বয়সে ৫০ গোল করেছেন শুধু লিওনেল মেসি (২৪ বছর ২৮৪ দিন বয়সে)। তবে মাইলফলক ছোঁয়া গোলের পরও রাতটা ভালো কাটেনি এমবাপে। ঊরুর চোট নিয়ে ম্যাচের ৩৬ মিনিটে মাঠ ছাড়েন তিনি। তাঁর বদলি নামেন রদ্রিগো। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়েই ম্যাচে ফেরে আতালান্তা। অরেলিয়েঁ চুয়ামেনি নিজেদের বক্সে মারিও পাসালিচকে ট্যাকল করলে সঙ্গে সঙ্গে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি সাইমান মার্চিনিয়াক। রিয়াল খেলোয়াড়েরা এর প্রতিবাদ জানালেও রেফারি তাঁর সিদ্ধান্তে অবিচল থাকেন। স্পষ্ট কিক থেকে স্বদেশি থিবো কোর্তোয়াকে সহজেই ফাঁকি দেন বেলজিয়ামের তরুণ ফরোয়ার্ড চার্লস ডি কেটেলায়ের। ১-১ সমতা নিয়েই বিরতিতে যায় দুই দল। তবে দ্বিতীয়ার্ধে ৩ মিনিটের ব্যবধানে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন ভিনিসিয়ুস। পেশির চোট কাটিয়ে এ ম্যাচ দিয়েই ফেরা ব্রাজিলিয়ান তারকা ৫৬ মিনিটে গোল করে রিয়ালকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন। ৫৯ মিনিটে জুড বেলিংহামের গোলে বলের জোগান দেন তিনিই। এর মধ্য দিয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগে টানা ১২ ম্যাচে গোলখরা কাটিয়ে ওঠেন বেলিংহাম। তখন মনে হচ্ছিল, রিয়াল সহজেই ম্যাচটা জিততে চলেছে। তবে ৬৫ মিনিটে আদেমোলা লুকমানের গোলে ব্যবধান কমিয়ে ম্যাচে ফেরার আভাস দেয় আতালান্তা। যোগ করা সময়ে বদলি মাতেও রেতেগির শট বারের ওপর দিয়ে না গেলে নাটকীয় ড্র নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারত আতালান্তা। শেষ পর্যন্ত জিয়ান পিয়েরো গাসপেরিনির দলের সমতায় ফেরা হয়নি। এ জয়ে ছয় ধাপ এগিয়ে পয়েন্ট তালিকার ১৮ নম্বরে উঠে এসেছে রিয়াল। আতালান্তার অবস্থান নয়ে।

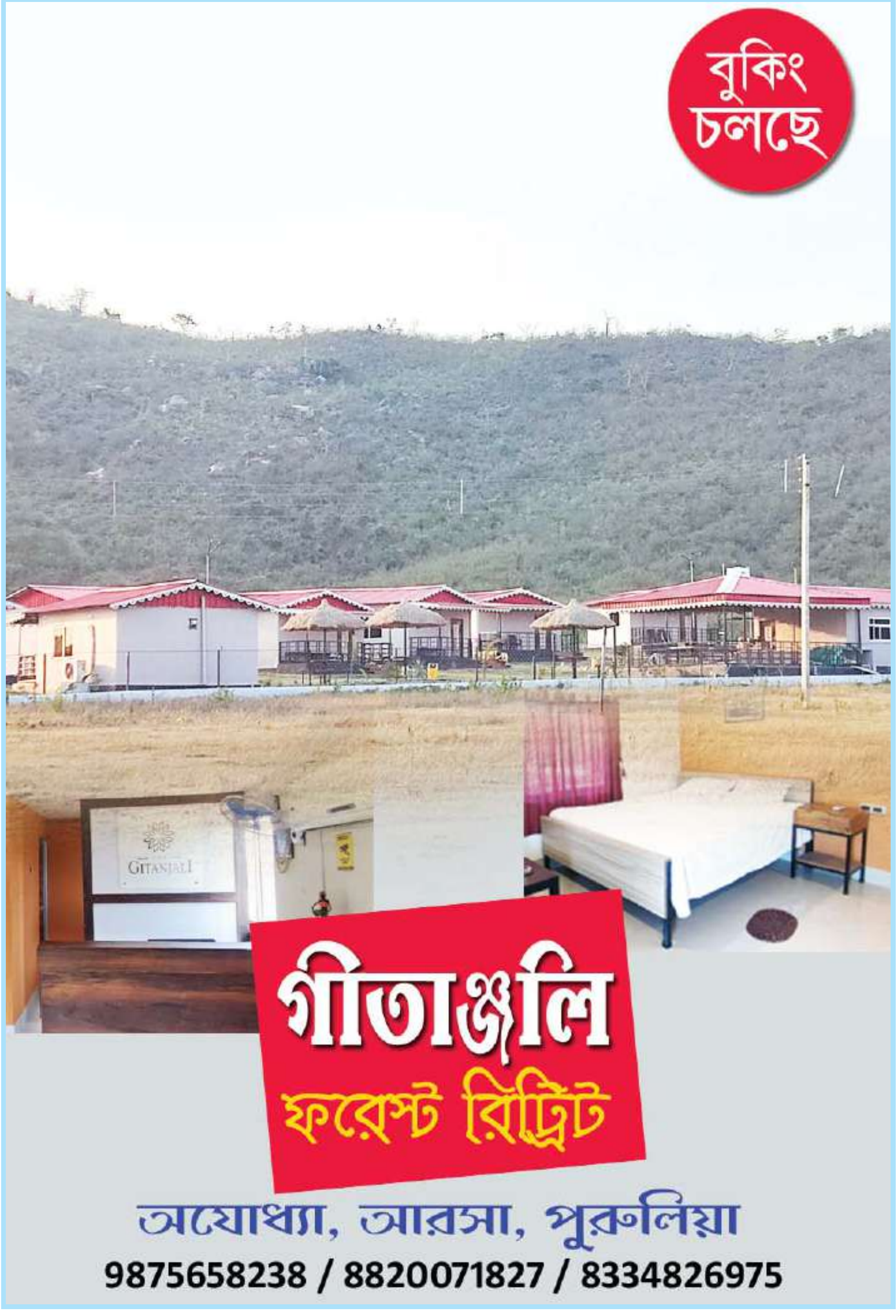

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com